পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উনচল্লিশ অভিযান

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। নির্মেঘ আকাশ থেকে রোদের সোনা যেন ঈশ্বরের করুণাধারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। পাখির কণ্ঠে গান। ফুলের সৌরভে বাতাসের গৌরব। রঙিন ফুলের বাহারে প্রকৃতি যেন হাসছে। কী সুন্দর স্বপ্নরঙিন আজকের এই দিন। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাই আনন্দ উল্লাসে মিত্তিরদের বাগানে এসে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পঞ্চু আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল রংবেরঙের প্রজাপতি দেখে।

বাবলুর মাউথ অর্গানেও তখন মোহনবাঁশির সুর। সেই সুরের সুরভিতে মন-প্রাণ যেন ভরে উঠল সকলের। কত না গানের সুর বেজে উঠল ওর বাঁশিতে। অমন যে পঞ্চু সেও মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনতে লাগল অপূর্ব সেই সুরের সাধনা।

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল বাগানের গভীর থেকে। খুশিতে ঝলমল করছে ওদের মুখ। হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে এসে বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, শিগগির এসো। দেখে যাও একটা জিনিস।"

বাবলু মাউথ অর্গান থামিয়ে বলল, "কী ব্যাপার রে? কী দেখব?"

"এসোই না একবার।"

সবার আগে পঞ্চু ছুটল। তারপরই বিলু, ভোম্বল। বাবলুও ছুটল জোর কদমে সকলের পিছু পিছু। খানিক এগিয়েই দেখল বাগানের এক জায়গায় একটি মস্ত ঢিবি সবুজ ঘাসে ভরে আছে। আর তাকে ঘিরেই কত ছোট ছোট নাম-না-জানা ফুল ফুটে আছে রংবাহারে। কী সুন্দর সেই ফুলগুলো।

বাচ্চু বলল, "কেমন দেখলে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "অপূর্ব।"

বিলু, ভোম্বলও ফুল দেখে অভিভূত।

বিচ্ছু বলল, "কী ফুল বলো তো ওগুলো?"

বাবলু বলল, "নাম তো জানা নেই। তবু বলি, ওগুলো ওয়ান্ডারফুল।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফুলগাছ বাঁচিয়েই ঢিবির ওপরে উঠল। অনেকদিন আগে হঠাৎই খেয়ালবশে ওরা পাহাড় পাহাড় খেলায় মেতে উঠেছিল। চারদিক থেকে রাবিশ বয়ে নিয়ে এসে জড়ো করেছিল এক জায়গায়। দেখতে দেখতে সেটা একটা ঢিবির আকার ধারণ করেছিল। সে কী উৎসাহ ও উদ্যম ছিল তখন ওদের। ভোম্বলের পরিকল্পনাতেই বাগানের মধ্যে একটা টিলা পাহাড় গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল ওরা। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ কয়েকটি অভিযানে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অবকাশ আর হয়ে ওঠেনি। তবুও প্রকৃতির নিয়মে ধুলোমাটির আস্তরণে জায়গাটা বিশাল একটি ঢিবির আকার ধারণ করেছে। তাকে ঘিরেই কত চোরপলতে, ফণিমনসা ও নানারকমের গাছও গজিয়েছে। তারই মাঝে এইসব রকমারি ফুল।

ওরা সবাই সেই টিলাকৃতি ঢিবির মাথায় উঠে চারদিকের প্রকৃতি দেখতে লাগল।

বিলু বলল, "আমাদের অবহেলায় জায়গাটা আর বেশি উঁচু হতে পারল না। অথচ আর একটু উঁচু হলে এটাকে ঠিক একটা টিলা বলেই মনে হত।"

ভোম্বল বলল, "আপাতত কয়েক লরি মাটি অথবা রাবিশ এর ওপরে ফেলতে পারলে দারুণ হত কিন্তু।"

বাচ্চু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, "উঁ হুঁ হুঁ। এখনই নয়, পরে। এর ওপরে ওইসব পড়লে এইসমস্ত ফুলের বাহার মাটিচাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক কথা। যতক্ষণ না এই ফুলগুলো শুকিয়ে অথবা মরে না যায় ততক্ষণ কোনও কিছুই নয়।" তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, এই ঢিবিটার একটা নাম দেওয়া যায় না?"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই দেওয়া যায়। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মতো এটাও আমাদের পুষ্পোদ্যান।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "আমাদের এই বাগান তো পুষ্পোদ্যানই। এমন কোনও ফুলগাছ নেই যা এখানে নেই। তাই এই টিবিটার নাম হোক ওয়ান্ডারফুল টপ।"

সবাই সোল্লাসে বলে উঠল, "হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ।" তারপর হঠাৎই কী যেন দেখে ছুটে গেল দূরের একটি কালকাসুন্দের ঝোপের দিকে। সেখানে গিয়েই আবার চিৎকার শুরু করল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল সেইদিক লক্ষ্য করে।

ঝোপের কাছে গিয়ে ওরা দেখল বদখতে চেহারার দু'জন লোক মাঝারি সাইজের একটি ব্রিফকেস নিয়ে ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। নিশ্চয়ই কারও কিছু চুরি করে পালিয়ে এসেছে ওরা। ওদের একজনের হাতে একটি রিভলভার। সেটি ওদের দিকে তাগ করা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতেই ওদের একজন বলল, "আর এগোবার চেষ্টা করো না। যেমন আছ তেমনই থাকো।"

বাবলু বলল, "হয় তোমরা বেরিয়ে এসো, না হলে কিন্তু বাধ্য হব আমরা এগিয়ে যেতে।"

অন্যজন বলল, "কথার অবাধ্য না হয়ে চলে যাও বলছি এখান থেকে। আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে দাও।"

বাবলু বলল, "আমি আবার বলছি বেরিয়ে এসো। এক দুই তিন গুনব। তার মধ্যে বেরিয়ে না এলে...।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটি পঞ্চুর দিকে রিভলভার টার্গেট করল। কিন্তু ওরও নাম পঞ্চু। ট্রিগারে চাপ পড়ার আগেই ও এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর হাতের ওপর যে, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সশব্দে ছিটকে পড়ল অন্যদিকে।

ওদের একজন তখন ব্রিফকেস নিয়ে বাগানের পেছনদিকে দৌড়োচ্ছে।

বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওখানেই থাকতে বলে বাবলু, বিলু আর ভোম্বল ধাওয়া করল লোকটিকে। শুরু হল বাগানময় ছুটোছুটির পালা। অবশেষে একসময় বাগে পেল লোকটিকে। বিলু ওর হাঁটুর ভাঁজে একটা লাথি মারতেই পা মচকে পড়ে গেল লোকটি। হাতের ব্রিফকেস ছিটকে পড়ল পাশের পুকুরে। ভোম্বল এক লাফে জলে পড়েই উদ্ধার করল সেটিকে। ততক্ষণে বাবলু আর বিলু ধরে ফেলেছে লোকটিকে। কিন্তু ধরলে কী হবে? সে তার অমানুষিক শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে ওদের খপ্পব থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাগানের পাঁচিল টপকে একেবারেই হাওয়া।

বাবলু আর বিলু তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভোম্বলকে নিয়ে সেই লোকটির কাছে এল। এসে দেখল পঞ্চু তখন লোকটিকে ধরাশায়ী করে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে।

ওরা যেতেই বিচ্ছু লোকটির হাত থেকে খসে পড়া সেই রিভলভারটা বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা তোমার কাছে রেখে দাও বাবলুদা।"

বাচ্চু বলল, "কী ভারী জিনিসটা, দ্যাখো।"

বাবলু রিভলভারটা নেড়েচেড়ে বেশ ভাল করে দেখে বলল, "খাসা জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। তা এ জিনিস আমদানি করলে কোত্থেকে ভাই?"

লোকটি বলল, "যন্তর চেনো দেখছি। জিনিসপত্র আমদানি যেখান থেকে হওয়ার, সেখান থেকেই হয়েছে।"

বাবলুর নির্দেশে লোকটির বুক থেকে পঞ্চু নেমে এলে কোনওরকমে উঠে বসল লোকটি।

বাবলু বলল, "কী নাম তোমাদের?"

"নাম বললে কি চিনবে? আমার নাম ভোঁদড়া, আমার সঙ্গীর নাম বিটলে। তা ওটাকে কোথায় পাচার করলে শুনি?"

"আমরা কোথাও পাচার করিনি। বরাতজোরেই ও আমাদেব খপ্পর থেকে পালিয়ে গেল। বাড়ি কোথায় তোমাদের?"

লোকটি দেঁতো হেসে বলল, "আমাদের বাড়ি? ধরে নাও ভাগাড়ে। ধর্মের ষাঁড় আমরা। ধর্মকর্ম করি, ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আমাদের কি ঘরদোর বলে কিছু আছে?"

"তা আমাদের এই বাগানের খোঁজ পেলে কী করে?"

"ঘুরতে ঘুরতেই পেয়ে গেছি একদিন। প্রায়ই আসি আমরা। শুই, বসি, বিড়িটিড়ি খাই।"

বিলু বলল, "অন্য কিছু খাওটাও না তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটি আবারও হেসে বলল, "তোমরা সব ছেলেমানুষ। সে কথা তোমাদের কী করে বলি বলো দিকিনি?"

বাবলু ব্রিফকেসটা দেখিয়ে বলল, "এই জিনিসটা কার? কী আছে এতে?"

"কিছুই জানি না। আমরা ছিনতাই পার্টির লোক। যোধপুর এক্সপ্রেসে আসছিলেন এক ভদ্রলোক। আমরা বর্ধমানের ক্রশিং-এ উঠেছিলাম। ঘুমের ঘোরে উনি হাঁ করে ছিলেন। আমাদের কাছে লিকুইড ছিল। একটু ঢেলে দিলাম মুখে, ব্যস। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন যখন এল তখন ওঁর অবস্থা এমনই খারাপ যে, আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কেউ যদি দয়া করে হসপিটালে দেন তবেই বাঁচবেন উনি। না হলেই ফট। ওঁরই ব্রিফকেস এটা। অন্য যাত্রীদের রিভলভার দেখিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কী আছে এর ভেতরে তা জানি না। তোমরা এসে পড়ায় খুলে দেখবারও সময় পাইনি। যাই হোক, অনেক কষ্টে জোগাড় করা জিনিস। আমাদের রুজিরোজগারের ব্যাপার এটা। যদি ভাল চাও তো ভালয় ভালয় দিয়ে দাও। না হলে কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাদের খুব খারাপ হবে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। আমরা ভাবি বর্তমান নিয়ে। তা সে যা হয় হবে। পরের কথা পরে আছে।"

"তা হলে তোমরা দেবে না? ঠিক আছে। না দাও না দেবে। পরের জন্য তা হলে তৈরি থেকো। তবে এই কেলে কুত্তাটা আমাকে যেভাবে কামড়েছে তাতে এর মোকাবিলা আমি আগে করব।" বলে উঠে দাঁড়াতেই বাবলু বলল, "এখনই যাচ্ছ কোথায় ঘুঘু?"

"কোথায় আবার? যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "এটা কি মামার বাড়ি যে যখন খুশি আসবে, যাবে? এখন আমাদের সঙ্গে থানায় চলো। জিনিসটা আগে জমা করাই। তারপরে পুলিশবাবা যদি দয়া করে ছাড়ে তখনই যাবে।"

পুলিশের নাম শুনেই গাঁক করে উঠল লোকটি। বলল, "ওইসব আবার কেন? থানা-পুলিশ করে আমার বারোটা কি না বাজালেই নয়? পেটের দায়ে একটু-আধটু ধান্দাবাজি করি। এখন ছ'মাস কি এক বছর যদি জেলে থাকি তো আমার বউ ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাবে যে।"

ভোম্বল বলল, "তবে যে একটু আগে বললে তোমার কোনও ঠিকানা নেই, ভাগাড়ে থাক। তা বউ ছেলেমেয়েও কি তোমার সঙ্গে ভাগাড়ে থাকে?"

লোকটি রেগে বলল, "তোরা ভাগাড়ে যা না বাউন্ডুলের দল।" তারপর একটু নরম হয়ে বলল, "আমি কোঁড়ার বাগানে থাকি। আর ওই বিটলেটা থাকে তেলকলঘাটে। তা যাকগে, এটা তোমরা পুলিশকে দাও আর যাই করো, আমাকে অন্তত পালাতে দাও। মনে করো না কেন ওই বিটলেটার মতো আমিও ফসকে গেছি তোমাদের হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "তোমাকে ছেড়ে দিতে তো আপত্তি নেই। কিন্তু যে উপায়ে তোমরা দিনের পর দিন অসতর্ক মানুষকে অসুস্থ করে তাকে সর্বস্বান্ত করছ তাতে তোমাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত। জেলই তোমাদের উপযুক্ত জায়গা।"

"ক'জনকে জেলে ঢোকাবে ভাই? এক-আধজন নয়, হাজারখানেক লোক এই কাজ করছে এখন। চারদিকেই এই জাল। তা ছাড়া এই যে তোমাদের কুকুরটা আমাকে কামড়াল, এখন আমার কী হাল হবে বলো তো? এখনই আমাকে ডাক্তারখানায় যেতে হবে। তারপর বিনি পয়সায় ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্য ছুটতে হবে হাসপাতালে। আমি গরিব মানুষ। ঘরে বসে চিকিৎসা করানোর টাকা আমি কোথায় পাব? তাই বলি কী আমার ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে অন্তত এবারের মতো আমাকে ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "পাপ করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে। তা কী এমন ওষুধ দিচ্ছ তোমরা, যার প্রভাবে এত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে?"

"ওইসব ওষুধের নাম কি আমরা জানি রে ভাই? আসলে আমরা দু'বন্ধুতে ছেলেবেলা থেকেই চুরি, ছিনতাই, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, এইসব করে আসছি। এখন হাওড়া স্টেশন এলাকাতেই কাজকারবার আমাদের। ওই অঞ্চলের শের হল কানকাটা মালাই। ওর আন্ডারেই কাজ করছি আমরা। ও-ই আমাদের এই বুদ্ধিটা দেয়। ওষুধও সাপ্লাই করে। আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও ও দেখে। ওকে শুধু দিনে একশো টাকা দিতে পারলেই এইসব এলাকায় যা ইচ্ছে তাই আমরা করতে পারি।"

লোকটির কথা শুনে বাবলু বলল, "ঠিক আছে। সত্যি কথা বলার জন্য এবারের মতো আমরা তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও কিন্তু এ কাজ কোরো না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"না। করব না। ওইভাবে ওষুধ খাইয়ে আর কোনও মানুষকে আমরা অসুস্থ করব না। তবে কিনা একটু-আধটু চুরি ছিনতাই না করলে আমাদের চলবে কী করে বলো? এলাকার লোকজন আমাদের এমনভাবে চেনে যে, কেউ কোনও কাজকর্ম দেওয়া দূরের কথা, আমাদের দেখলেই সতর্ক হয়ে যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। তবু ধর্মকে মাথার ওপর রেখে একটু সৎভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা কোরো।"

লোকটি চলে গেলে ভোম্বল ব্রিফকেসটাকে তুলে ধরে বলল, "বাবলু, এটার ওজন কত হবে বলতে পারিস?"

বাবলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "অসম্ভব ভারী। কী আছে বল তো এতে?"

বিলু বলল, "থানায় জমা দেওয়ার আগে একবার একটু খুলে দেখলে হয় না?"

বাবলু বলল, "ক্ষতি কী? মনে হচ্ছে ধাতব কিছু আছে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই সোনার পাত বা ওই ধরনের কিছু।"

বাচ্চু বলল, "নির্ঘাত তাই। আগে তো খুলে দেখো।"

অতএব সকলেরই আগ্রহে ওটাকে খুলে দেখার ব্যবস্থা করা হল। ভোম্বল দৌড়ে বাড়ি গিয়ে একগাদা চাবি নিয়ে এসে অনেক কসরতের পর খুলতে সক্ষম হল সেটাকে। কিন্তু খুলেই ওর ভেতরে যা দেখল তা দেখেই তো চক্ষুস্থির ওদের। ওরা দেখল সোনা নেই, চাঁদি নেই, নেই কোনও মাদক দ্রব্যও। শুধু নানা ধরনের বিদেশি পিস্তল ও কার্তুজে ঠাসা ভেতরটা।

বাবলু বলল, "মাই গড।"

বাচ্চু বলল, "আর এক মুহূর্ত নয়। এখনই এটাকে থানায় জমা করে দিয়ে আসি চলো।"

বিচ্ছু বলল, "তারপরে খুঁজে বের করব ওই পাচারকারীকে। যেভাবেই হোক ধরব তাকে।"

বাবলু ব্রিফকেস হাতড়ে চারদিকে কী যেন খুঁজতে লাগল।

বিলু বলল, "কী এত দেখছিস বল তো?"

"যদি আর কোনও সূত্র পাই।"

বিচ্ছু বলল, "কী সূত্র পাবে? ঠিকানাপত্তর, এই তো? ওসব ওতে থাকবে না।"

"থাকবে না জানি। তবু—।"

হঠাৎই পাওয়া গেল একটা রোডম্যাপ। কানপুর থেকে কল্যাণপুর হয়ে বিঠুর পর্যন্ত। আরও একটি জায়গার নাম আছে, চারখারি। সেই জায়গাটা বাঁদা হয়ে মাহোবার কাছাকাছি। ম্যাপের পেছনে লাল কালির অক্ষরে একটি নামও লেখা আছে দেখা গেল, মি. এম জি ভোরা। আর কোনও সূত্র নেই। নেই কোনও ঠিকানাও।

বাবলু ম্যাপটা নিজের কাছে রেখে ব্রিফকেস এঁটে সবাইকে নিয়ে বাড়ির দিকে এল। এখন একটু চিন্তাভাবনার ব্যাপার আছে। পরে একসময় জিনিসটা থানায় জমা দিয়ে এলেই হবে। হুট করতে এখনই নয়।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া এবং একটু বিশ্রামের পর সকলে এসে জড়ো হল বাবলুদের বাড়িতে।

প্রথমেই শুরু হল ওই ব্রিফকেসের ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে জোর আলোচনা।

বিলু বলল, "ওই আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যাপারে তুই কিছু ভাবনাচিন্তা করলি?"

"করেছি। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে প্রধান অভিযুক্তই হলেন মি. ভোরা। কেন না জিনিসগুলো ওঁর হাত দিয়েই পাচার হচ্ছিল। তবে ভোঁদড়া আর বিটলে হল অতি সাধারণ মানের চোরচোট্টা। ওরা নিছক চুরির জন্যই চুরি করেছিল।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওই কানকাটা মালাই। এখানকার যিনি মাফিয়া ডন, তিনি?"

"এক্ষেত্রে সেও কিন্তু সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তবে অস্ত্রপাচারের ব্যাপারে মনে হয় আদৌ সে জড়িত নয়। তা যদি হত তা হলে ভোঁদড়া বা বিটলে ট্রেন থেকে ব্রিফকেস চুরি করে আমাদের বাগানে এসে আশ্রয় নিত না। সরাসরি মালাইয়ের হাতেই তুলে দিত। এখন আমাদের খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে ওই মি. ভোরা কে?"

বিচ্ছু বলল, "ভোরার খোঁজ আমরা কীভাবে পাব?"

"তদন্তের পর সেটা জানা যাবে।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে থানায় গিয়ে ব্রিফকেসটা আমরা জমা দিয়ে আসি চল।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। এসব জিনিস বেশিক্ষণ কাছে রাখা ঠিক নয়।"

ওরা আর কোনওভাবেই সময় নষ্ট না করে পঞ্চু সহ যে যার স্কুটার নিয়ে রওনা হল থানার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সবে কিছুটা পথ এসেছে হঠাৎ বড় রাস্তার দিক থেকে একটি টাটা সুমো ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে পথরোধ করল ওদের। সুমোটা এমনভাবে এসে ব্রেক কষল যে, আর একটু হলেই দুর্ঘটনা হয়ে যেত।

সুমোর ভেতর থেকে ভীষণদর্শন গোলালো মুখের দানবাকৃতি একজন বেরিয়ে এল। সেইসঙ্গে বেরিয়ে এল বিটলে নামের ভোঁদড়ার সেই সঙ্গীটি।

বিটলে ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই যে, এই সেই শয়তানের দল।"

দানবের গোল মুখ তখন ওলের মতো লাল হয়ে উঠল। দারুণ হিংস্র হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে ওদের দিকে।

বাবলু তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ আমি। আমি কে তা জানিস?"

বাবলু মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

"আমাকে সবাই এই অঞ্চলের মাফিয়া ডন বলে জানে। আমার নাম মালাই।" বলে ঘাড় অবধি লটকানো চুলগুলো তুলে বলল, "এই দ্যাখ, আমার দুটো কানই কাটা। অনেকদিন আগে একটা মেয়ের গলার হার ও কানের দুল টেনে ছিনিয়ে নেওয়ার পর ধরা পড়ে যাই। আর তারই ফলে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে বেদম মার খাই আমি। ওরা আমাকে মেরেও শান্ত হয়নি। একটি মেয়ের কান ছিঁড়ে দেওয়ার অপরাধে ওরা আমার দুটো কানই কেটে দেয়। সেই থেকেই আমার নাম হয়ে যায় কানকাটা মালাই। লেজকাটা কুকুরের মতোই হিংস্র আমি।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। তা আমাদের ওপর এমন সুনজর পড়বার কারণটা জানতে পারি কি?"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালাইয়ের দানবের মতো চেহারাটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। বাঘের মতো একটা হুংকার দিয়ে সে বলল, "সুনজর মানে? আমি যেদিকে তাকাই, সেদিকই শ্মশান হয়ে যায়। যার দিকে তাকাই, সর্বনাশ হয় তার। তোদেরও সর্বনাশের দিন আজ।"

বাবলুর স্কুটারে পঞ্চু ছিল। এবার সে গরগর করে উঠল রাগে।

মালাই বলল, "তোরও আজ শেষদিন রে। আমি শুধু শনির দৃষ্টি নিয়েই আসিনি। রাহুর গ্রাস নিয়েও এসেছি। তোর মোকাবিলা না করে কি যাব ভেবেছিস?" বলেই কোমরের বেল্ট খুলে সপাং করে এক ঘা মেরে দিল পঞ্চুর মুখে। কিন্তু ওরও নাম পঞ্চু। অনেক কায়দাই সে জানে। বেল্ট কামড়ে সে তখন জোরে একটা টান দিতেই বেল্ট খসে পড়ল হাত থেকে। এদিকে বেল্ট না থাকায় মালাইয়েরও প্যান্ট তখন ঢিলে হয়ে এসেছে ভুঁড়ির নীচে। কিন্তু সেই বেল্ট যে কুড়োবে, সে ক্ষমতা তার নেই। বিটলেটা সাহস করে এগিয়ে আসতেই পঞ্চু তাকে ভৌ ভৌ করে এমন তেড়ে গেল যে, পালাতে পথ পেল না সে।

ক্রুদ্ধ মালাই মুখ দিয়ে তখন বিকট একটা শব্দ বের করল, "আঁ-আঁ-আঁউ।"

অমনই গাড়ির ভেতর থেকে দারুণ তেজি দুটো অ্যালসেশিয়ান তেড়ে এল পঞ্চুর দিকে।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "পঞ্চু রান! রান অ্যাওয়ে। হাইড! কভার! সেভ! রান—।"

এই প্রথম ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল পঞ্চু। ও বাঘকে যত না ভয় পায় তার চেয়েও বেশি ভয় পায় ওর চেয়েও শক্তিমান ওর স্বজাতিদের। কিন্তু পঞ্চু আক্রমণ যেমন করতে পারে তেমনই আত্মরক্ষাও করতে জানে। তাই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই ও একটা লাফ দিয়ে একজনদের ভাঙা পাঁচিল টপকে একেবারেই হাওয়া।

মালাই হেসে বলল, "এই নেড়ি কুত্তাটা নাকি বাঘের চেয়েও ভয়ংকর! এই তার নমুনা? এখন আমার এই হিংস্র কুকুরগুলো যদি তোদের সবাইকে ছিঁড়ে খায় তা হলে তোদের এখন বাঁচাবে কে?"

বাবলুর মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। বলল, "কে আর বাঁচাবে? কেউ না।"

মালাই বলল, "ভয় নেই। আমার এই হ্যাংরি ডুয়েলরা পলাতক ভীরুদের কামড়ায় না। ভয় দেখায়। যাক, এখন ভালয় ভালয় ব্রিফকেসটা আমাকে দিয়ে দে। ভ্যানিশ একটু আগেই আমাকে ফোনে বলেছে ও জিনিস কোনওরকমেই যেন পুলিশের হাতে না পৌঁছোয়।"

বাবলু বলল, "ভ্যানিশ কে?"

"তা জেনে তোর লাভ? ভ্যানিশের কড়া নির্দেশ, আমার এলাকার ব্যাপার যখন, তখন আমারই দলের কারও না কারও হাতে পড়েছে ওটা। তাই যেভাবেই হোক ওটাকে উদ্ধার করতেই হবে। ভ্যানিশের নির্দেশ পেয়ে আমি যখন ভাবছি কী করব, ঠিক তখনই এই ব্যাটা বিটলেটা এসে হাজির। ওর মুখেই তোদের ব্যাপারস্যাপার সব শুনলাম।"

বাবলু বুঝল এই মুহূর্তে জিনিসটা ওর হাতে তুলে না দেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। তার কারণ, প্রথমত, ওর কাছে পিস্তল নেই। দ্বিতীয়ত, পঞ্চুও নেই ধারেকাছে। থাকলেও সে অপারগ। এদিকে দু'-দুটো

হিংস্র অ্যালসেশিয়ান ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অতএব...।

বাবলু আড়চোখে একবার বিলুর দিকে তাকাতেই বিলু ইশারায় বলল, "দিয়ে দে।"

অতএব বাধ্য হয়েই হার মেনে ব্রিফকেসটা মালাইয়ের হাতে তুলে দিল বাবলু।

বিটলেটা তখন দারুণ খুশি হয়ে অ্যালসেশিয়ানদুটোকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে মালাই গাড়িতে উঠতে যাবে অমনই কোথা থেকে যেন বাঘের মতো গর্জন করে মালাইয়ের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল পঞ্চু।

পঞ্চুর আক্রমণে দিশেহারা মালাই কামড়ের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

অ্যালসেশিয়ানদুটোও তখন আবার 'আঁউ আঁউ' করে পঞ্চুকে আক্রমণ করবে বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে তেড়ে এসেছে। কিন্তু যেই না আসা অমনই বিলু আর ভোম্বল ওদের স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে দুটোর ওপর। চাকায় পিষ্ট হয়ে সে দুটোর তখন সে কী ছটফটানি। তাদের আর্তনাদে ভরে উঠল চারদিক।

সুযোগ পেয়ে বাবলু মালাইয়ের হাত থেকে ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "গুন্ডামি মস্তানি যার সঙ্গে যা ইচ্ছে করো, আমাদের পেছনে লাগতে এসো না।" বলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এর ভেতরে কী আছে তা নিশ্চয়ই জানা নেই? জানলে ওই ভ্যানিশের হয়ে কাজ করবার প্রবৃত্তিও হত না হয়তো।"

"জানি, জানি। সব জেনে বুঝেই কাজ করি আমরা। টাকার জন্য আর ক্ষমতা রক্ষার জন্য আমরা পারি না এমন কোনও কাজ নেই।"

বাবলু ব্রিফকেসটা বাচ্চু-বিচ্ছুর হাতে দিয়ে বলল, "বাঃ বন্ধু! বাঃ! তা হলে অর্থ আর ক্ষমতার লোভে ওই ভ্যানিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশটাকেই একদিন শেষ করে দেবে তোমরা।"

"হ্যাঁ। দিয়ে আমরাও ভ্যানিশ হয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আবার তা হলে কোনও না কোনও সময় দেখা হবে।" বলে পঞ্চুকে বলল, "ছেড়ে দে পঞ্চু। অসহায় দুর্বল মানুষকে বেশি কষ্ট দিস না। ওকে যেতে দে।"

পঞ্চু এতক্ষণ মালাইকে দারুণভাবে কবজা করে রেখেছিল। এবার বাবলুর নির্দেশ পেয়ে ছেড়ে দিতেই মালাই বিটলের সাহায্যে ওর মৃতপ্রায় কুকুরদুটোকে গাড়িতে উঠিয়ে উধাও হয়ে গেল।

চারদিক তখন লোকে লোকারণ্য।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভিড় এড়িয়ে ব্রিফকেস নিয়ে কোনওরকমে থানায় পৌঁছোল। একেবারে ও সি-র ঘরে গিয়ে ব্রিফকেসটা তাঁর টেবিলের ওপর রাখতেই ও সি সবিস্ময়ে বললেন, "এটা কী!"

বাবলু বলল, "খুলে দেখুন।"

লক তো ভাঙাই ছিল। তাই খুলতে অসুবিধে হল না। ও সি ব্রিফকেস খুলেই অবাক, "স্ট্রেঞ্জ! কোথায় পেলে এগুলো?"

বাবলু তখন সব বলল।

ও সি রিভলভার ও কার্তুজগুলোকে দেখে বললেন, "সবই বাইরের দেশের জিনিসপত্র। এবং অত্যাধুনিক। তা ভ্যানিশ না কী যেন নাম বললে, এ নাম তো কখনও শুনিনি। কে সে?"

ইনস্পেক্টর গৌরব দত্ত শুনতে পেয়ে বললেন, "ভ্যানিশ হল একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। লোকটা আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে জড়িত। মুম্বই পুলিশের তাড়া খেয়ে সম্প্রতি এইখানে এসে জুটেছে। কলকাতার রিপন স্ট্রিট অঞ্চলে ওর প্রভাব বেশি। সেদিন একটা কাজে হাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রিটে গিয়ে ও সি ভিজিলেন্সের মুখে ওর কথা শুনছিলাম।"

ও সি বললেন, "লোকটার ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে থাকুন আর কড়া নজর রাখুন মালাইয়ের দিকে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের দায়িত্ব পালন করে থানা থেকে বিদায় নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ২ ॥

থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই ওরা যে যার বাড়িতে গিয়ে স্কুটারগুলোকে রেখে এল। তারপর বাবলুর নির্দেশমতো সবাই গিয়ে জুটল মিত্তিরদের বাগানে।

বাচ্চু-বিচ্ছু তো পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে কী আদরটাই না করল। করবে নাই বা কেন? আজকের ব্যাপারে পঞ্চুর কৃতিত্ব কি কম? ও না থাকলে মালাইয়ের গ্রাস থেকে ব্রিফকেসটাকে কিছুতেই উদ্ধার করা যেত না। এমনকী উপযুক্ত শিক্ষাও দেওয়া যেত না ওকে।

বাবলু বলল, "সত্যি, পঞ্চু যে আমাদের কী উপকার করল তা কী বলব?"

বিলু বলল, "ও যে পালিয়ে গিয়েও নজর রাখবে আমাদের দিকে, তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি। এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে...।"

ভোম্বল বলল, "এর আগেও পঞ্চু অনেকবার এইভাবে অনেককে আক্রমণ করেছে। এই কায়দাটা ওর নতুন নয়। কাজেই আমি কিন্তু একটুও চমকাইনি। তবুও ওর বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করতেই হয়।"

বাবলু নিজেও পঞ্চুর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। পঞ্চু দু'চোখ বুজে এমনই শান্ত হওয়ার ভাব দেখাল যে, কে বলবে একটু আগেই ও দারুণ মারাত্মক হয়ে উঠেছিল।

বিলু বলল, "এখন বল কীভাবে কী করবি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের সামনে এখন তিনটি কাজ।"

"কীরকম!"

"প্রথম কাজ হল, মি. ভোবার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। যেভাবেই হোক লোকটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। দ্বিতীয় কাজ হল, ভ্যানিশের সন্ধান পাওয়া। তৃতীয় কাজ যেটা, সেটা হল মালাইয়ের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকা। কেন না পঞ্চুর কামড়ের জ্বালা একটু কমলেই ও বদলা নেবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তবে কিনা দেরি হবে। কেন না পঞ্চু ওর ঘাড়ে কামড়েছে তো। তাই ভুগতে হবে অনেকদিন। উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে ও।"

বাচ্চু বলল, "ভোবার ব্যাপারে এখন তা হলে খোঁজ নেবে কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "কোথায় আবার? হাওড়া স্টেশনে গেলেই তো জানা যাবে ওঁর ব্যাপারে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ডি এস অফিসে খোঁজ নিলে কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবেই। যদি লোকটাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। ওঁর মুখ থেকেই কায়দা করে সব জেনে নেব। না হলে অবশ্য বেগ পেতে হবে একটু।"

বিলু বলল, "কখন যাবি?"

"এখনই।"

ওরা তৈরিই ছিল। তাই বাগানে আর বসে না থেকে পঞ্চুকে বাড়িতে রেখে মল্লিকফটকে এসে বাস ধরে সোজা হাওড়া স্টেশনে। বিলু গিয়ে সর্বাগ্রে পাঁচটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে নিয়ে এল। তারপর রেলের কুলিদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানল সকালের যোধপুর এক্সপ্রেস আজ বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিল। এবং অসুস্থ ওই ভদ্রলোককে ভর্তিও করা হয়েছে হাসপাতালে। পরের খবর ওরা কেউ জানে না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার সোজা গিয়ে হাজির হল ডি এস অফিসে। সেখানকার একজন প্রবীণ কর্মচারী বারীনবাবু ওদের বক্তব্য বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, "শোনো তবে। ওই ভদ্রলোকের নাম অলকনাথ শর্মা। ওঁর পকেট থেকে একটি ঠিকানা লেখা কার্ড আমরা পেয়েছি। তারই সূত্র ধরে জেনেছি ওঁর নাম। উনি কানপুর থেকে আসছিলেন। রেলের রিজার্ভেশন চার্টেও এই নামই ছিল ওঁর। জিনিসপত্র কিছুই ছিল না। সঙ্গে মানিব্যাগে তিন হাজার টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা ছিল। আমরা ভদ্রলোককে সুস্থ করে তোলার জন্য কর্তব্যবোধে তখনই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ভদ্রলোক সুস্থ হওয়ার পরই পুলিশি তদন্তের আগে রহস্যজনকভাবে হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যান।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! কেউ ওঁকে গুম করেনি তো?"

"না। উনি বাথরুমে যাওয়ার নাম করে নিজেই কেটে পড়েন।"

বাবলু হেসে বলল, "বুদ্ধিমান লোক।" তারপর বলল, "আমাদের পরিচয় তো আপনাকে দিয়েছি। তা ওঁর ব্যাপারে আমরা একটু গোপন তদন্ত করতে চাই। সেজন্য যদি ওঁর ঠিকানা লেখা কার্ডটা আমাদের দেন তো দারুণ উপকার হয়। কোনও একটি ব্যাপারে ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ছিল আমাদের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বারীনবাবু বললেন, "শোনো, তোমাদের সততার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ওঁর মানিব্যাগের টাকা, ঠিকানা লেখা কার্ড সবই এখন রেলপুলিশের হেফাজতে। তোমরা একটু বোসো, আমি সবকিছুই আনিয়ে দিচ্ছি।"

বাবলু বলল, "সবকিছু নিয়ে কী করব? শুধু কার্ডটা আমাদের চাই। ওটা পেলেই কাজ হাসিল হবে আমাদের। এইরকম অবস্থায় যিনি পালিয়ে যান, তিনি যে মোটেই সোজা রাস্তার লোক নন তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? আমরা শুধু ওঁর সন্ধানটা পেতে চাই। কারণ ভদ্রলোক একটি অস্ত্র পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত আছেন।"

"বলো কী!"

"সেইজন্যই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়েছেন উনি।"

বারীনবাবুর চেষ্টাতে শুধু ঠিকানা লেখা কার্ডই নয়, কানপুর থেকে মন্ধনা পর্যন্ত রেলের একটি মান্থলি টিকিটও পাওয়া গেল। আর তাতেই পাওয়া গেল রেলের আইডেনটিটি কার্ডে ভদ্রলোকের একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও।

ওরা বারীনবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডি এস অফিস থেকে বেরিয়ে হাওড়া জেনারেল হসপিটালের দিকে চলল। যেতে যেতে বিলু বলল, "এই লোক যদি অলকনাথ হন, মি. ভোরা তা হলে কে?"

বাবলু বলল, "বোঝাই যাচ্ছে এই চক্রে অনেকেই জড়িত। এমনও হতে পারে জিনিসটা মি. ভোরা নামের কারও কাছ থেকেই আসছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই সমর্থন কবল বাবলুর কথাটা।

বাচ্চু বলল, "তোমার যুক্তিই ঠিক। যার জন্য ঠিকানাবিহীন কাগজে একটি নাম ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে ওই রোডম্যাপটা?"

বিচ্ছু বলল, "ওই রোডম্যাপের মধ্য দিয়েই হয়তো ওঁদের অপকর্মের সীমানাটা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। ওই অলকনাথের সন্ধানে যদি আমাদের কানপুরে যেতেই হয়, তা হলে ওদের প্রত্যেকটি ঘাঁটিকে খুঁজে খুঁজে বের করব। প্রয়োজনে পুলিশ নয়, সেনাবাহিনীর লোকেদের সাহায্য নেব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "তবে কানপুরে যাওয়ার আগে ভ্যানিশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একটু করে যেতেই হবে। কেন না অস্ত্রগুলো ওর ওখানেই যাচ্ছিল তো?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

কথা বলতে বলতেই একসময় ওরা এসে হাজির হল হাওড়া জেনারেল হসপিটালের সামনে। সেখানে ইমার্জেন্সিতে ঢুকতেই ডাক্তার জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডা. চৌধুরী ওদের চিনতেন। বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এখানে? কার কী হল?"

বাবলু বলল, "কারও কিছুই হয়নি ডাক্তারবাবু। আমরা এসেছি এমন একজনের খোঁজে, যিনি...।"

"সন্দেহজনকভাবে পলাতক।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

"তোমাদের দেখেই অনুমান করলাম। রহস্যের গন্ধ না পেলে তো কোথাও যাও না তোমরা। তা কী ব্যাপার বলো?"

বাবলু তখন ওর অনুসন্ধানের কথা জানাতেই ডাক্তারবাবু বললেন, "এই ব্যাপারে একজনই তোমাদের সাহায্য করতে পারে। সে হল বাবুলাল। সাতশো আটের ড্রাইভার।" বলে ওঁর একজনকে বললেন, "এই দেখো তো, বাবুলাল বাইরে আছে কিনা।"

জনৈক নার্স বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, "হ্যাঁ, আছে। চা খাচ্ছে। বলল, একটু পরেই যাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "বাবুলাল আমাদের কী বলবে?"

"ও এলে ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

একটু পরেই বাবুলাল আসতে ডাক্তারবাবু বললেন, "সেই কেস। পারলে ওদের একটু হেল্প করো বাবুলাল।"

বাবুলাল বলল, "সকালের ওই ব্যাপারটা?"

বাবলু বলল, "ওই পলাতক লোকটির ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিছুমাত্র না। আজ যখন বেলায় লোকটিকে নিয়ে হইচই, তখনই বুঝতে পারলাম কাকে আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তখন আমিই ডাক্তারবাবুকে বললাম, 'আজ সকালে একজন লোককে আমি রিপন লেনের একটি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। আপনারা কি তারই খোঁজ করছেন?' ডাক্তারবাবু লোকটির চেহারার বর্ণনা দিতেই বুঝতে পারলাম, যাঁকে আমি নিয়ে গেছি এখান থেকে, তাঁর ব্যাপারেই হইচই চলছে। তবে এ কথা আমি কাউকে বলিনি, বারেবারে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে।"

বাবলু বলল, "আপনি কি পারেন আমাদের নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ওই বাড়িটি চিনিয়ে দিয়ে আসতে?"

"অবশ্যই পারি। এসো তবে আমার গাড়িতে।"

বাবুলালের একটি নিজস্ব ভাড়া-খাটা ট্যাক্সি আছে। সেই ট্যাক্সি নিয়ে সে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাসপাতালের সামনেই অপেক্ষা করে যাত্রীর আশায়। রোগী বা তাদের আত্মীয়স্বজনরা হাসপাতালের গেটের কাছে এসেই পেয়ে যায় বাবুলালকে। বাবুলালও একের পর এক যাত্রী পরিবহন করে ওর ব্যবসা চালায়। এখানে ওকে কোনও সময়ই বসে থাকতে হয় না। আজ সকালে অলকনাথও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওকেই পেয়ে যান। তারপর ওর ট্যাক্সিতেই চলে যান রিপন স্ট্রিটের কাছে রিপন লেনে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ট্যাক্সিতে উঠলে বাবুলালও ওদের নিয়ে এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য বাবলু অলকনাথের পাসপোর্ট ফোটোটি বাবুলালকে দেখাতেই বাবুলাল বলল, "হ্যাঁ, এই লোকই।"

যেতে যেতে নিজেদের মধ্যেই ওই ব্যাপারে নানারকম আলোচনা করতে লাগল ওরা। তবে বেশ চাপা গলায়।

বাবলু বলল, "রিপন লেনে যখন গেছে তখন কোথায় কার কাছে গেছে তোরা কিছু বুঝতে পেরেছিস?"

বিলু বলল, "অর্থাৎ ভ্যানিশের ডেরাতেই।"

"তার মানে অলকনাথের সন্ধানে এসে ভ্যানিশের আস্তানাটাও আমাদের জানা হয়ে গেল। অলকনাথকে কোনওরকমে কবজা করতে পারলে ভ্যানিশের ব্যাপারে সবকিছুই জানা হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ধরো, ওদের কাউকেই যদি না পাই?"

বাচ্চু বলল, "ভ্যানিশের দেখা না পেলেও অলকনাথকে পাবই। আজই সকালে ট্রেন থেকে নেমে আজই চলে যাবে না নিশ্চয়ই।"

দেখতে দেখতে ওয়েলিংটন পেরিয়ে ওরা রিপন স্ট্রিটের মুখে চলে এল। এইখানেই একজায়গায় ট্যাক্সি রেখে বাবুলাল একটি গলির ভেতর দোতলা একটি বাড়ি চিনিয়ে দিল ওদের।

বাবলু বলল, "আপনার ট্যাক্সিভাড়া কত দিতে হবে?"

"পঞ্চাশ টাকা।"

বাবলু টাকাটা বাবুলালের হাতে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, এইবার একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। আমরা যেটুকু জানি, অলকনাথ যখন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসেন তখন ওঁর কাছে কোনও টাকাপয়সা ছিল না। তা উনি ট্যাক্সির ফেয়ার দিলেন কী করে?"

"টাকা পেতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। টাকাটা অন্য একজনের কাছ থেকে চেয়ে উনি দিয়েছিলেন।"

বাবুলালকে বিদায় দিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা গলির মুখে এসে একটি চায়ের দোকানে বসল চা খেতে। এই পাড়ার বাসিন্দারা অধিকাংশই মুসলমান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। চিনাও কিছু কিছু আছেন।

ওরা দোকানের ভেতরে ঢুকে এককোণে সকলের জায়গা করে নিয়ে টোস্ট ও চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল কীভাবে ওই বাড়ির ভেতর ঢোকা যায়।

বাবলু বলল, "এই সময় পঞ্চুটা কাছে থাকলে কী ভাল যে হত! এইরকম বিপজ্জনক জায়গায় খুবই প্রয়োজন ছিল ওর।"

বিলু বলল, "কে জানত এত তাড়াতাড়ি অপ্রত্যাশিতভাবে এদের সন্ধান পেয়ে যাব বলে।"

ভোম্বল বলল, "একটা কাজ কিন্তু করা যায়। এখনই একটা অন্য ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি গিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে আসা যায়।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। পিস্তলটা যথাস্থানেই আছে আমার। প্রয়োজনে কাজে লাগাব।"

একটু পরেই চা টোস্ট এল। খেতে খেতে বিলু বলল, "সবই তো হল। এখন ওই বাড়ির ভেতরে কী করে ঢোকা যায় বল? এ যা এলাকা তাতে ধরা পড়লে কিন্তু মেরে লাশ বানিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "আমিও সেই কথাই ভাবছি। তবে কিনা সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। তারপরই বুঝেশুনে যা করবার করব।"

বিল্টু বলল, "আমি কিন্তু বাড়িটার নম্বর নোট করে নিয়েছি।"

এমন সময় হঠাৎই লোডশেডিং হয়ে গেল। চা-ওয়ালা বাবর খান রেগে খুব খারাপ ভাষায় একটা গালাগালি দিয়ে বাতি জ্বেলে বাবলুদের কাছে এসে বলল, "একটা করে ডিমের ওমলেট তৈরি করে দেব? দেশি মুরগির ডিম আছে আমার।"

"বেশ তো, দিন না।" তারপর বলল, "এই লোডশেডিং কতক্ষণ চলবে?"

"কম সে কম এক ঘণ্টা। দিনের পর দিন এই চলছে কিন্তু কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভোটের সময় হলেই শুধু ভোট দাও, আর ভোট দাও। তা তোমরা এখানে ওস্তাদজির কাছে এসেছ নিশ্চয়? উনি এখনও রেডিয়ো স্টেশন থেকে ফেরেননি। এইবার সময় হয়েছে। ওঁর তবলা লহরা আমি একবারই শুনেছিলাম পার্ক সার্কাসের এক সংগীতানুষ্ঠানে। ওইরকম আর কখনও শুনিনি। কত ছাত্রছাত্রী ওঁর।" বলে ওমলেট বানাতে চলে গেল।

বাবলু হেঁকে বলল, "ডবল ডিমের ওমলেট করবেন কিন্তু।"

"ঠিক আছে। বোসো তোমরা।"

বাবুল চাপা গলায় বলল, "ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। প্রথমত, লোডশেডিং হয়ে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাজ করবার সুবিধে হবে। দ্বিতীয়ত, এ পাড়ায় আসার একটা হেতুও খুঁজে পাওয়া গেল। তার কারণ, বিখ্যাত কোনও তবলিয়া থাকেন এখানে। তারও ওপর এই চা-দোকানের মালিক আমাদের পরিচিত হয়ে গেলেন।"

বিলু বলল, "এখন ভালয় ভালয় কার্যোদ্ধার হলেই বাঁচি! ভ্যানিশের দর্শন যদি সত্যিই পাই তা হলে ওকে নজরে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থানায় ফোন করে জানিয়ে দেব ব্যাপারটা।"

একটু পরে ওমলেট এলে আরও এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিল ওরা। তারপর দোকানের বিল মিটিয়ে সাহসে বুক বেঁধে গলির মুখে এসে দাঁড়াল।

সেখানে একটি স্টেশনারি দোকান থেকে ব্যাটারি সমেত একটি টর্চও কিনে নিল বাবলু। তারপর সবাইকে নিয়ে পা টিপে টিপে সেই চিহ্নিত বাড়িটির দোতলায় উঠে এল বাইরের খোলা সিঁড়িটি বেয়ে।

ওপরে উঠে সামনেই যে দরজাটি ছিল তাইতে আঙুলের টোকা দিল টক টক টক।

দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনিই অলকনাথ। ঘরের ভেতর একটা বাতি জ্বলছিল, তারই আলোয় তাঁকে চিনতে পারল ওরা।

অলকনাথ দরজা খুলেই বললেন, "কিসকো মাংতা?"

বাবলু বলল, "আপনিই কি অলকনাথ শর্মা?"

"ম্যায় হুঁ। তোমরা কি বাঙালি?"

"জি হাঁ।"

"ক্যা মতলব?"

"মতলব অন্য কিছু নয়। যোধপুর এক্সপ্রেস থেকে আপনার যে ব্রিফকেসটি খোয়া যায় সেটি এখন আমাদের কাছে।"

"তোমরা কারা? তোমাদের কাছে ওগুলো কী করে গেল?"

"যারা সেটি চুরি করেছিল তারাই পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাদের বাগানে ফেলে গেছে। আমরা ব্রিফকেসটি থানায় জমা দিতে গিয়েও দিইনি। খুলে দেখেছি তার মধ্যে কতকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তাই ভাবলাম, এগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে না পারলে হয়তো আপনার জীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। সেই কারণেই আপনার ব্যাপারে খোঁজখবর নিই। তাতেই জানতে পারলাম আজ সকালে হাওড়া স্টেশনে অসুস্থ হয়ে আপনি হাসপাতালে ভর্তি হন।"

"এবং একটু সুস্থ হতেই কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে আসি।"

"কিন্তু কেন?"

"না হলে পুলিশ আমার জীবন বরবাদ করে দিত। কিন্তু এখনও আমি নিরাপদ নই। মাই লাইফ ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার। বিঠুর থেকে মি. ভোরা ওই ব্রিফকেসটা আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন জন হেন্ডরিক-এর কাছে। অথচ আমি সেটা খুইয়ে বসলাম। এর ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "জন হেন্ডরিক কে?"

অলকনাথ ওদের সবাইকে ঘরে বসিয়ে দরজায় খিল দিয়ে বললেন, "ভ্যানিশ নামেই যে কিনা পরিচিত।"

"সে এখন কোথায়?"

"ওই ব্রিফকেসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে চারদিক তোলপাড় করছে।"

"কিন্তু ওর চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়?"

"তা হলে আজকেই আমার জীবন শেষ। কেন না লোকটা যেমন ডেঞ্জারাস তেমনই হিংস্র। আর অসীম শক্তিধর। যতবার পুলিশের মুখোমুখি হয়েছে ততবারই যেন এক অলৌকিক উপায়ে উধাও হয়ে গেছে।"

"আপনি এদের দলে কতদিন আছেন?"

"তা দু' বছর তো হয়েই গেল। কানপুরে যে কারখানার আমি সুপাবভাইজার ছিলাম সেটি লক আউট হয়ে গেলে ভুখা মরবার উপক্রম হল আমার। তখনই মি. ভোরার পাল্লায় পড়ে এই কাজ করতে লাগলাম আমি। এই কাজে জীবনের ঝুঁকি আছে বটে তবে কিনা রুপিয়াও আছে।"

"কীরকম টাকা পান আপনি এতে?"

"কম সে কম দশ হাজার।"

"বলেন কী! সে তো অনেক টাকা।"

"হ্যাঁ। রুপিয়া এরা দেয়। কিন্তু কাজ কামে কিছু গড়বড় হলেই জিন্দগিও বরবাদ করে দেয় এরা। কুছদিন পহলে রাহুল নামে এক আদমিকো লাথ মারকে রানিং ট্রেন সে নিকাল দিয়া এ লোগ। এখন যদি তোমরা ওই জিনিসটা আমাকে ফিরিয়ে দাও তবেই আমি বাঁচতে পারি এদের হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "ওই জিনিস পেতে গেলে আপনাকে তো আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা বুঝতে পাবল না বাবলু কেন অলকনাথকে মিথ্যে বলছে। ওগুলো তো থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে অনেক আগেই জমা দিয়েছে ওবা। তাই ওরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাবলুর দিকে তাকাল।

অলকনাথ বললেন, "তোমাদের মকান কতদূরে আছে?"

"আমাদের বাড়ি হাওডায়।"

"ম্যায যাউঙ্গা।"

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

ভয়ে নীল হয়ে গেলেন অলকনাথ। বললেন, "ভ্যানিশ। অব ম্যায় ক্যা করুঁ?"

ভয় পাণ্ডব গোয়েন্দারাও কম পেল না। এখন কী যে করবে ওরা, কোথায় লুকোবে, কিছুই ভেবে পেল না।

অলকনাথ তবুও বুদ্ধি করে ওদের সবাইকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন।

দরজায় শব্দ হল টক টক টক।

অলকনাথ দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকল ভ্যানিশ। সঙ্গে গুন্ডা ধরনের দু'জন লোক।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল ভ্যানিশের চেহারাটা। লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে বাতিব আলোয় ভ্যানিশকে পুরোপুবি দেখা না গেলেও যেটুকু দেখা গেল তাতেই বুঝল পাক্কা শয়তানের চেহারা একটা।

ভ্যানিশ ঘরে ঢুকেই শিকারি কুকুরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘ্রাণে কিছু যেন অনুভব করে বলল, "কৌন আয়া থা?"

অলকনাথ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "কেউ না তো।"

ভ্যানিশ শয়তানের হাসি হেসে বলল, "ঝুট মাত বোলো। য়্যু, য়্যু লায়ার। আই স্মেল। সামওয়ান দেয়ার।"

অলকনাথ বললেন, "আমি এখানে একা ছিলাম। একাই আছি।"

"এবং একাই থাকবে। বিকজ উই লেফ্‌ট দি প্লেস টু নাইট। আমরা যাব, কিন্তু তুমি যাবে না। এই ঘরের মধ্যে পচে গলে গন্ধ ছড়াবে তুমি।"

অলকনাথ ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিউ?"

ভ্যানিশের একজন লোক বলল, "কেন 'জানতে চাও? শুধুমাত্র তোমারই কারণে, একটু ভুলের জন্য আমরা আবার নতুন করে শয়তানের চোখে পড়ে গেলাম। আর জিনিসগুলোও হাতছাড়া হয়ে গেল। ওই ব্রিফকেসের মধ্যে আর্মস ছাড়াও প্রায় লাখ লাখ টাকার হিরে লুকোনো ছিল। সব পুলিশের হাতে পড়ে গেছে। ফলে পুলিশ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের।"

অন্য সঙ্গী বলল, "কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, ভ্যানিশই যে এই চক্রের নায়ক, পুলিশ সে কথা জানল কী করে?"

"যেভাবেই জেনে থাকুক অলকনাথবাবুকে ওঁর হিসাবনিকাশ কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে।"

অলকনাথ কেঁদে ফেললেন এবার। বললেন, এইবারের মতো আমাকে ক্ষমা করো ভ্যানিশ। ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ। নেহি তো মেরা পরিবার ভুখা মর যায়েগা।"

"অনেকের অনেক পরিবারই ভুখা মরে যায় অলকনাথ। তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।"

"মৃত্যু ছাড়া কি আমাকে অন্য কোনওভাবে শাস্তি দেওয়া যায় না?"

ভ্যানিশ বলল, "নো নো নো।" তারপর কী যেন ভেবে বলল, "ইয়েস। ডেথ। ডিসাইড পানিশমেন্ট।" বলেই দারুণ উন্মত্ত হয়ে সঙ্গীদের বলল, "কিল। ফায়ার, ফায়ার।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। ভ্যানিশের নির্দেশে ওর এক সঙ্গী অলকনাথের দিকে রিভলভার তাগ করতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, টিসুম।

আর্ত চিৎকার করে লোকটি ছিটকে পড়ল দরজার কাছে। গুলিটা ওর কাঁধে লেগেছে।

ততক্ষণে ভ্যানিশের গুলিও বিদ্ধ হয়েছে অলকনাথের বুকে। একটা নয়, দুটো গুলি।

বাবলু আবার গুলি চালাবার আগে দেখল ওরা সবাই হাওয়া।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর লুকিয়ে না থেকে বাথরুম থেকে বেরিয়েই ছুটে গেল বারান্দার কাছে। কিন্তু সেখান থেকেই অন্ধকারে নীচের দিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না আর। বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। টর্চের আলোতেও চোখে পড়ল না কেউ।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল অলকনাথের ওপর।

সেই মুহূর্তে আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর।

অলকনাথ তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বাচ্চু-বিচ্ছু ওঁর মুখে জল দিলে উনি অতিকষ্টে বললেন, "ব্রিফকেসটা কি সত্যিই পুলিশের হাতে পড়েছে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরাই তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপনাকেও আমরা এই দলের একজন মনে করে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। বলে চেষ্টা করেছিলাম আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে।"

"তাতে লাভ কী হত তোমাদের?"

"মোচড় দিয়ে দলের অনেক গোপন তথ্য জেনে নিতাম।"

অলকনাথ হাসলেন। বললেন, "অত্যন্ত বুদ্ধিমান তোমরা।"

বাবলু বলল, "পারলে আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনার কথা শুনে যখনই বুঝলাম আদৌ আপনি চক্রের লোক নন তখনই মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। তাই ঠিক করেছিলাম আপনাকে যেভাবেই হোক এদের খপ্পর থেকে বের করে নিয়ে যাব।"

"তাতেও আমার জীবনকে রক্ষা করতে পারতে না তোমরা। ভ্যানিশের দৃষ্টি এমনই প্রখর যে, আমি পাতালে গিয়ে লুকোলে ও সেখানে গিয়েও মেরে আসত আমাকে।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা থাক। এখন বলুন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? হাসপাতাল, নার্সিংহোম, কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে?"

অলকনাথ হেসে বললেন, "কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমার মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে গুলিটা। যদি তোমরা পারো আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আমার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়ো। আমার লেড়কা মোহন কনৌজে পড়াশোনা করছে আর লেড়কি মালতী আছে ওর মায়ের কাছে মন্ধনাতে। ওদের বোলো ওরা যেন একটু সাবধানে থাকে। কেন না মি. ভোল্লা হয়তো রাগের বশে ওদেরও কোনও ক্ষতি করতে পারে।"

বাবলু বলল, "কথা দিলাম। ভ্যানিশ নাগালের বাইরে চলে গেলেও মি. ভোরাকে আমরা ছাড়ব না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন এলাকার অনেক লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসেছে সেখানে। কিন্তু নিয়ে এলে কী হবে? ওঁর তখন শেষ অবস্থা। সকলের চোখের সামনেই একটু একটু করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন উনি। বিঠুরের অলকনাথ শর্মার নশ্বর দেহ নিষ্ঠুর ঘাতকের গুলিতেই নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর প্রতি করুণায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সবার চোখই ভরে উঠল জলে।

সে রাতে বাড়ি ফিরে ভাল করে ঘুমোতে পারল না কেউ। পরদিন সকালে কোনওরকমে জলযোগ পর্বটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেরেই পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানে এসে জুটল সকলে।

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য দ্যাখ, আমরা যেখানে যাই পঞ্চু সেখানেই আমাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু কাল ও না থাকায় কী দারুণ ক্ষতি যে হয়ে গেল আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "ক্ষতি মানে? অপূরণীয় ক্ষতি। ও থাকলে ভ্যানিশের সাধ্য ছিল কাল আমাদের চোখের সামনে দিয়ে পালায়?"

ভোম্বল বলল, "এইজন্যই বলে হরি যাকে রাখেন। এর দ্বারাই বোঝা গেল সময়বিশেষে ভগবান শয়তানকেও রক্ষা করেন। অথচ অলকনাথের ব্যাপারটা দ্যাখ, মরণ ঘনিয়ে আসার জন্য ট্রেনের ওই অবস্থার পর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েও বাঁচলেন না। ভ্যানিশের গুলিতে ফিনিশ ওঁকে হতেই হল।"

বাচ্চু বলল, "ভবিতব্যকে মানতেই হবে।"

বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজই হল কানপুরে গিয়ে অলকনাথের পরিবারের সঙ্গে দেখা করা। তারপর সংঘাতে নামা মি. ভোরার সঙ্গে। থানাপুলিশ করে ওখানে কোনও কাজই হবে না।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। ওখানেও ওদের সব লাইন করা আছে। তবে কিনা যাওয়ার আগে এখানকার পুলিশকে জানিয়েই যাব আমরা।"

বাচ্চু বলল, "আমার তো মনে হয় ভোরা ভ্যানিশেব চেয়েও সাংঘাতিক।"

বাবলু বলল, "আমারও তাই ধারণা। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় ওখানে গেলে হয়তো এক ঢিলে দুই পাখিই মারা যাবে।"

বিলু বলল, "কীরকম!"

"ভ্যানিশ এখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবে ওখানেই। কাল রাতেই হয়তো কেটে পড়েছে ও। তাই ভাবছি, একটুও দেরি না করে আজই আমরা পাড়ি দেব কানপুরের দিকে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ বিনা রিজার্ভেশনে?"

"তা ছাড়া উপায় কী বল?"

"আমি রাজি।"

এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে একটি ছেলে ঝড়ের বেগে ওদের সামনে এসে হাজির হল। এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "এই যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোথায় থাক তোমরা? বাড়ি গিয়ে দেখা পাই না। এখনই একবার থানায় এসো, সাহেব ডেকেছেন তোমাদের।"

সাহেব অর্থাৎ ও সি। ছেলেটি নতুন জয়েন করেছে পিয়নের কাজে। ওদের পরিচিত।

বাবলু বলল, "হঠাৎ ডাক কেন রে?"

"কী করে জানব বলো? তোমাদের ব্যাপারস্যাপার কি আমি বুঝি?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই থানায় এল।

এসেই দেখল থানার লকআপে বন্দি অবস্থায় ছটফট করছে মালাই। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই চিৎকার করে উঠল, "কাজটা কিন্তু তোরা খুব ভাল করলি না। এখান থেকে বেরিয়ে তোদের সর্বনাশ যদি না করতে পারি তো আমার নাম কানকাটা মালাই নয়। পঞ্চপাণ্ডবের চিতা আমি সাজাবই।"

তাই শুনে বিদ্রূপের সুরে ভোম্বল ওর গা জ্বালিয়ে হাসতে লাগল "হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।" আর পঞ্চু লকআপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।" ভাবটা এই, পেলে একেবারে ছিঁড়ে খায়।

মালাই বলল, "তোরও ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার দু'-দুটো অ্যালসেশিয়ানকে কাল রাতে নিজের হাতে মাটিচাপা দিয়ে এসেছি। এর বদলা কি আমি নেব না ভেবেছিস? ওদের পাশে তোর জন্যও গর্ত একটা খুঁড়ে এসেছি আমি। একবার শুধু এখান থেকে বেরোতে দে।"

এখানকার যিনি সেকেন্ড অফিসার দুলালবাবু তিনি অত্যন্ত বদমেজাজি লোক। এবার একটা রুল নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "কাল থেকে অত পেটালুম, তবু তোর শিক্ষা নেই? এখনও হাঁকডাক করছিস? আর একটা কথা মুখ দিয়ে বেরোলে এবার কিন্তু মেরে মুখ ভেঙে দেব।"

মালাই আর কোনও কথা না বলে রাগে ফুঁসতে লাগল।

দুলালবাবু এবার একটা পেনসিলকাটা ছুরি বের করে বিচ্ছুর হাতে দিয়ে বললেন, "পারবি ওর নাকটাকে কেটে দিয়ে আসতে? ব্যাটার দুটো কান গেছে, এবার নাকটা না গেলে ওর শিক্ষা হবে না।"

বিচ্ছু ছুরি ফিরিয়ে দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ও সি-র ঘরে বোধহয় লোক ছিল। তাই একটু ফাঁকা হতেই ডাক পড়ল ওদের।

পঞ্চুকে বাইরে রেখেই ও সি-র ঘরে ঢুকল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

ও সি সবাইকে বসতে বলে পিয়নকে ডেকে চা আর কেকের অর্ডার দিলেন প্রত্যেকের জন্য। তারপর বেশ হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "কামাল করে দিয়েছ তোমরা।"

বাবলু বলল, "কেন, কী করলুম?"

"ওই ব্রিফকেসের মধ্যে অস্ত্র ছাড়াও আর কী ছিল জানো?"

"টাকার অঙ্কে হিসেব করা যায় না এত টাকার হিরে।"

"কই, হিরের কথা তোমরা আমাকে একবারও বলোনি তো কাল।"

বাবলু বলল, "আমরা পরে জেনেছি।"

"আর একটা কথা। কাল রিপন লেনের একটি বাড়িতে অলকনাথ নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন...।"

"জানি তো। আমাদের চোখের সামনেই হয়েছে ব্যাপারটা। আমরাও খুনিদের একজনকে ঘায়েল করেছি গুলি করে। তবে কিনা ভ্যানিশের সঙ্গে থাকায় সেও ভ্যানিশ হয়ে গেছে চোখের পলকে।"

ও সি চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "সেই মুহূর্তে কোনওরকমে কোথাও থেকে ফোন করে একবার একটু জানাতে পারলে না আমাকে?"

বাবলু বলল, "উপায় ছিল না।"

চা আর কেক এসে গেছে তখন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বাবলু বলল, "উপায় যে কেন ছিল না, তা হলে শুনুন এবার।" বলে গতকালের সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল ও সি-কে। এমনকী এও বলল, বাবুলালের সাহায্য না পেলে ভ্যানিশের ডেরায় পৌঁছোনো কোনওমতেই সম্ভব হত না ওদের পক্ষে।

ও সি কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বললেন, "ভ্যানিশের ব্যাপারে মালাইকে তোমার সন্দেহ হয়?"

"না। এরা হল এলাকা কাঁপানো মস্তান। এখানকার যত অকাজ কুকাজের নায়ক এরা। ভ্যানিশরা জানে কারা কোথাকার মাথা। তাই ওকে খবর দিয়েছিল ওই চুরি যাওয়া ব্রিফকেসের সন্ধান নিতে। এই লেনদেনে ও কিন্তু মোটেই জড়িত নয়।"

"আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। না হলে কাল ওকে ধরে এনে দুলাল যেভাবে পেটাল তাতেও একটি কথাও বের করা গেল না ওর মুখ থেকে।"

"আমাদের কাছে ভ্যানিশের নাম ও না করলে আমরাই কি জানতে পারতাম? তবে ওই পর্যন্তই। তার বেশি ও কিছুই বলেনি আমাদের। ওকে আপনারা এই ব্যাপাবে অন্তত ছেড়ে দিতে পারেন।"

ও সি বেল বাজিয়ে একজন এস. আইকে ডেকে বললেন, মালাইকে নিয়ে আসতে।

একটু পরেই ছাড়া পেয়ে মালাই ঘরে এসে ঢুকল। পঞ্চুর কামড়েব ক্ষতর জন্য ওর ঘাড়ে গলায় বকলসের মতো ব্যান্ডেজ।

ও সি বললেন, "যাক, বেঁচে গেলি এ যাত্রা। তুই কাল থেকে এদের গালিগালাজ করছিস অথচ এরাই তোকে মুক্তি দেওয়াল। এখনও বল, ভ্যানিশের ব্যাপারে তুই কিছু জানিস কিনা, তা হলে পুলিশ তোকে প্রোটেকশান দেবে।"

ক্রুদ্ধ মালাই বলল, "আমার দরকার নেই। এখন থেকে পুলিশকে বলবেন বডিগার্ড নিয়ে বাজারে যেতে। ওই দুলালবাবুকে আমি ছাড়ব না। ওর দুটো হাতই আমি কেটে নেব। এই কুকুরটাকে মাটিচাপা দেব আমিই। আর পঞ্চপাণ্ডবের চিতা আমিই জ্বালব।"

সেকেন্ড অফিসার দুলালবাবু আর থাকতে পারলেন না। ঘরে এসে ওর জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে দমাদ্দম কিল চড় ঘুসি মেরে আবার লকআপে ঢুকিয়ে বললেন, "থাক তুই এইখানে। তিনদিন তোর খাওয়াদাওয়া, বাথরুম যাওয়া সব বন্ধ। আর ওই রিপন লেনের অলকনাথ শর্মাকে খুন তুইই করেছিস। কেস কী করে সাজাতে হয় আমি দেখাচ্ছি দাঁড়া।"

মালাই তখন ফাঁপরে পড়েছে। আবার বন্দি হয়ে মিইয়ে গেল সে। বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি কারও কিছু করব না। আসলে সকালের দিকে পেটে কিছু না পড়লে আমার মেজাজের ঠিক থাকে না। তাই মাথায় গরম একটু চড়ে গিয়েছিল। এই ছেলেমেয়েগুলো হচ্ছে আমার ভাইবোন। এদের কি কিছু আমি করতে পারি? আমাকে ছেড়ে দিন এবার। আমার ঘাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। ইঞ্জেকশন নিতে যাব। কাল একটা নিয়েছি যদিও...।"

ও সি এবার নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "যাক, এবারের মতো ক্ষমা করলাম।" বলে বললেন, "দুলালবাবু, ছেড়ে দিন ওকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুলালবাবু লকআপের তালা খুলে দিয়ে বললেন, "থানায় এসে যারা গরম নেয় সেইসব লোককে কখনও ছাড়ে? শুধু সারের হুকুমে তোকে ছাড়ছি।"

মালাই বেরিয়ে এলে দুলালবাবু বললেন, "অন্তত দশবার কান ধরে ওঠ-বোস করে তারপরে বিদেয় হ।"

"কী করে করব? আমার ভুঁড়িতে আটকাবে যে।"

মালাইয়ের কথা শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

মালাই চলে গেলে ও সি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আবার ডেকে এনে নিজের ঘরে বসালেন। তারপর বাবলুকে বললেন, "তোমাদের কি ধারণা ভ্যানিশ কানপুরেই গেছে?"

"মনে হয়। কেন না এইরকম সাংঘাতিক বিপর্যয়ের পর মি. ভোরার সঙ্গে ওদের দেখা না হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া অলকনাথের খুন হওয়ার পর কোথাও-না-কোথাও গা-ঢাকা তো দিতেই হবে ওকে।"

"তোমরা কবে যাচ্ছ?"

"আজই। কোনওরকম রিজার্ভেশন ছাড়াই।"

"কোন গাড়িতে যাবে?"

"ভাবছি দিল্লি কালকায় যাব। কালকের দিনটা কানপুরে রেস্ট নিয়ে পরশু থেকে শুরু করব আমাদের গোয়েন্দাগিরি।"

"ঠিক আছে। ওখানে গিয়ে যাতে তোমাদের কোথাও কোনও অসুবিধে না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোমাদের নাম আমি হোম সেক্রেটারির কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছি। ওই হিরেগুলো উদ্ধার করে তোমরা একটা সত্যিকারের ভাল কাজ করেছ। ওই হিরেগুলো মাহোবার চান্দেলা রাজবংশের রাজাদের অতীত গৌরব। এর জন্য তোমরা পুরস্কৃত হবে।"

বাবলু বলল, "ওইসবের প্রত্যাশা আমরা করি না' শুধু দরকারের সময় আপনাদের সহযোগিতা পেলেই আমরা খুশি।"

"ঠিক আছে। বেস্ট অব লাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়েই থানা থেকে বিদায় নিল। অলকনাথের মর্মান্তিক মৃত্যুর ব্যাপারটা ওঁর বাড়ির লোকেদের কাছে যে কী করে পৌঁছে দেবে তাই নিয়েই ভাবনাচিন্তা করতে লাগল ওরা।

॥ ৩ ॥

এখন শুধু যাওয়ার তোড়জোড়। বাবলু বাড়ি এসে ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু তার সবই ঠিকঠাক আছে কিনা একবার দেখে নিল। এবারের অভিযানটা বড় বেশি চটজলদি হয়ে গেল। অবিলম্বে না যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কেন না ভ্যানিশ আর ভোরা একসঙ্গে হওয়া মানেই শনি, রাহু এক হয়ে যাওয়া।

বাবলু ওর যাওয়ার ব্যাপারে মাকে বলতেই মা বললেন, " তা হলে তোর বাবাকে একটু জানিয়ে দে।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। বাবা এলেন বলে।"

"তোর সঙ্গে কথা হয়েছে বুঝি?"

"না না। কথা হবে কেন? আমার মন বলছে। আসলে যখনই আমি কোথাও যাওয়ার মন করি ঠিক তখনই দেখি বাবা হঠাৎ করেই এসে পড়েন।"

বলতে বলতেই বাবা এসে পড়লেন। কোম্পানির গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন রাউরকেলায়, ফেরার পথে বাড়ি এলেন।

মা বললেন, "সবে তোমার কথা হচ্ছিল।"

বাবা বললেন, "কীরকম?"

"ছেলে আবার দিগ্বিজয়ে বেরোচ্ছেন।"

"সে কী! কবে?"

"আজই।"

"কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"কানপুরে। তুমি জামাকাপড় ছাড়ো, তারপর বলছি সব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবা কিছু সময়ের মধ্যেই পোশাক পরিবর্তন করে খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে বাবলুর ঘরে এসে বসলেন।

মা চা ও জলখাবার দিয়ে গেলেন দু'জনকেই। এবারে বাবা দুর্গাপুরের মিষ্টি আনেননি। মেচেদার একটা দোকান থেকে কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। জলভরা তালশাঁস সন্দেশ। তাই খেতে খেতেই বাবলু সব কথা বলল বাবাকে।

বাবা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোদের এবারের অভিযানটা কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার কারণ, এমনি চোরডাকাত বা ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলারদের চেয়েও অস্ত্রপাচারকারীরা কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক হয়। কেন না এর মধ্যে বিদেশি শক্তির সম্পূর্ণ প্রভাব থাকে। ভারতের নিরাপত্তা আজ নানা কারণে দেশের লোকের দ্বারাই বিপন্ন। অতএব বুঝতেই পারছিস? আর ওই মি. ভোরা? উনি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের এক ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। অথচ কানপুর শহরেই বিভিন্ন মহল্লায় ওঁর বেশ কয়েকটি বাড়ি। একেবারে রহিস আদমি বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। তবে ভ্যানিশের ব্যাপারটা জানি না। ওই নাম এই প্রথম শুনলাম। তার ওপরে লোকটা বলছিস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এদের দুর্বৃত্তায়নে বাইরের শত্রুর মদত থাকবেই। কানপুর শহরটিও নেহাত ছোটখাটো নয়। প্রচুর কলকাবখানার ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট একটি। অতএব ওই মাটিতে পা রাখলে খুব সতর্ক থাকতে হবে সবসময়।"

বাবলু বলল, "কালকা মেলে গেলে কাল দুপুরে আমরা কানপুরে পৌঁছোব। বিকেলটা শহরের আশপাশ একটু ঘুরে বেড়িয়ে পরদিনই চলে যাব মন্ধনা। তারপরে বিঠুর।"

"মন্ধনার নাম কখনও শুনিনি। তবে বিঠুরের নাম শুনেছি। নানা সাহেবের নাম জড়িয়ে আছে বিঠুরের সঙ্গে। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই-এর দেশ। তবে এই বীরাঙ্গনার জন্মস্থান হল বারাণসী। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর উনি জন্মেছিলেন। পরে বিঠুরেই লালিতপালিত হয়ে বিবাহের পর বরাবরের জন্য ঝাঁসিতে চলে যান। ঝাঁসির রামচন্দ্র রাওয়ের পৌত্র গঙ্গাধর রাওয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন তিনি।"

"কানপুর তা হলে দর্শনীয় স্থান বলো?"

"এমনি সাধারণ ট্যুরিস্টদের ঘুরে বেড়ানোর মতো কোনও জায়গা নয়। তবে কিনা ইতিহাসের স্মৃতি এর আশপাশ ঘিরে আছে। অনেক কাপড়ের কলের জন্য এই শহরকে বলা হয় ভারতের মাঞ্চেস্টার। পশম ও চর্মশিল্পের জন্যও এই শহর বিখ্যাত। এখনও এখানে সিপাহি বিদ্রোহের চিহ্ন আছে। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপির কথা মনে পড়বে। নানা সাহেবের প্রাসাদ ছিল অবশ্য তেইশ কিমি দূরে বিঠুরে। সেই প্রাসাদ বিঠুরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ এখানেই ফেটে পড়ে। গঙ্গা ও ঈশান নদীর তীরে এই শহরে লোকে আসে বিঠুর ও অ্যালেন ফরেস্টের জন্য। এর প্রাচীন নাম কানছাইয়াপুর।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে ঠিক সময়টিতেই তুমি এসে পড়লে। না হলে কিছুই জানতাম না কিন্তু।"

"যে কোনও অপরিচিত জায়গায় গেলে সেই জায়গার প্রাকৃতিক অবস্থান ও অন্যান্য বিষয়গুলো জেনে যাওয়া দরকার। তাতে সুবিধে হয় অনেক। তা এইরকম হঠাৎ করে কানপুরে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যটা কী?"

"ওই যে বললাম অলকনাথের পরিবারবর্গের কাছে এই দুঃসংবাদটা পৌঁছে দেওয়া এবং ওদের সতর্ক করা। আর চেষ্টা করে দেখা মি. ভোরা ও ভ্যানিশকে ফাঁদে ফেলে মোক্ষম দাওয়াইটা দেওয়া যায় কিনা।"

"আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছিস তোরা। খুব সাবধানে কিন্তু। যদিও তোদের সাহস আর বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার আস্থা আছে, তবুও বলি, কুকুর হইতে সাবধান না হলেও ভোরা হইতে সাবধান থাকিস।"

বাবলু হেসে বলল, "সঙ্গে আমাদের পঞ্চু আছে। আর আছে তোমাদের আশীর্বাদ। তাই আশা করি, কখনও যখন বিফল হইনি এবারেও হব না।"

"ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

পঞ্চু এতক্ষণ কোথায় ঘুরঘুর করছিল তা কে জানে? ওর নাম হতেই ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তারপর বাবাকে দেখে আনন্দে গায়ে গা ঘষে, গড়াগড়ি খেয়ে আবার চলে গেল নিজের ধান্দায়।

পঞ্চু বিদায় নিলেই এসে হাজির হল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর দল। ওরা সবাই যাওয়ার জন্য একেবারে পুরোপুরিই তৈরি।

বিলু বলল, "শোন, যাত্রা আমাদের শুভ। বিনা রিজার্ভেশনে কালকা মেলে যাওয়ার কোনও দরকারই নেই আর। বাবার এক বন্ধুর একটি তীর্থযাত্রী স্পেশ্যাল আজ যাচ্ছে উত্তর ভারতের দিকে। ওই স্পেশ্যাল বগিটি দুপুর তিনটে পনেরোয় শিপ্রা এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে কাল সকাল ছ'টার মধ্যে ইলাহাবাদে পৌঁছোবে। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওই বগিতে ইলাহাবাদ পর্যন্ত গিয়ে ওখান থেকেই আলাদা টিকিটে কানপুর চলে যাব। ইলাহাবাদের পরের জংশনই কানপুর।"

বাবলু তো লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ। ওদের বগিতে প্রায় পনেরো-কুড়িটা বার্থ খালি আছে। কাজেই আরামে যেতে পারব আমরা। খাওয়াদাওয়া ওদের সঙ্গেই। এখন টাকাপয়সাও কিছু দিতে হবে না। পরে ঘুরে আসার পর বিল দিলে তখনই পেমেন্ট। তবে মনে হয় আমাদের কিছুই দিতে হবে না।"

বাবলুর মা শুনেই বললেন, "সত্যি, কপাল বটে তোরাই করেছিলি!"

বাবলুর বাবাকে দেখে ভোম্বল বাবলুর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই বাবলু বলল, "এখন খাবি? আমি ভাবছিলাম গাড়িতেই নিয়ে যাব।"

"এখন একটা দে না, খেয়ে দেখি।"

বিলু শুনতে পেয়ে বলল, "রাক্ষস নাকি তুই? এই তো আমাদের বাড়ি চাউমিন খেয়ে এলি।"

মা তো জানেন তাঁর এইসব সবুজ অবুঝ ছেলেরা কী ভালবাসে, তাই একটা ডিশে সকলের জন্যই একটা করে জলভরা নিয়ে এসে খেতে দিলেন।

সন্দেশ পেয়ে ভোম্বলের সে কী আনন্দ!

বেলা এখন এগারোটা। তিনটে পনেরোর গাড়ি ধরতে গেলে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বাবলু তাই সকলকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলে স্নানের জন্য বাথরুমে গেল। ওই দূর দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনজার্নির একটা সুব্যবস্থা হওয়ায় ওর মন আনন্দে ভরে উঠেছে তাই।

আবার সেই হাওড়া স্টেশন। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিলুর বাবার সঙ্গে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসতেই শ্রীমানি ট্র্যাভেল্‌স-এর যদুবাবু এসে করমর্দন করলেন বিলুর বাবার সঙ্গে। তারপর ওদের নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট বগিতে বসালেন। এমন একটি বগিতে যাত্রা ওদের এই প্রথম। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের মনোমতো এবং পছন্দসই সিটে গিয়ে বসল। তিন থাকের মুখোমুখি বার্থের দখল নিয়ে বেশ খোশমেজাজে রইল ওরা।

বিলুর বাবা, যদুবাবু, সকলে গাড়িতে উঠে একবার ওদের দেখে গেলেন।

যদুবাবু বললেন, "আমার স্পেশ্যালে কারও কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তবু বলি, যদি কোনও প্রয়োজন হয় আমাকে জানিয়ো। এইসব বগির আরামই আলাদা। বাইরের কোনও লোক ঢুকতে পারবে না এর ভেতর। ট্রেন ছাড়লেই তালা দিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "আমরা তো এইরকমই চাই।"

"জলটলের দরকার হলে বলবে। আমরাই এনে দেব। তোমরা নামতে যাবে না। লোক আছে আমাদের।"

বাবলু বলল, "জল আমরা যা ভরে নিয়েছি তাতে আর লাগবে না। খাবারদাবারও সঙ্গে আছে আমাদের।"

"সে যা আছে থাক। ওতে হাত দেওয়ার দরকার নেই। আমাদের এখানে রান্না করার লোক আছে। তারা যা রান্না করবে তাই খাবে। সবার সঙ্গে বেশ পিকনিকের মেজাজে। কাল সকালে ইলাহাবাদে পৌঁছোলে আমিই তোমাদের কানপুরের গাড়িতে চাপিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো খুবই ভাল হয়।"

বিলুর বাবাও ওদের সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে গাড়ি থেকে নামলেন।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল।

বাবলু বলল, "কথায় আছে সব ভাল যার শেষ ভাল। শুরুটা তো খুবই ভাল হল, এখন শেষটা কীরকম হয় দ্যাখ।"

বিলু বলল, "ভালই হবে।"

ভিড় নেই এমন একটা বগিতে চেপে পঞ্চুও বেজায় খুশি। ওকে আর সিটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকতে হবে না। ও এদিক-সেদিক দেখে জানলার ধারের একটি সাইড লোয়ারে বসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল।

ট্রেন ছাড়ার পরও যদুবাবু একবার এসে দেখা দিয়ে গেলেন ওদের। তারপরই ওঁর লোকেরা এসে ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, কলা, সন্দেশ ও এক কাপ করে কফি দিয়ে গেল। পঞ্চুর জন্যও টোস্ট এল কয়েকটা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত। এমন চমৎকার ট্রেনজার্নি ওদের এই প্রথম।

বাবলু বলল, "সত্যি, কত অভিজ্ঞতাই না হল! এই স্পেশ্যালগুলোর সহযোগিতায় কত মানুষের দেশভ্রমণের স্বপ্ন মধুময় হয়ে ওঠে। অনভিজ্ঞ, বৃদ্ধ ভ্রমণার্থীদের পরম বন্ধু এরা।"

ওদের জলযোগপর্ব শেষ হতেই হাসিখুশিতে ঝলমলিয়ে ওদেরই বয়সি দারুণ একটি মিষ্টি মেয়ে এসে হাজির হল ওদের সামনে। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরাই নাকি পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বাবলু বলল, "মনে হয়। তুমি?"

"আমার নাম তানিয়া। আমি যোধপুর পার্কে থাকি। এখন যাব ইলাহাবাদ। আমার জেঠুমণি আর্মির লোক ছিলেন। এখন ইলাহাবাদে বাড়ি করেছেন। ওঁর ওখানেই যাচ্ছি। একমাস থাকব। যদুবাবু আমাদের পরিচিত। তাই আলাদা করে অন্য ট্রেনে না গিয়ে ওঁর স্পেশ্যালেই চলে এলাম। অত্যন্ত ভালমানুষ উনি। কী মধুর ব্যবহার। তাই ওঁর স্পেশ্যালে যাওয়ার মজাটাই আলাদা। একার পক্ষে নিরাপদও।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন, এত জায়গা থাকতে? বসো না।"

তানিয়া হেসে বলল, "ধন্যবাদ।" তারপর বাচ্চু-বিচ্ছুর গা ঘেঁসে বসে বলল, "তোমাদের পেয়ে যে কী আনন্দ হচ্ছে না! এই যাত্রীদের মধ্যে আমার বয়সি কেউ নেই। তাই এতক্ষণ হাঁফিয়ে উঠছিলাম বসে বসে।"

বাচ্চু বলল, "এঁরা যাত্রীদের নিয়ে ইলাহাবাদ ছাড়া আর কোথায় কোথায় যাবেন?"

"এঁদের প্রোগ্রাম যা শুনেছি তা হল, ইলাহাবাদের পর আগ্রা ফোর্ট, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি, হরিদ্বার, লখনউ, অযোধ্যা, বারাণসী, হাওড়া।"

"বাঃ। চমৎকার।"

তানিয়া বলল, "একটা অনুরোধ করব তোমাদের?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই করবে।"

"তোমরা তো পাঁচজন। অথচ বার্থ এখানে ছ'টা। তা আমি আর ওই বুড়োবুড়িদের দলে আলাদা থাকি কেন? এখানেই চলে আসব আমার ব্যাগটাকে নিয়ে?"

ভোম্বল বলল, "স্বচ্ছন্দে। আমরা তো এইরকমই চাই। কেন না হঠাৎ করে নতুন কেউ এলে তার সঙ্গে গল্প করতে করতেই সময় কেটে যাবে আমাদের।"

তানিয়া উঠে দাঁড়াতেই বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "চলো— আমরাও যাই তোমার সঙ্গে।"

ওরা গেল এবং কিছু সময়ের মধ্যেই তানিয়ার ব্যাগ হাতে নিয়ে চলে এল যে যার জায়গায়।

দারুণ হাসিখুশি মিষ্টি মেয়ে তানিয়া। সকলের তাই ভাব জমে উঠল ওর সঙ্গে।

তানিয়া বলল, "তোমরা তো কানপুরে যাচ্ছ, ওখানে উঠবে কোথায়? হোটেলে না কারও বাড়িতে?"

বাবলু বলল, "না না। কারও বাড়িতে নয়। কানপুরে এই প্রথম যাচ্ছি আমরা। স্টেশনের কাছে হোটেল লজ যা পাব তাতেই উঠব।"

"বুঝেছি। তার মানে কোনও অভিযানে যাচ্ছ তোমরা।"

"অবশ্যই। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অলস ভ্রমণ করে না।"

"আমার সৌভাগ্য যে, তোমাদের সংস্পর্শে এলাম। আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমাদের সঙ্গী হতে পারলাম না।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের সঙ্গী হতে গেলে আমাদের মতো বেপরোয়া হতে হবে, না হলে কিন্তু নয়।"

তানিয়া বলল, "আমি যে কীরকম তা এই ক্ষণিকের পরিচয়ে তোমরা কী বুঝবে? তোমাদের বাবলু ডান হাতে বাঁ হাতে পিস্তল চালাতে পারে। আমি স্টেনগানও চালিয়েছি। রাইফেল শুটিংয়েও কম যাই না আমি। হাজারিবাগের জঙ্গলে একা একটি জিপ নিয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চষে বেড়িয়েছি। কাজেই তোমরাই সবকিছু পার আর কেউ কিছু পারে না এমন ধারণা যেন কখনও কোরো না। তবে হ্যাঁ, তোমরা যেমন তোমাদের বুদ্ধি আর কৌশলে অনেক আচ্ছা আচ্ছা বাজে লোকেদের মোকাবিলা করেছ, আমি অবশ্য তেমন কখনও করিনি। কেন না সুযোগ পাইনি। তবে আমাকে কেউ ডিসটার্ব করলে তার সাড়ে বারোটা আমি বাজিয়ে ছাড়ি।"

সব শুনে বাবলু বলল, "তবে তো সাংঘাতিক মেয়ে তুমি।"

"মোস্ট ডেঞ্জারাস।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের এই অভিযানে এ যাত্রায় তুমি কি আমাদের সঙ্গী হতে চাও?"

"না। তার কারণ প্রথমত, আমার মানসিক প্রস্তুতি নেই। দ্বিতীয়ত, জেঠুমণির সঙ্গে দেখা না করে আমি কোথাও যাব না। তবে কিনা সময় সুযোগ যদি কিছু করে উঠতে পারি তা হলে একসময় ঠিকই ধরে নেব তোমাদের।"

বাবলু বলল, "আমরা কোথায় কোনখানে কীভাবে থাকব তুমি তা জানবে কী করে?

"সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"বেশ, তা হলে আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম তোমাকে।"

তানিয়া এবার মৃদু হেসে পঞ্চুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে খোশগল্পে মেতে উঠল।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল নিজেদের মধ্যে চাপা আলোচনা করতে লাগল, কানপুরে যাওয়ার পর ওদের প্রথম পদক্ষেপটা কীভাবে কী হবে তাই নিয়ে।

বিলু বলল, "কাল তো আমরা কানপুরে থাকছিই। অমনই ওখানে বসেই খোঁজ নেব মন্ধনাটা কোথায়। অলকনাথবাবুর মাস্থলি টিকিট যখন মন্ধনা থেকে, তখন ওই নামে নিশ্চয়ই কোনও স্টেশন আছে।"

কথাটা বোধহয় কানে গেল তানিয়ার। তাই গল্প থামিয়ে বলল, "আছে তো। কানপুর থেকে বিঠুর যেতে গেলে সরাসরি কোনও বাস নেই। যদিও থেকে থাকে তা এক-আধটা। তাই কানপুর থেকে শেয়ারের অটোয় তোমাদের যেতে হবে গরিব চৌকি। ওখান থেকে অন্য অটোয় রাউতপুর। সেখান থেকে আবার অটোয় কল্যাণপুর অথবা মন্ধনা। তবেই তোমরা বিঠুর যাওয়ার ট্রেকার পারে।"

বাবলু বলল, "সে কী! অমন এক পবিত্র তীর্থভূমিতে যাওয়ার জন্য সরাসবি কোনও ব্যবস্থা নেই?"

"না। তবে ঝগড়পট্টি থেকে কনৌজের বাসে চেপে মন্ধনায় নেমে অথবা কানপুর থেকে ট্রেনে এসে ওইখান দিয়ে যেতে পারো বিঠুরে। এতে কিন্তু সময় নষ্ট হবে অনেক।"

"তুমি মন্ধনায় গেছ?"

"আমি জেঠুমণির সঙ্গে কল্যাণপুর হয়ে বিঠুরে গেছি। ফিরেছি মন্ধনা হয়ে। আর বিঠুর থেকে কনৌজ যেতে হলে মন্ধনায় আসতেই হবে। কেন না ওখানে বাস ছাড়া উপায় নেই। কানপুর থেকে কনৌজ আশি কি মি পথ। ওর থেকে কুড়ি কি মি বাদ দাও। অর্থাৎ খুব কম করেও প্রায় ষাট কি মি পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাদের।"

বাবলু তানিয়ার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। শ্বেতশুভ্র দারুণ মিষ্টি এই মেয়েটি ওর বিস্ময়কে যেন চমকে দিয়েছে।

তানিয়া হেসে বলল, "অমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কী? আমি যা বললুম বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

বাবলু বলল, "না না, তা নয়, আমি শুধু ভাবছি আমাদেরই কথা। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গায় আমরা যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে হঠাৎ করে পরিচয় না হলে এমন সুন্দর পথ-নির্দেশিকা পেতামই না। এতে আমাদের কাজের যে কত সুবিধে হল তা কী বলব তোমাকে।"

তানিয়া বলল, "যদি কিছু মনে না কর তা হলে একটা অনধিকার প্রশ্ন করব তোমাদের?"

"নিশ্চয়ই করবে। আমাদের গোপনীয়তা যা কিছু তা এই পাঁচজনের মধ্যেই। এখানে আর কাউকে কোনওভাবেই মাথা গলাতে দিই না আমরা। তবে কিনা তোমার মতো সাহসী জেদি বন্ধু বা বান্ধবী যদি কেউ আসে তা হলে তার কাছে সবকিছু খুলে বলতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যের সাহায্য তো আমাদের নিতেও হয়।"

"তোমাদের অভিযান সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। তাই তোমাদের গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাব না। তবে কিনা কিছু কিছু ব্যাপারে হয়তো হেলপ করতে পারব।"

বাবলু তখন ওদের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যর ব্যাপারে যেটুকু বলা প্রয়োজন তাই বলল।

তানিয়া বলল, "তাই বলো, আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না এত জায়গা থাকতে তোমরা মন্ধনায় যেতে চাইছ কেন? তা মন্ধনায় গিয়ে ওই দুঃসংবাদটা না হয় ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিলে, তারপর?"

"তারপর কনৌজে গিয়ে ওঁর ছেলের কাছেও পৌঁছে দেব বার্তাটা।"

"তারপর?"

"তারপরই বিঠুরে গিয়ে চেষ্টা করব ওই মিস্টার ভোরাকে ফাঁদে ফেলবার। সেইসঙ্গে ভ্যানিশটাকেও যদি নাগালের মধ্যে পাই তা হলে...।"

"ওদের দফাটি খেয়ে দেবে, এই তো? ওটি কিন্তু হচ্ছে না বন্ধু। ব্যাপারটা যখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের নজরে এসে গেছে, তখন ওরাও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে। এমনও হতে পারে কেউ-না-কেউ সতর্ক করে দেবে ওদের। এই ধরনের অপরাধীরা বিদেশি মদত পায়। কাজেই নিজেদের নিরাপত্তা ঠিকই বজায় রাখবে ওরা। অতএব শত চেষ্টাতেও কিছু করতে পারবে না ওদের।"

"সেটা তো আমরাও বুঝি। ওরা হল গভীর জলের মহাশোল। ওদের ধরা কি এতই সহজ? হাতের মুঠোয় এলেও পিছলে বেরিয়ে যাবে ওরা। কেন না নিরাপত্তার শ্যাওলা ওদের সারা গায়ে। তাই বলে হাত গুটিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বসে থাকলে তো চলবে না। ধরবার চেষ্টা একটু করতেই হবে। এবং সেটা করতে হবে চালাকির জাল পেতে, ফাঁদে ফেলে।"

"ওদের সর্বাঙ্গে ব্লেডের ধার। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে ওরা।" বলে একটু সময় কী যেন ভেবে বলল, "তবে উপায় একটা হতে পারে।"

"কী উপায়?"

"সাপের লেখা আর বাঘের দেখা বলে একটা কথা আছে জানো তো?"

"জানি।"

"সেই প্রবাদবাক্যটাকেই উলটে দিতে হবে। অর্থাৎ সাপের দেখাই হবে ওদের কাল। আর কালনাগিনীর ছোবলটা দিতে হবে আমাকেই। অর্থাৎ সামনে এলেই মরণ ঘনাব ওদের। এমন বিষ ঢালব যে, এক লহমায় শেষ।"

"কীভাবে কী করবে শুনি?"

"তোমার হাতে থাকবে পিস্তল, আমার হাতে থাকবে অন্য জিনিস। দেখামাত্রই টিসুম।

বাবলু বলল, "পন্থাটা খুব সহজ। তাতে ওরাই শেষ হবে, কিন্তু চক্রটাকে তো ধরা যাবে না।"

"দরকার নেই। চক্রের মাথা তো এরাই। আইন, আদালত, সাক্ষ্য, প্রমাণ এইসবের ফাঁকফোকর দিয়েই তো বহাল তবিয়তে অপরাধ জগতের শিরোমণি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। এদের তাই দ্যাখো আর মারো। এই ভোরার সম্বন্ধে তোমরা কতটুকু জানো? আমিও বিশেষ কিছু জানি না। তবে যা জানি তা হল কানপুর শহরে ওর দু'-দুটো বিলাসবহুল হোটেল আছে। গোয়ালিয়র, ঝাঁসি আর মাহোবাতেও হোটেল ও সিনেমা হল আছে একটি করে। এ ছাড়া আর কোথায় কী আছে না আছে তা অবশ্য আমার জানা নেই। একজন মানুষ কীভাবে এমন বিত্তবান হয়েছেন সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে কেউ? নেয়নি। কেন না নেওয়ার সাহস হয়নি।"

বাবলু বলল, "এই যাত্রায় তুমি আমাদের পাশে থাকো তানিয়া। তা হলে মনে আমরা জোর পাব।"

"তোমরা না চাইলেও আমি থাকব। তবে কিনা কালই তোমাদের কানপুরে যাওয়া হবে না।"

"সে কী! কেন?"

"কাল তোমরা ইলাহাবাদে নেমে আমার ওখানে চলো। জেঠুমণি আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করে পরশু সকালে সবাই আমরা কানপুরে যাব। তবে একটা কথা, উনি যেন কোনওরকমেই জানতে না পারেন আমার যাওয়ার উদ্দেশ্যটা। উনি জানবেন তোমরা কানপুর থেকে বিঠুর হয়ে কান্যকুব্জে যাবে অর্থাৎ কনৌজ নগরে। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। কিন্তু যদি উনি জানতে পারেন কী ব্যাপারে আমি যাচ্ছি, তা হলে কিন্তু উনি আমাকে যেতেই দেবেন না। ওঁর গোপন জায়গা থেকে যেটা আমি ওদের মোকাবিলার জন্য ম্যানেজ করে নিয়ে যাব, সেটাও উনি সরিয়ে রাখবেন।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। উনি জানতে পারলে কখনওই রাজি হবেন না এই ব্যাপারে তোমাকে যেতে দিতে। কিন্তু তোমার এই যাওয়ার ব্যাপারে আরও একটা দিক ভেবে দেখার আছে। যদি ধর ওই দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে তোমার কোনও ক্ষতি হয়ে যায়, তখন আমরা কোন কৈফিয়তটা দেব তোমার জেঠুমণির কাছে! উনি আমাদের কতটা অবিশ্বাস করবেন বলো তো?"

"তা হলে তো আমার যাওয়াই হয় না।"

বিলু বলল, " ওইজন্যই বলে, ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।"

ওদের এইসমস্ত আলোচনার মধ্যেই সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে কখন যে রাত হয়ে গেল তা ওরা খেয়ালই করেনি। যদুবাবুর হাঁকডাকে ওদের চেতনা হল। মজলিশ ভাঙল।

যদুবাবু হেঁকে বললেন, "এই ছেলেমেয়েরা, তোমরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে এসো। রাতের খাওয়া তৈরি।"

ওরা সবাই হাতমুখ ধুয়ে এসে গুছিয়ে বসল। তারপর খাবার এলে গরম ভাত আর মুরগির মাংস খেয়ে নিল পেটভরে। এত সুন্দর রান্না, যেন বিয়েবাড়ির ভোজ খাচ্ছে।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হলে যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল। আর পঞ্চুও বার্থের নীচে ওর মনোমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে দেহটা এলিয়ে দিল পরম শান্তিতেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৪ ॥

সকাল ছ'টা পাঁচ-এ ট্রেন এসে ঢুকল ইলাহাবাদে। এইখানে ওদের বগিটা কেটে সাইডিং-এ রাখা হবে। তার আগেই যদুবাবু ওদের নামিয়ে দিলেন প্ল্যাটফর্মে।

তানিয়া বলল, "তোমরা তা হলে কী ঠিক করলে বলো?"

বাবলু বলল, "আমরা আর সময় নষ্ট না করে কানপুরেই চলে যাব। কেন না ওইভাবে তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিতে মনে ঠিক সায় দিচ্ছে না।"

"অথচ তোমরাই বলো, আমি এখনই তোমাদের সঙ্গে চলে গেলে আমার মা-বাবা যদুবাবুর ওপর আর কখনও ভরসা রাখবেন কি? তা ছাড়া যদুবাবুও আমাকে যেতে দেবেন না তোমাদের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, জেঠুমণিরও আমার জন্য ভাবনাচিন্তার শেষ থাকবে না। তাই ওঁকে জানিয়ে একদিন থেকে দেখা করে 'আবার আসব' বলে যদি যাই, উনি আপত্তি করবেন না। তবে কিনা সত্যি কথাটা— ওঁকে বলা যাবে না একেবারেই।"

বাবলু বলল, "বিপদ তো ওইখানেই।"

"তাই বলি এসোই না তোমরা আমার সঙ্গে। একদিন না হয় থেকেই গেলে আমার জেঠুমণির বাড়িতে? এইসব কাজে একটুআধটু মিথ্যে বললে ক্ষতি কী?"

"কিছুই ক্ষতি নয়, জানাজানি হলে আমাদের সুনাম নষ্ট হবে, এই যা।"

"তা হলে বিদায়। জেঠুমণি হয়তো স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "বিদায়।"

তানিয়া চলে গেলে ভোম্বল বলল, "তুই যদি ওকে নিবিই না সঙ্গে, তা হলে কাল ওকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য 'চলো, চলো' করে অত অনুরোধ করলি কেন? এখন কী ভাবল বল তো ও?"

বাবলু বলল, "তখন আমি উচ্ছ্বাসেব মাথায় বলে ফেলেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম কাজটা ঠিক হবে না। আমরা ওর জেঠুমণির ওখানে যাব, তিনি আমাদের পবিচয পাবেন, তারপবও তাঁর কাছে আসল সত্য গোপন করে তানিয়াকে নিয়ে যদি অভিযান শুরু করি তখন জানাজানি হলে ব্যাপারটা কত খারাপ হবে বল দেখি? আর দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ করে যদি ওর কোনও বিপদ ঘটে তখন সম্পূর্ণ দায়টা আমাদের ঘাড়ে পড়ে যাবে। অতএব ওইসবের ঝুঁকি না নেওযাই ভাল।"

যদুবাবু ইতিমধ্যে ওদের জন্য কানপুরের পাঁচটা টিকিট তাঁর একজন লোককে দিয়ে কাটিয়ে এনেছেন। বাবলু যদুবাবুর টিকিটের দাম দিয়ে ভাগলপুর থেকে আসা অপেক্ষমাণ একটি গাড়িতে উঠে পড়ল কানপুরে যাওয়ার জন্য।

ওরা গাড়িতে ওঠামাত্রই ট্রেন ছাড়ল।

যদুবাবু ওদের প্রত্যেককে বিদায় অভিনন্দন জানালেন।

ইলাহাবাদ থেকে কানপুর ঘণ্টাতিনেকেব পথ। কিন্তু গাড়িটা প্রায় ঘণ্টাপাঁচেক সময় নিয়ে ওদের যখন কানপুরে পৌঁছে দিল, বেলা তখন বারোটা।

স্টেশনের বাইরে আসতেই অজস্র হোটেল, লজ চোখে পড়ল ওদের। ওরা তারই একটিতে উঠে পড়ল। তারপর ভালভাবে স্নানের পর্বটা সেরে খাওয়াদাওয়ার পাটটাও চুকিয়ে নিল একসময়।

এবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। পঞ্চু বাবলুর গা ঘেঁষে বিছানাতেই শুয়ে ছিল। বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এই দূর দেশে এখন তুই-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক। উপযুক্ত সময়ের জন্য তৈরি থাকিস। বিপজ্জনক ভোরার মোকাবিলা যেন তোর সাহায্য নিয়েই করতে পারি আমরা।"

পঞ্চু বাবলুর কথার কোনও উত্তর না দিযে দেহটা আরও একটু টান করল।

বিলু বলল, "আমাদের আজকের করণীয় কী?"

বাবলু ঘড়ি দেখে বলল, "এখন বেলা দেড়টা। আরও ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে কানপুর শহরটাকে একটু ঘুরে দেখা। তারপর রাতে ঘুমিয়ে ট্রেনের ক্লান্তি দূর করে কাল সকালেই রওনা হওয়া মঙ্কনার দিকে।"

ভোম্বল বলল, "এই সময়ে তানিয়াটা সঙ্গে থাকলে কিন্তু মন্দ হত না, কী বল।"

"সত্যিই ভাল হত। কেন না এখানকার পথঘাট সব ওর পরিচিত। ও আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারত। তবুও ভেবে দেখলাম আমাদের তো আগুন নিয়ে খেলা, যদি অঘটন কিছু ঘটে তখন কিন্তু দায় আমরা এড়াতে পারব না। তা ছাড়া ওর ভরসায় তো আমরা এতদূর আসিনি। আর এত অভিযানও আমরা ওকে নিয়ে করিনি। ও সঙ্গে থাকলে আমাদের সহায়ক হত, এই যা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু-বিচ্ছু এতক্ষণ কোনও কথাই বলছিল না। নিজেদের মনে কোনও কিছুর চিন্তাভাবনা করছিল বোধহয়। এবার বিচ্ছু বলল, "এখন বলো, কালকের প্রস্তুতিটা আমাদের কীভাবে হবে?"

বাবলু বলল, "কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা মন্ধনায় যাব।"

বাচ্চু বলল, "সেটা কীভাবে? উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ, নাকি হোটেলে জিনিসপত্তর রেখে?"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় জিনিসপত্রগুলো অযথা বহন করে কোনও লাভ নেই। কাল আমরা অলকনাথবাবুর বাড়িতে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিয়ে বিঠুরে যাব ট্যুরিস্টের মতো। তারপর খোঁজখবর নিয়ে চিনে আসব ভোরার আস্তানাটা। আমার মন বলছে ভ্যানিশকে আমরা ওখানেই পাব।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, পেয়ে ওদের করবিটা কী?"

বাবলু বলল, "কী করব না করব সেটা পরের কথা। তবে গোলমাল একটা বাধাবই। প্রয়োজনে রাতের অন্ধকারে হানা দেব ওদের ডেরায়।"

ভোম্বল বলল, "তবে তো জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েই বেরোতে হচ্ছে।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মতে বলে সেইরকমই হওয়া ভাল।"

বাচ্চু বলল, "জিনিসপত্র বলতে ভারী জিনিস তো কিছুই নেই। যা কিছু আছে তার সবই বহনযোগ্য। অতএব..."

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

বিচ্ছু দরজা খুলতেই কেয়ারটেকারের ছেলেটা বলল, "চা লাগবে, চা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, লাগবে। দিয়ে যা।"

ছেলেটি ঘরে ঢুকে প্রত্যেককে চা দিলে বাবলু বলল, "কিতনা?"

"দশ রুপাইয়া।"

ছেলেটি টাকা নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "বাহার যানে কি টাইম কাপ বাহার মে রাখ দে না।"

ওদের চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "আর ঘরে বসে না থেকে চল কানপুরের পথঘাটগুলো একটু চিনে আসি। দিনের আলোয় যতটুকু যা দেখা যায়।"

চল তো চল। সকলে তৈরি হয়ে চায়ের কাপগুলো বাইরের দরজার পাশে রেখে লজ থেকে বেরিয়ে এল। দারুণ জমজমাট জায়গা। দেখবার এখানে অনেককিছুই আছে। কিন্তু সেসব দেখবার সময়টা কই? কোম্পানি বাগান, ফুলবাগ, মতিঝিল, কুইন্স পার্ক, মেমোরিয়াল চার্চ, কত কী।

ওরা কোনদিক দিয়ে কোথায় যে যাবে তা ঠিক করতে পারল না। স্থানীয় কেউ সঙ্গে থাকলে সবকিছু বলেকয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেরকম তো কেউ নেই। তাই যেদিকে যেতে মন চায় সেইদিকেই যেতে ইচ্ছে করল ওরা। জনবহুল বীরহানা রোড ধরে ওরা এগিয়ে চলল মাল রোডের দিকে গণেশ উদ্যানে। যার নাম ফুলবাগ।

বেশ অনেকটা পথ হেঁটে যাওয়ার পর ফুলবাগে এসে পৌঁছোল ওরা। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র বলা যায় জায়গাটাকে। কী দারুণ জমজমাট ও উন্নত ধরনের ঘরবাড়ি এখানকার। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল কানপুর শহর। ফুলবাগের রঙিন ফোয়ারা যেন ফুল ফোটাতে লাগল। কী সুন্দর! কী সুন্দর! কী সুন্দর।

ওরা অনেকক্ষণ ফুলবাগে থেকে একেবারে রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে লজে ফিরল। কাল সকাল থেকেই জোরকদমে শুরু হবে ওদের আসল কাজ।

সে-রাত্রিটা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল ওদের। এবার আজকের দিনটা যে কীভাবে কাটবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে বাবলু সকলকে তৈরি হতে বলল। তারপর একটু আলো ফুটলে লজেই চা-পর্ব সেরে লজের টাকা-পয়সা মিটিয়ে একটা অটো নিয়ে চলে এল গারিব চৌকিতে। সেখান থেকে রাউতপুর হয়ে মন্ধনায়।

মন্ধনা স্টেশনের সামনে দিয়েই চলে গেছে বিঠুরের পথ। ওরা স্টেশনের কাছেই একটি গুমটিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, অলকনাথ শর্মা কা মকান কিধার হ্যায়?"

দোকানদার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল বাড়িটা। ওরা সকলে সকলের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নীরবে সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অল্প জায়গার ওপর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। কী সুন্দর!

ওরা সেই বাড়ির সামনে গিয়ে একটু ইতস্তত করে ডোর-বেলে চাপ দিতেই এক মধ্যবয়সি, সুশ্রী চেহারার মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তারপর ওদের দেখেই কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "অন্দর আ যাও।"

ওরা পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে সোফায় বসতেই মহিলা বললেন, "তোমরা খুব একটা খারাপ খবর দিতেই এখানে এসেছ আমি জানি। এই বুবা সমাচার অনেক আগেই আমি পেয়ে গেছি।" বলে আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছলেন।

বাবলু বলল, "আপকা লেড়কি? মালতী কাঁহা?"

"ওকে আমি কনৌজে ওর দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই তো একটু আগেই চলে গেছে ও।"

"ও কি জেনে গেছে ব্যাপারটা?"

মিসেস শর্মা এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন যার অর্থ হল, না, জানানো হয়নি।

বাবলু বলল, "আপনি খবর পেলেন কীভাবে?"

"উনি আমাকে কলকাতা থেকেই ফোনে জানিয়েছিলেন ওঁর বিপদের কথা। বলেছিলেন, আর হয়তো আমার ঘরে ফেরা হবে না। তবে তোমবা কিন্তু সাবধানে থেকো। —এব পর মি. ভোরাই আমাকে মর্মান্তিক খবরটা শোনালেন লোক মারফত। শুধু তাই নয়, এও জানালেন, এবার আমার পবিবাবের প্রতি নজর দিয়ে ওঁর ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা অন্তত লাঘব করবেন। তার চেয়েও যেটা আমার কাছে ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হল উনি জানতে চেয়েছেন আমার মোহন, মালতীব বয়স কত?"

ভোম্বল দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "স্পর্ধা তো কম নয়! ওদেব বয়স জেনে ওঁর লাভ?"

"শয়তানের লাভ-লোকসানেব হিসেবটা কি আমরা বুঝি?" বলে একটু সময় কী যেন ভেবে বললেন, "না জানি উয়ো শয়তান ক্যা শোচা হমারি বারে মে।"

বাবলু বলল, "এইরকম ইঙ্গিত যখন উনি করেছেন তখন একা একা কেন আপনি ছাড়লেন মেয়েটাকে ওর দাদার কাছে?"

"আমি ঠিক করেছি ওদেব দু'জনকেই পাঠিয়ে দেব আমার বাপের বাড়ি ঝাঁসিতে। সেইজন্যই ওকে চুপিচুপি লুকিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওর দাদাকে ডেকে আনবার জন্য। মোহন এলে আমি ওদের নিয়ে আজই সেখানে চলে যাব। আমি একটুও বিচলিত না হয়ে আমার এই ভাগ্যবিপর্যযের কথা এখনও পর্যন্ত কাউকে জানাইনি। একেবারেই চুপচাপ আছি।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু মেয়েটাকে এইভাবে একা না পাঠিয়ে আপনি নিজেও তো যেতে পারতেন সঙ্গে।"

"ইচ্ছে করেই যাইনি। তার কাবণ, ভোরা অতি ভয়ংকর। আমি ঘর থেকে বেরোলেই ওর লোক আমাব পিছু নিত। সন্দেহ করত। তাই আমি চুপিচুপি মেয়েটাকেই পাঠিয়ে দিলাম যাতে ওরা টের না পায়। তবে যখন ঝাঁসি যাব তখন একসঙ্গেই ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিযে। মরলে তিনজনেই মরব। এখন শুধু কোনওরকমে ওদের ঝাঁসিতে পৌঁছে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।"

"আপনার বাপের বাড়ি ঝাঁসির কোন অঞ্চলে?"

"সবজিমন্ডির কাছে।"

বাবলু বলল, "স্টেশন থেকে কতদূর?"

"বেশিদূবে নয়। তোমরা কখনও ঝাঁসিতে গেছ?"

বাবলু বলল, "না। তবে ঝাঁসি কি রানির নাম শুনেছি, বইতে পড়েছি। তাই কৌতূহল হল।"

"কখনও সময় পেলে যেয়ো। ঝাঁসিতে আমার বাপেব বাড়ি হলেও আমার উনি কিন্তু বিহারের লোক। আর আমি ঝাঁসির মেয়ে হলেও বাঙালি। কর্মসূত্রে এখানে আমবা স্থায়ীভাবে বাস কবছি। আমাদেব ছেলেমেয়ে ওই মোহন আর মালতীর জন্ম এখানেই।"

"সেইজন্য আপনার মুখে এমন পরিষ্কার বাংলা!"

"তবুও পরিবেশের প্রভাবে অনেক সময় হিন্দি বেরিয়ে আসে মুখ দিযে।"

বাবলু বলল, "সেটাই স্বাভাবিক।" তারপর বলল, "এবারে বলুন তো আমাদের দেখেই আপনি কী করে বুঝলেন আমরা আপনার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ বয়ে এনেছি?"

"তোমাদের ব্যাপারে শুনেছি ভোরারই ওই লোকের মুখে। উনি বলেছেন কলকাতার পাঁচজন কমবয়সি ছেলেমেয়ে পুলিশের হাতে হাত মিলিয়ে সি আই ডি-গিরি করে থাকে। ওই অস্ত্র পাচার ও হিরে পাচারের

ব্রিফকেসটা ওরাই তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। শুধু তাই নয়, ওরা দারুণভাবে মাথা ঘামাচ্ছে এই ব্যাপারে।"

বিলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! এতসব মি. ভোরা জানলেন কী করে?"

বাবলু বলল, "মনে হয় ভ্যানিশের মুখ থেকেই শুনেছেন উনি। তার মানে ভ্যানিশ এখানেই আছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ভ্যানিশই বা জানবে কী করে আমাদের ব্যাপারে?"

বাবলু বলল, "জানবে নাই বা কেন? কানকাটা মালাই-এর মুখ থেকেই শুনে জেনেছে।" তারপর মিসেস শর্মাকে বলল, "যাক, এবার আসল কথায় আসা যাক, আপনার স্বামীর হত্যাকারীরা আপনার পরিবারের ওপর এবার কীভাবে বিপর্যয় ঘনিয়ে আনতে পারে আপনি সেই ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছেন কি?"

"এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। শেষ রাতে খবরটা পেয়েই সকালের প্রথম বাসে মালতীকে পাঠালাম ওর দাদার কাছে। বললাম, 'একবার তোদের দু' ভাইবোনকে নিয়ে মামার বাড়ি যাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। শিগগির ওকে ডেকে নিয়ে আয়।' এ-কাজটা এখানকার অন্য কাউকে দিয়েও করাতে পারতাম, কিন্তু তাতে অনেক প্রশ্ন থেকে যেত।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক।" তারপর বলল, "তবে আমি কিন্তু আপনাদের ব্যাপারে খারাপ দিকটাই অনুমান করেছি।"

"কীরকম?"

"মি. ভোরা প্রথমেই কিডন্যাপ করবেন আপনার মোহন ও মালতীকে। তারপর ওদের আটকে রেখে অসম্ভব রকমের একটা টাকার দাবি করবেন আপনার কাছে।"

"কিন্তু অত টাকা আমি কোথায় পাব! আমাদের তো টাকা নেই। নেই বলেই উনি 'বদলোক' জেনেও ওদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন।"

"আপনার যে টাকা নেই, বা ওঁর চাহিদামতো টাকা যে আপনি দিতে পারবেন না তা ভোরাও জানেন। সেইজন্যই তো হিরেগুলোর মাশুল তুলতে অসম্ভব রকমের একটা টাকার চাপ দেবেন। টাকা দিতে না পারলেই উনি চাপের পর চাপ দেবেন বাড়ি বেচে দেওয়ার।"

"বেশ। তাতে যদি রেহাই পাই তা হলে বেচেই দেব বাড়িটা। দিয়ে ঝাঁসিতেই চলে যাব।"

"ভুল করবেন। আপনি কি ভেবেছেন তারপরেও উনি আপনার ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে দেবেন? কখনও না। ওদের উনি পাচার করে দেবেন দূরের কোনও দেশে।"

মিসেস শর্মা শিউরে উঠলেন এবার। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বাবলু বলল, "কেঁদে কোনও লাভ হবে না। ভোরার ব্যাপারে আমাদের অন্যরকম চিন্তাভাবনা করতে হবে। মুখোমুখি সংঘর্ষে যেতে হবে ওর সঙ্গে। এতক্ষণ আমি আপনাকে যা বললাম তা অনুমান মাত্র। বাস্তবে তা নাও হতে পারে। আচ্ছা, আপনার ছেলেমেয়েদের বয়স কত?"

"মোহনের বয়স চোদ্দো। মালতীর বারো।"

"মালতী খুবই ছোট। ও একা পারবে অতদূর যেতে?"

"যায় তো।"

বাবলু বলল, "তা হলে ঠিক আছে। ভালয় ভালয় ওদের ফিরে আসতে দিন। তবে একটা কথা, আপনি এখনই ওদের নিয়ে ঝাঁসিতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে গৃহবন্দি হয়ে ঘরেই থাকুন। কেন না পথে বিপদের যতটা ভয়, ঘরে কিন্তু ততটা নয়।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "আমরা এখানে শুধু যে ওই অশুভ বার্তাবাহক হয়েই এসেছি তা নয়, আমরা এসেছি অন্য কারণে। ওই ভোরাকে ভরাডুবি করানোই আমাদের আসল কাজ। তা ছাড়াও আর-এক শয়তান কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করে আছে এখানে, তারও সর্বনাশ আমরা ঘটাতে চাই।"

"কে সে?"

"আপনার স্বামীর হত্যাকারী ভ্যানিশ। ওর হাতেই আপনার স্বামীকে আমরা খুন হতে দেখেছি। পুলিশ রিপোর্টে এখন ওর চেয়ে কলঙ্কিত ব্যক্তি আর কেউ নেই।"

"ভ্যানিশ! একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্মাগলার!"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওর ব্যাপারে আপনি জানেন নিশ্চয়ই।"

"কিছু কিছু জানি। ভোরা বিজনেসম্যান। আমার স্বামী তাই বেকার হওয়ার পর টাকার বিনিময়ে ওঁর হয়ে কাজ করতে থাকেন। কিছুদিন কাজকর্ম করার পর উনি বুঝতে পারেন দারুণ বিপদের ঝুঁকি নেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অসামাজিক কাজগুলোই ওঁকে দিয়ে করানো হচ্ছে। তখন কিন্তু আর পিছিয়ে আসার কোনও পথই খোলা ছিল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই ভবিতব্য হল ওঁর।"

"ভ্যানিশের ব্যাপারে ওখানকার পুলিশকে আমরা জানিয়ে এসেছি। ও যদি সত্যই এখানে থাকে তা হলে হয় পুলিশের হাতে না হয় আমাদের হাতে বিধ্বস্ত ওকে হতেই হবে।" তারপর বলল, "তবে জেনে রাখুন, আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে আমরাই ধরব এবং তুলে দেব আপনার হাতে।"

"তা যদি হয় তা হলে তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।"

"আপনি আশীর্বাদ করুন। আর-একটা কথা, আপনাব স্বামী ভ্যানিশ ছাড়াও আর কার কার কাছে যেতেন এমন একটা তালিকা আমাদের দিতে পারেন?"

"পারি। ওঁর একটা নিজস্ব ডায়েরি আছে। তাতেই লেখা আছে সব। নামঠিকানা সবকিছুই।"

"ওই ডায়েরিটা আমাদের চাই।"

মিসেস শর্মা ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজেপেতেও পেলেন না সেটা। বললেন, "সর্বনাশ! গেল কোথায় ডায়েরিটা। কাল সন্ধে পর্যন্ত টেবিলের ওপরই তো ছিল।"

বাবলু বলল, "এখন নেই। এই তো? ও আর পাবেনও না। ওই ডায়েরি এখন ভোরার হাতে।"

"কিন্তু কী করে তা সম্ভব?"

"আপনার শোকে মুহ্যমান হওয়ার অসতর্ক মুহূর্তেই তা সম্ভব হয়েছে। ভোরার প্রতিনিধি হয়ে কে এসেছিলেন?"

"রবিকুমার নামে একজন।"

"আপনি চিনতেন তাকে?"

"চিনি বই কী! চিনি বলেই তো নাম বলতে পারলাম।"

"রবিকুমার কোথায় থাকেন?"

"লছমিবাই মার্গে ওব মস্ত দালান। সেও বিজনেসম্যান। বিঠুরের নামকরা মিঠাইওলা।"

"ঠিক আছে। আমাব আব কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই। আমরা এখনই একবার বিঠুরে যাব। আমাদের ব্যাগট্যাগগুলো আপনাব এখানেই থাক। আমাদের কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব আমরা। হয়তো কয়েকদিন আপনার এখানেই থাকতে হবে আমাদের। আর আমরা এখানে থাকলে ভোরার নজরে আমবা পড়বই। এবং আমরাই হব ওদের ফাঁদ। এই শ্যাওলায় পা দিলেই পতন ঘটবে ওদের।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমাদেব তুলনা নেই। আমার মনে হয় তোমাদের দ্বারাই ওদের অবসান সম্ভব। এখন আমাব মৃত্যুভয় নেই। তাই আমার দিক থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য আমি করব তোমাদের। আমার বাবা রেলের একজন বড় অফিসার ছিলেন। ঝাঁসি মানিকপুর শাখায় ওঁর চেয়ে প্রভাবশালী আর কেউ ছিলেন না। সেই সুবাদেই ঝাঁসিকে ভালবেসে ঝাঁসির সবজিমন্ডি এলাকায় মনের মতো বাড়ি তৈরি করে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকেন এখানে। মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন হলেও ঝাঁসি কিন্তু উত্তরপ্রদেশ। তা আমি ঝাঁসি কি রানির দেশে জন্মেছি। পুলিশ কী করবে তা জানি না, তবে তোমাদের সাহায্য পেলে আমি কিন্তু নিজে হাতে বধ করব আমার স্বামীর ওই হত্যাকারীকে। সেই সুযোগটুকু তোমরা আমাকে করে দিয়ো।"

বাবলু বলল, "আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। মরবার আগে মি. শর্মা আমাদের অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুসংবাদটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। সেটা আমরা দিতে পেরেছি। কিন্তু এর পরের কাজ যেটা, সেটা তো করতেই হবে আমাদের। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"শুধু নিশ্চিন্ত নয়, সংঘর্ষের জন্যও আমি তৈরি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবাব বিঠুরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই মিসেস শর্মা বললেন, "ওঃ হো। একটা তো দারুণ ভুল হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "কী ব্যাপারে?"

"তোমরা যে এতক্ষণ এসেছ অথচ এক কাপ চা-ও দিইনি তোমাদের, একটু কিছু খেতেও দিইনি। বসো বসো, একটু বসে যাও।"

বাবলু বলল, "না। এখন ওইসবের সময় নয়। আপনার বিপর্যয়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি আপনি। মোহন, মালতীও আপনার কাছে নেই। এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকেরই জীবনে সংশয়। এখন ওইসব কিছু নয়। স্বাভাবিক হন আগে। তারপরে সামাজিকতা। আমরা আসছি। আপনি সতর্ক থাকবেন। আমরা চলে গেলেই ওদের লোক হয়তো আবার আসবে। আমাদের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করবে।

আপনি বলবেন, 'তোমাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজাবার জন্যই এসেছে ওরা। তোমরা এবার অন্তিমের জন্য প্রতীক্ষা করো।' "

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমরাও কিন্তু সাবধানে যেয়ো বাবা। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি থাকবে না।"

আংটাওয়ালা সুদীর্ঘ নাইলনের ফিতেটা কোমরে জড়িয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে সকলকে নিয়ে রওনা হল বাবলু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তৈরি হল একইভাবে। ভোম্বল শুধু ওর সাধের ক্যামেরাটা সঙ্গে নিল। অন্য কিছু নয়।

॥ ৫ ॥

মন্ধনা থেকে বিঠুর অনেকটাই। ওরা শেয়ারের ট্রেকারে চেপে মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে ভাড়া দিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে এসে নামল। রামায়ণের যুগে বাল্মীকির তপোবন নাকি এইখানেই ছিল। বনদেবী সীতা ছিলেন এখানেই। লবকুশেরও জন্ম হয়েছিল এই তপোবনের পর্ণকুটিরে। এখন এখানে নামে নামে অনেক মন্দির। এখানে এখন অনেক কিছুই দেখবার।

ওরা মন্দির দর্শন করে ছবিটবি তুলে এক কিমির মতো পথ পায়ে হেঁটে চলে এল গঙ্গার তীরে। সেখানে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে তখন স্নান দান কত কী চলছে। ব্রহ্মা এখানেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গার ঘাটে সেই অশ্বখুরের একটি চিহ্ন আজও প্রকট। জায়গাটা দারুণ ভাল লেগে গেল ওদের।

বাবলু বলল, "এইবার আমাদের প্রধান কাজই হল মি. ভোরা আব রবিকুমারের আস্তানাদুটিকে খুঁজে বের করা।"

বাচ্চু বলল, "তা তো করব, কিন্তু আমরা যে আমাদের ওখানকার থানায় জানিয়ে এলাম, ওঁরা বললেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা ওদের দিকে নজর রাখছে, কিন্তু কোথায় কী? এখানে তো কোথাও কোনও উত্তেজনাই নেই।"

বিলু বলল, "এখানকার জীবনযাত্রা কত স্বাভাবিক। কত আনন্দময়। এদেরই কারও কাছে ওদের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিলে হয় না?"

ভোম্বল বলল, "সে যা করবার তা পরে করবে। আমি কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি খিদেয় পেট আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তোব কি একার? আমাদেরও সকলেরই খিদে পেয়েছে খুব। চল, একটা দোকানে বসে কিছু খেয়ে নিই আগে।"

খিদে পঞ্চুরও পেয়েছিল। কিন্তু ও তো লজ্জায় তা প্রকাশ করে না। এখন কুঁই কুঁই করে ওর অবস্থাটাও জানিয়ে দিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা দোকানে বসে গরম গরম কচুরি আর প্যাঁড়া খেল পেটভরে।

বাবলু চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানদারকে বলল, "আচ্ছা ভাই ইধার দেখনেকা আউর ক্যা হ্যায়?"

দোকানদার বললেন, "তুম সব ঘুমনে আয়া?"

"জি হাঁ।"

"ইধার তো দেখনে কা বহুত কুছ হ্যায়। নাও মে ঘুমনা হ্যায় তো ঘুমো। ধুরু টিলা যাও, উত্তানপাদ কি কিলা দেখো। বড়ী তীরথ হ্যায় বিঠুর। লছমিবাই কি বাল্যাপন ভূমি। লড়াই কা ময়দান।"

"তো এক আদমিকো দে দিজিয়ে না হমারে সাথ।"

দোকানের বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চে একটি ছেলে বসে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। শুনতে পেয়ে বলল, "হামকো দশ রুপিয়া দে দিজিয়ে। হাম তুমকো সবকুছ দিখা দেঙ্গে।"

বাবলু তো এইরকমই চাইছিল। তাই এককথায় রাজি হয়ে গেল ওর প্রস্তাবে। ওকে সঙ্গে নিয়েই শুরু করল ওরা বিঠুর পরিক্রমা।

খানিক যাওয়ার পর বাবলু হঠাৎই প্রশ্ন করল ছেলেটিকে, "আচ্ছা, ইধার রবিকুমার কা মকান কিধার হ্যায়?"

ছেলেটির নাম পোলু। বলল, "ও দেখো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা মস্ত একটি প্রাসাদোপম বাড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এইরকম ছোট্ট শহরে এতবড় বাড়ি!

বিলু বলল, "এরা খুব বড়লোক, তাই না?"

ছেলেটি বিলুর কথা বুঝেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

বাবলু বলল, "আউর ভোরা সাহেবকা মকান?"

"ধুরু টিলা কি পাস। আগে বাড়ো, ম্যায় সবকুছ দিখাতা হুঁ।"

ওরা পোলুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে ধারে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ঘাটগুলি অতিক্রম করে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে একসময় বনপথ পেরিয়ে আবার অন্যপথে ঘুরে ফের গঙ্গার ধারে এল। একটি ভাঙা মসজিদের পেছনে বহুদিনের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির দিকে দেখিয়ে পোলু বলল, "উয়ো হ্যায় ভোরাজি কা মকান। বহুত বড়া আদমি। শেঠ হ্যায় শেঠ। লেকিন তুম সবকো রবিকুমার ভোরাজিকা নাম ক্যায়সে মালুম হুয়া?"

বাবলু বলল, "এক আদমি নে বতায়া।"

এইবার ওরা নারায়ণধাম আশ্রম ফেলে টিলার ওপরে উঠতে লাগল। আশ্রমটি সাধুসন্ন্যাসীতে ভরা।

টিলার ওপরে উঠেই ছোট্ট একটি মন্দির দেখতে পেল ওবা। সেটি শিবের মন্দির। তার পাশেই সংকটমোচন আশ্রম। এতক্ষণ সবাই একবাক্যে যে জায়গাটার নাম ধুরু টিলা বলছিল সেটি আসলে ধ্রুব টিলা। বাজা 'উত্তানপাদ কা কিলা' বলা হয় এই টিলাকেই। এখানেই ভক্ত ধ্রুবর জন্ম হয়েছিল। ধ্রুব পাঁচ বছর একভাবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে মথুরার কাছে মধুবনে তপস্যা করেছিলেন বলে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে অনন্তকাল ধ্রুবতারা হয়ে আকাশেব একই স্থানে অবস্থানের বর দেন। ধ্রুব মন্দিরকে বলা হয় দত্ত মন্দির ধ্রুব কিলা। ওরা মন্দির দেখে ধন্য হল।

এর পাশেই সংকটমোচন আশ্রমের এক সাধুবাবা ওদের দেখে তাঁর আশ্রমে যেতে বললেন। সাধুবাবার নাম রামঅবতার শুক্লা। পঞ্চুকে তো জড়িয়ে ধরে দারুণ আদর কবলেন উনি। তারপর বললেন, "তোমরা তো দেখছি বাঙালি। তা আমিও বাংলা জানি। শুধু যা বাংলা লিখতে পড়তে পারি না। এখন তোমাদের আমি একটা মজার জিনিস দেখাই এসো।" বলে এক বালতি জল নিযে এসে তার ভেতরে একটি পাথর ফেলে দিয়ে বললেন, "কী দেখছ?"

বিচ্ছু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! পাথব, অথচ জলে ভাসে।"

শুক্লাজি বললেন, "তা হলেই বুঝতে পাবছ রামায়ণের কাহিনী মিথ্যে নয়? এইরকম শিলার সাহায্যেই বামচন্দ্র সেতুবন্ধন করেছিলেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই হতচকিত হয়ে গেল।

শুক্লাজি বললেন, "এইবাব মজা দেখো।" বলে একটা কাঠ এনে বাবলুর হাতে দিযে বললেন, "এই কাঠটা এবার জলে ফেলো।"

বাবলু কাঠ জলে ফেলতেই দেখা গেল ডুবে গেল কাঠটা।

শুক্লাজি বললেন, "আরও মজা দেখো।" বলে একখণ্ড গোল শিলা এনে ওদের হাতে দিতেই ওরা দেখল শিলাটি কাচের পেপার ওয়েটের মতো। আব তাব ভেতর থেকে অজস্র সোনার রেণু চকচক করছে। শুধু তাই নয, ভাল করে দেখলে মনে হবে যেন এব ভেতর থেকে নদী আব ঝরনা নেমে আসছে কত। দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা।

বাবলু পাঁচ টাকা প্রণামি সাধুর হাতে দিতেই খুব খুশি হলেন সাধুবাবা। ওদের সকলকে প্রসাদও দিলেন।

বাবলু পোলুর হাতেও দশটা টাকা দিয়ে বিদায় করল ওকে। কেন না এই টিলা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়েই পরিকল্পনার ছক কষতে হবে ওদের। এই স্থির করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে বাইরের উঁচু জায়গাটায় এল ওরা। একেবারেই গঙ্গার ধাবে এই ঐতিহাসিক টিলা। সম্ভবত কোনও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর। সম্পূর্ণ উপরিভাগ সুরক্ষিত রাখার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

যাই হোক, ওরা সেই উচ্চস্থানেই একটু নির্জনে পঞ্চুকে নিয়ে গোল হয়ে বসল সকলে। তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পুরনো দিনের সেই বনেদি বাড়িটার দিকে।

বিলু বলল, "মিস্টার ভোরা যেরকম রহিস আদমি তাঁব এইরকম বাড়ি কি আশা করা যায়?"

বাবলু বলল, "না করবার কী আছে? এটি তো ওঁর পৈতৃক বাড়ি। তবে কিনা কানপুর শহরে বা অন্যত্র ওঁর যে বাড়ি তা নিশ্চয়ই বিলাসবহুল।"

ভোম্বল বলল, "এই বাড়িতে লোকজন তেমন কেউ থাকে না নাকি বল তো?"

"মনে হয়। এতক্ষণ তাকিযে আছি অথচ কোনও লোকজনেব আনাগোনা কিন্তু দেখছি না। অর্থাৎ

পরিবারের সবাইকে ভোগে বিলাসে অন্য জায়গায় রেখে পৈতৃক এই বাড়িটিকে উনি দুষ্টচক্রের আখড়া করে তুলেছেন। আমার মনে হয়, ভ্যানিশ এই বাড়িতেই ঘাপটি মেরে আছে।"

বিলু বলল, "আমারও তাই বলেই মনে হচ্ছে। এবং সেইজন্যই চারদিক এত থমথমে। মনে হচ্ছে ওটা যেন ভূতের বাড়ি একটা।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত আলোচনা করছে ঠিক তখনই পঞ্চু হঠাৎ বিকট চিৎকার করে চারদিক কাঁপিয়ে ছুটে গেল পেছনদিকে। দেখল দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণের দায়ে ছুটছে গঙ্গার দিকে।

ব্যাপারটা যে কী হল, ওরা যে কাবা, কী মতলবে এসেছিল, তার কিছুই বুঝল না কেউ।

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চযই ওরা আমাদের দিকে নজরদারি করছিল অথবা আক্রমণ করতে আসছিল আমাদের। তাই বুঝতে পেরেই ওদের তাড়া করেছে পঞ্চু।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তখন টিলার ঢাল বেয়ে ছুটে এল গঙ্গার দিকে। এসে দেখল পঞ্চুর তাড়া খাওয়া লোকদুটি তখন ভাঙনের ওপর থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। আর সেইদিকে তাকিয়ে সমানে চিৎকার করছে পঞ্চু, 'ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।'

ওরা পঞ্চুকে নিরস্ত করে আবার যথাস্থানে ফিরে আসতেই ওদের সকল কৌতূহলের অবসান হল। ওরা দেখল, ভোরার প্রাসাদে ছাদের ওপর আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুখ্যাত শয়তান। যার খোঁজে ওদের এতদূরে আসা। ওদের দেখেই চকিতে মিলিয়ে গেল সে।

বাবলু বলল, "হাওড়া থেকে এতদূরে ছুটে আসা এতক্ষণে সার্থক হল আমাদের। এই খাঁচা থেকে আর ওই পাখিকে উড়তে দিচ্ছি না আমরা। প্রয়োজনে পঞ্চুকে পাহারায় রেখে আমরা পুলিশে খবর দেব।"

ভোম্বল বলল, "ইতিমধ্যে আমি একটা কাজের কাজ করে ফেলেছি।"

বাবলু বলল, "কীরকম?"

"সঙ্গে ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও পলায়মান ওই লোকদুটোর ছবি তুলতে আমি ভুলে গেছি যদিও, তবুও ভোরার প্রাসাদে ওই শয়তানের ছবি ধরা পড়েছে আমাব ক্যামেরায়।"

বাবলু তো লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল ভোম্বলকে, "বলিস কী বে! কখন তুললি ছবি? আমরা কেউ টেরও পেলাম না।"

ভোম্বল হাসল, "হাঃ হাঃ।" তারপর বলল, "আমি এমনভাবে তৈরি যে, ওর সঙ্গে আমাদের কোনওরকম সংঘর্ষ বাধলে পটাপট ছবি তুলব আমি। আমরা যে ওকে দেখেছি, চিনেছি, ওই ছবিগুলোই হবে তার প্রমাণ। এর পরেও ওকে গ্রেফতার করতে না পারার দায় সরকারেরই ওপর বর্তাবে।"

বিলু বলল, "তা যদি হয় তা হলে কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না আমরা। খবরের কাগজের সাংবাদিকদের জানিয়ে এইসব ছবি তুলে দেব তাঁদের হাতে।"

বাচ্চু বলল, "এখন এই মুহূর্তে তা হলে আমাদের করণীয় কী? আমরা কি ওই বাড়ির দিকে নজর রেখে এইখানেই বসে থাকব, না ঢোকবার চেষ্টা করব বাড়িতে?"

বাবলু বলল, "যেভাবেই হোক ঢুকতে হবে বাড়ির ভেতর।"

বিলু বলল, "এ কাজের দায়িত্বটা আমাকেই দেওয়া হোক। নাইলনের ফিতের সাহায্যে আমি বরং দোতলায় উঠি। তুই আমার দিকে নজর রাখ। কেউ আমাকে বাধা দিতে এলেই তোর পিস্তলকে কাজে লাগাবি। ভোম্বলের কাজ হবে ওইসব দুর্লভ দৃশ্যের ছবি ক্যামেরায় বন্দি করা। বাচ্চু-বিচ্ছু আড়ালে থেকে নজর রাখবে আমাদের দিকে। বেগতিক দেখলেই লোকজন জড়ো করে থানায় খবর দেবে। আর পঞ্চুকে কী করতে হবে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।"

বিলুর কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল জনাপাঁচেক দুর্ধর্ষ চেহারার লোক মোটা লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে ওই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে 'মার মার' রবে ছুটে এল ওদের দিকে। যেই না আসা অমনই একা পঞ্চু একশো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ওরা শত চেষ্টা করেও পঞ্চুর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারল না নিজেদের। হাতের লাঠি হাতেই রইল। পঞ্চু এক-একজনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আঁচড়ে-কামড়ে ফালা ফালা করে দেয়। এর ওপরে বাবলু আর বিলু ওদের দু'জনের হাত থেকে দুটো রড কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে শুরু করল বেদম প্রহার।

ভোম্বল ছবি তুলতে তুলতে হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল, "বাবলু, হুঁশিয়ার। শিগগির বাড়ির দিকে সরে যা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তো সবার আগে দৌড়োল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু তাকিয়ে দেখল, বাড়ির ছাদের আলসের ধারে আবার শয়তান। ওর হাতে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। সেও চিৎকার করে সকলকে সতর্ক করেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল একটা 'ঢিসুম'। কিন্তু সে গুলি তার গায়েও লাগল না। বরং ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে লাগল ওদের দিকে।

ফল হল উলটো। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকায় কোনও ক্ষতিই হল না ওদের। মাঝখান থেকে নিজেদেরই লোকরা গুরুতরভাবে জখম হল।

পঞ্চু তখন দারুণ ক্রোধে দরজা খোলা পেয়ে ছাদের দিকে দৌড়োল। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটল ওর পিছু পিছু। ক্যামেরা নিয়ে ভোম্বলও এল একসময়। কিন্তু এলে কী হবে। ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। ওরা চোখ বুজে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধোঁয়াশা যখন কাটল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও পঞ্চুর হাঁকডাকে ছুটে ছাদে গিয়ে দেখল শয়তানটা পালাচ্ছে একটা মোপেড নিয়ে। বাবলু চিৎকার করে বলল, "পালিয়ে তুমি বাঁচবে না ভ্যানিশ। তোমার মরণ আমার হাতেই।" বলেই আলসের গায়ে ঝুঁকে পড়ে একটা গুলি করল ভ্যানিশকে। এবারে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। গুলিটা লাগল ওর কাঁধে। ভ্যানিশ চোখের পলকে বনের আড়ালে হারিয়ে গেল। এই দুর্লভ মুহূর্তটিকেও ভোম্বল ক্যামেরাবন্দি করতে ভুলল না।

ততক্ষণে প্রচুর লোকজন ছুটে এসেছে চারদিক থেকে। সেইসঙ্গে এসেছে পুলিশও। পুলিশ এসে বাড়ির বাইরে গুরুতর আহত দুষ্কৃতীদের পাঁচজনকেই গ্রেফতার করে ভ্যানে ওঠাল। তারপর স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর।

বাবলু বলল, "তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তক্কে তক্কে ছিল পুলিশের লোকেরা। শুধু সুযোগ পাচ্ছিল না ভেতরে ঢোকার। কিন্তু আমাদের খবর পুলিশকে দিল কে?"

হঠাৎ পঞ্চু রাগে গরগর করে উঠতেই ওরা দেখল পুলিশের দলে পঞ্চুর তাড়াখাওয়া সেই দু'জন লোক। ওদের দিকে তাকিয়ে ওরা হাসল। একজন একটু ভ্যাংচাল পঞ্চুকে।

বাবলু হাতজোড় করে বলল, "উই আর ভেরি সরি। ক্ষমা করবেন আমাদের। এই কুকুর আপনাদের আততায়ী মনে করেছিল।"

ওদের একজন হেসে বলল, "পেটি ডগ। বাট ভেরি ক্লেভার।"

একজন অফিসার ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "কাম ফ্রম? হোয়্যার? ক্যালকাটা?"

বাবলু ঘাড় নেড়ে বলল, "ইয়েস।"

পুলিশের কাজ পুলিশ করতে লাগল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা করতে লাগল ওদের কাজ। ভ্যানিশ কোন পথে কীভাবে পালাল সেইটাই হল ওদের তদন্তের বিষয়। ওরা তখন নির্ভয়ে বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল একটা খড়ের গাদা ওলটপালট করা আছে।

বাবলু বলল, "উঃ! কী দারুণ পরিকল্পনা। আকস্মিক বিপদে যাতে পালাতে পারে সেইজন্যই এই খড়ের গাদার সৃষ্টি করা। মোপেডটাও লুকিয়ে রাখা ছিল ওরই পাশে। ভ্যানিশ পঞ্চুর তাড়া খেয়েই বিপদ বুঝে ছাদের ওপর থেকে খড়ের গাদায় লাফিয়ে পড়ে মোপেড নিয়ে পালিয়ে যায়। ও এখন একেবারেই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

বিলু বলল, "মিসেস শর্মাকে আমরা কথা দিয়ে এসেছিলাম যেভাবেই হোক ভ্যানিশকে ধরে নিয়ে যাব ওঁর কাছে। কিন্তু ধরেও ধরতে পারলাম না লোকটাকে। ঠিক পালিয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন? আবার ধরব ওকে। কাঁধে গুলি নিয়ে এখন ভুগুক তো কিছুদিন।"

বিলু বলল, "এখানকার কাজ তো মোটামুটি শেষ হল। শুধু ভ্যানিশটাকেই ধরা গেল না। এইটাই যা ব্যর্থতা আমাদের।"

বাবলু বলল, "ব্যর্থতা কেন হবে? এই গোপন ডেরায় হানা দিয়ে ওর এই নিরাপদ আশ্রয়টা তো আমরা ঘুচিয়ে দিলাম। তার ওপর কাঁধটাও জখম হয়েছে বেশ। এইবার ধরা ওকে পড়তেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু মি. ভোরা? ওঁর কী হবে?"

"উনিই একটু বেগ দেবেন আমাদের। কেন না এখন উনি এমনই সতর্ক হয়ে যাবেন যাতে ওঁকে খুঁজে বের করতে সরকারি গোয়েন্দাদেরও ঘাম ছুটে যাবে। তবে দারুণ বুদ্ধিমান উনি। তাই ভ্যানিশকে এখানে রাখার পর মনে হয় এর ধারেকাছেও উনি আসেননি। থাকলে আজই হত ওঁর চরম বিপর্যয়ের দিন।"

বিলু বলল, "এবার তা হলে আমরা মন্ধনায় রওনা হই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"হ্যাঁ। যাওয়ার আগে একবার রবিকুমারের ডেরায় হানা দিই চল। কেন না ওই ডায়েরিটা এখনও নিশ্চয়ই ওঁর কাছেই আছে?"

"থাকলেও আদায় করব কী করে?"

"কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে আদায় করতে হবে।"

"চল তবে।"

ওরা আর বিলম্ব না করে সোজা এসে হাজির হল রবিকুমারের বাড়ি। কিন্তু লোকের বাড়িতে এসে পৌঁছোলেই তো রহস্য উদ্ধার হয়ে যায় না। রবিকুমারের সঙ্গে দেখা করে তাকে মোচড় দিয়ে ভয় পাইয়ে অথবা গায়ের জোরে আদায় করতে হবে ডায়েরিটা। কিন্তু সে কাজ প্রায় অসম্ভব। তবুও বাবলু সকলকে একটু দূরে থেকে বাড়িটার প্রতি নজর রাখতে বলে একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে একটু কী যেন চিন্তাভাবনা করেই ডোর-বেলে চাপ দিল বাবলু।

দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখেই মনে হল অপরাধ জগতের বেশ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ইনি। ইনিই যে রবিকুমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বললেন, "ক্যা চাহিয়ে?"

"আপনিই রবিকুমারজি?"

"ম্যায় হুঁ।"

"আপনাকেই চাই আমি।"

রবিকুমার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "মতলব?"

"বিশেষ কিছুই নয়, আজ সকালে অলকনাথজির ঘর থেকে যে ডায়েরিটা আপনি চুরি করে নিয়ে এসেছেন সেই ডায়েরিটা আমার চাই।"

রবিকুমার রাগে কাঁপতে লাগলেন বাবলুর স্পর্ধা দেখে। কঠিন গলায় বললেন, "হু আর য়ু?"

বাবলু বলল, "ম্যায় ওহি হুঁ।"

"সমঝ গিয়া। উয়ো পুলিশবালা লেড়কা।" বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "অন্দর আ যাও।"

বাবলু ওর পকেটে লোডেড পিস্তলটা ঠিকমতো আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে নির্ভয়ে ভেতরে ঢুকল।

রবিকুমার ওকে একটি হলঘরের মতো বড় ঘরে বসিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে নিজেও বসে বললেন, "শোনো মাই বয়, আমাদের সঙ্গে দুশমনি তোমরা করতে এসো না। আমরা বহুত খতরনক আদমি আছি। অল ইন্ডিয়া জুড়ে কাজ কাম চলছে আমাদের। কানপুর শহরে আমাদের অস্ত্র তৈরির কারখানায় যা জিনিস তৈরি হয় তাই উগ্রপন্থীদের হাতে তুলে দিয়ে প্রচুর মুনাফা লুটি আমরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। নিষিদ্ধ ড্রাগ, মূল্যবান হিরে, সবকিছুই আমাদের ব্যবসার তালিকায় পড়ে। কাজেই বুঝতে পারছ আমাদের এই চক্রকে ঘিরে অনেক বদ লোকের অশুভ আঁতাতও জড়িয়ে আছে? ভ্যানিশ আমাদের কলকাতার এজেন্ট। শুধুমাত্র তোমাদেরই কারণে সে ওই কলকাতা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তোমরা ওই ব্রিফকেস থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে না দিলে অলকনাথকে ওইভাবে প্রাণ হারাতে হত না। যাই হোক, আমাদের এই চক্রের চাঁইগুলোর নাম যাতে পুলিশের হাতে না পড়ে তাই অলকনাথের ওই ডায়েরিটা আমাদের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। ওটা পুলিশের হাতে পড়লে আর আমাদের রক্ষে ছিল না। একসঙ্গে অনেকেই ফেঁসে যেতাম আমরা। তাই বাধ্য হলাম ওটাকে চুরি করে আনতে। ওটার এখন কোনও অস্তিত্বই আর নেই। কেন না সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে পুড়িয়ে ছাই করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি ছাইগুলো তোমাদের কাজে লাগে তা হলে অবশ্যই নিয়ে যেতে পারো। লেকিন এক বাত ইয়াদ রাখো, তোমাদেব ডেথ ওয়ারেন্ট কিন্তু বেরিয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "আমাদের ডেথ ওয়ারেন্ট এই প্রথম নয় একাধিকবার বেরিয়েছে। তবে আপনিও জেনে রাখুন, আপনাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর জন্যই আমাদের এখানে আসা। ভ্যানিশকে আমরা এমন শিক্ষা দিয়েছি যে, সে এখন কাঁধে গুলি নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। আর ভোরার প্রাসাদও এখন দখল করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা। এবার একে একে সবাই আপনারা বধ্যভূমিতে পৌঁছে যাবেন।"

রবিকুমারের চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বললেন, "তার আগে তোমাকেই আমরা বধ্যভূমিতে পাঠাব। কেন না তোমারই কারণে আমরা এখন বিধ্বস্ত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভ্যানিশ তোমাকে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।"

বাবলু হেসে বলল, "ভ্যানিশ! কোথায় আপনার ভ্যানিশ?"

"আয়্যাম হিয়ার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু চমকের ঘোর কাটিয়ে ফিরে তাকিয়েই দেখল ওর ঠিক পেছনেই কখন যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে রক্তাক্ত ভ্যানিশ। ওদিকেও যে একটা দরজা ছিল, বাবলু তা খেয়ালই করেনি। ঝুঁকিটা একটু বেশিরকমই নেওয়া হয়ে গেছে ওর। কিন্তু এখন আর বাঁচার কোনও রাস্তাই এখানে খোলা নেই। আহত ভ্যানিশ এখন বাঘের মতোই ভয়ংকর। দারুণ একটা হুংকার দিয়ে সে বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর একটা কালো কাপড়ে ওর মুখ বেঁধে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে ওকে অন্ধকার একটা পাতালঘরের দিকে নিয়ে চলল সে।

এদিকে অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পবও যখন বাবলু ফিরে এল না, তখন চিন্তার আর অবধি রইল না সকলের।

বাচ্চু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে বাবলুদার।"

বিচ্ছু বলল, "সামান্য একটা ডায়েরির জন্য এইভাবে নিজের বিপদ ডেকে আনে কেউ? কী যে করি এখন, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বিলু বলল, "এক কাজ কব, আমি আর ভোম্বল এখানে থেকে বাড়িটার দিকে নজর দিই, তোরা দু'জনে বরং পঞ্চুকে নিয়ে ধ্রুব টিলায় চলে যা। গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের লোকজনদের আমাদের কথা বল। এই মুহূর্তে আমরা আর কোনওরকম ঝুঁকি নিয়ে ঢুকতে যাব না ওই বাড়িতে।"

বাচ্চু বলল, "সেই ভাল। তোমরা একটু সাবধানে থাকো। আমরা এখনই আসছি।"

বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই তখন পঞ্চুকে নিয়ে ছুটল সেই ধ্রুব টিলার দিকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। ওরা দেখল একটা মালবাহী লরি কালান্তক যমের মতো ছুটে আসছে ওদের দিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু সভয়ে চিৎকার করে সরে গেল একপাশে।

পঞ্চুও আর একদিকে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল 'ভৌ ভৌ' করে।

একদিকে রইল বাচ্চু-বিচ্ছু, আর-একদিকে পঞ্চু। লরিটা তারই মাঝখান দিয়ে ধুলোর কুণ্ডলী উড়িয়ে সজোরে বেরিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা মারুতি ভ্যান এসে উঠিয়ে নিল বাচ্চু-বিচ্ছুকে। পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ভ্যানটা ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে গেল।

বাচ্চু-বিচ্ছু ভাবতেও পারেনি এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে বলে। ওরা তাই প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল আর সমানে চিৎকার করতে লাগল গাড়ির ভেতর থেকে। এই দুষ্টচক্র যে কতটা সক্রিয় তা ওরা বুঝতে পারল এই বিপর্যয়েই। কেন না এই অপারেশন তো পূর্বকল্পিত ছিল না। ওরা মন্ধনায় ফিরে গেলে বিপদে পড়ত না কেউই। তবে এরা যেবকম দুর্ধর্ষ তাতে মনে হয় পথেই ওদের শেষ করে দিত হয়তো। তা সে যাই হোক, মারুতি ভ্যানে ড্রাইভাব ছাড়াও দু'জন লোক ছিল। বাচ্চু-বিচ্ছু ঝটাপটিতে নাস্তানাবুদ করে তুলল ওদের।

আর পঞ্চু? নিষ্ফল আক্রোশে সে তখন তিরবেগে ছুটে চলল সেই ভ্যানের পিছু পিছু।

ভ্যান বড় রাস্তায় আসতেই বিলু, ভোম্বলেব চোখে পড়ল ওই দৃশ্য। বাচ্চু-বিচ্ছুর চিৎকার শুনে আর পঞ্চুকে ওইভাবে ছুটতে দেখেই ওরা বুঝল কেলেঙ্কারির চরম একটা কিছু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তাই ওরাও ছুটতে ছুটতে ওদের পিছু নিল। কিন্তু ছুটে কি ওদের নাগাল পাওয়া যায়?

জনবহুল রাজপথে এমন কাণ্ডকারখানা কারও নজর এড়াল না। বিশেষ করে এই তীর্থভূমিতে এমন বিপর্যয় এই প্রথম। তাই অনেকেই হইহই করে ছুটে এল ওদের কাছে, "ক্যা হুয়া ভাই? ও লোগ কৌন থে?"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আমাদের দুটো মেয়েকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে ওরা।"

ব্যস। আর কাউকেই কিছু বলতে হল না। প্রায় তিন-চারটে প্রাইভেট গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করল সেই মারুতি ভ্যানকে।

বিলু, ভোম্বলও একটা অটোয পঞ্চুকে উঠিয়ে নিয়ে ওদের পিছু নিল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বিপদ বুঝে অপহরণকারীরা চালাকি করল একটা। হঠাৎ গাড়ির স্পিড একটু কমিয়ে বাচ্চুকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে দিয়ে বিচ্ছুকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। বাচ্চুকে ওরা রাস্তার মাঝখানে এমনভাবে ফেলে দিয়েছিল যে, অন্য গাড়িগুলো সময়মতো ব্রেক না কষলে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে যেত বাচ্চু। এতেই তার গা হাত পা ছড়ে কপালেব কাছটা কেটে গিয়ে সে কী রক্তারক্তি ব্যাপার! বিলু, ভোম্বল বাচ্চুকে যখন ধরাধরি করে অটোয় তুলল ওর তখন কথা বলবার শক্তি নেই।

এমন অপ্রত্যাশিত ও ভয়াবহ কাণ্ড দেখে নির্বাক হয়ে গেছে পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বলেরও মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। একদিকে বাবলু, অন্যদিকে বিচ্ছু, দুয়েরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরিণতি ওদের ভাবিয়ে তুলল। বিশেষ করে বিচ্ছুর জন্যই ওরা উৎকণ্ঠিত হল সবচেয়ে বেশি। বিচ্ছুর অপহরণে বাচ্চুর অবস্থা যে কী হবে তা ভেবেই ওরা আতঙ্কিত হল। তবুও বাচ্চুকে নিয়ে ছোটখাটো একটি নার্সিং হোমে গিয়ে ওকে ফার্স্ট এইড দিয়ে একটু সুস্থ করাল। তারপর ওই অটোতেই মন্ধনায়।

॥ ৬ ॥

মন্ধনায় অলকনাথ শর্মার বাড়িতে এসেই যাকে ওরা দেখতে পেল তাকে দেখে মনোবল অনেক বেড়ে গেল ওদের। দেখল অধীর আগ্রহে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে তানিয়া।

বিলু, ভোম্বল ওকে দেখেই সবিস্ময়ে বলল, "এ কী তুমি!"

"হ্যাঁ আমি। কিন্তু বাবলু কই? বিচ্ছু কই? বাচ্চুর এমন অবস্থা কেন?"

ওরা তখন এক এক করে সব কথা খুলে বলল।

তানিয়া বলল, "এই ব্যাপারে তোমরা পুলিশকে জানিয়েছ কিছু?"

বিলু বলল, "সময় পেলাম কখন? ভ্যানিশের ব্যাপারটা পুলিশ জেনেছে। লোকটাকে ধরেও ধরতে পারলাম না আমরা। পঞ্চুর আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে ছাদ থেকে লাফিয়ে পালিয়েছে ও। তবে কিনা বাবলুর পিস্তলের গুলির আঘাত কাঁধে নিয়েই যেতে হয়েছে ওকে। এতেই আমাদের শান্তি। কিন্তু রবিকুমারের ওই বাড়িতে ঢোকার পর বাবলুর যে কী হল সেটাই আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

তানিয়া বলল, "কী আবার হবে? অতি সাহসের ফল হাতেনাতেই পেয়েছে। অর্থাৎ শত্রুপুরীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দি হয়েছে ও। এই অবস্থায় ওরা ওকে মেরেও ফেলতে পারে, আবার অন্যত্রও সরিয়ে দিতে পারে। তবে যেহেতু রবিকুমারের বসতবাড়ি ওটা, তাই মনে হয় ওখানে ওর কিছু করবে না। ওকে ওরা অন্য জায়গাতেই পাচার করে দেবে।"

ভোম্বল বলল, "অথচ মজার ব্যাপার এই, আমরা যতক্ষণ ওখানে ছিলাম ততক্ষণ ওই বাড়ি থেকে দ্বিতীয় কোনও লোককে ঢুকতে বা বেরোতে দেখিনি।"

"তাতে কী? ওটা হয়তো ওদের এমার্জেন্সি গেট। ওরা যাতায়াতের জন্য অন্য দরজা ব্যবহার করে। যাই হোক, এখন সর্বাগ্রে চলো লোকাল থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি।"

এদিকে মিসেস শর্মারও মানসিক বিপর্যয় তখন চরমে। কেন না মোহনকে নিয়ে মালতী তখনও ফিরে আসেনি।

তানিয়া বলল, "আপনার ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আপনারও কিন্তু একটা ডায়েরি লিখিয়ে রাখা উচিত।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তা না হয় লেখালাম, কিন্তু তাতে কি কোনও ফল হবে? কনৌজ একটা আলাদা ডিস্ট্রিক্ট। ওখানকার ব্যাপারে এঁরা মাথা ঘামাবেন কেন?"

"নিশ্চয়ই ঘামাবেন। কনৌজ তো স্টেটের বাইরে নয়। তা ছাড়া আপনি এখানকার বাসিন্দা হয়ে এখানকার প্রশাসনকে আপনার বিপদের কথা জানাচ্ছেন। জানাতেই পারেন।"

মিসেস শর্মা বললেন, "যা তোমরা বলবে তাই করব আমি। তবে আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে ওদের। এমন তো হওয়ার কথা নয়। কনৌজ এখান থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। ছ'টায় গিয়ে আটটা-ন'টার মধ্যে ফিরে আসবার কথা। দু'-তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমিও যাতায়াত করেছি কতবার। কিন্তু এখন দুপুর দুটো। অথচ ওদের কারও দেখা নেই।" বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

তানিয়া বলল, "কাঁদছেন কেন? আপনি কি একা? আমরা এতজন আছি আপনার পাশে। একটুও নার্ভাস হবেন না আপনি। ওদের জাল এবার গুটিয়ে আসছে। খুব বেশিদিন লুকিয়ে থেকে সন্ত্রাস চালাতে পারবে না ওরা।"

বিলু বলল, "আপনার বাড়িতে ফোন আছে?"

"আছে। কিন্তু রহস্যময় কারণে আজ সকাল থেকেই ডেড।"

"মোহন যেখানে থাকে সেখানে ফোনে কোনও যোগাযোগ করা যায় না?"

"না। ওর ওখানে ফোন নেই।"

তানিয়ার কী মনে হতেই ঘরে ঢুকে টেলিফোনটা নাড়াচাড়া করে বলল, "এই তো কানেকশানের তারটা খোলা। নিশ্চয়ই কারও পায়ের ধুলো পড়েছিল এখানে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল বলল, "রবিকুমার শুধু ডায়েরি নেননি। ফোনটিকেও বিকল করে দিয়ে গেছেন। উঃ, কী শয়তান।"

তানিয়া চটপটে মেয়ে। কানেকশন আবার জোড়া দিয়ে রিসিভার তুলে বলল, "এই তো ঠিক আছে। এখন চলুন সবাই মিলে একবার থানা থেকে ঘুরে আসি।"

পঞ্চুকে বাচ্চুর পাহারায় রেখে ওরা থানায় যেতেই ওখানকার পুলিশ অফিসার বললেন, "আপনারা এখানে কেন এসেছেন আমি তা জানি। পুলিশ এখন আর চুপ করে বসে নেই। ওই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। তবে কিনা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এতদিন ওদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশ এখন দারুণ তৎপর। মি. ভোরার বিঠুরের বাড়ি থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা সন্দেহজনক কোনও কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে কিনা ভ্যানিশের মতো কুখ্যাত অপরাধীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়েছেন উনি। এই ব্যাপারে কানপুরের মূলগঞ্জে ওঁর বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উনি। বলেছেন, ভ্যানিশ নামে কাউকে আদৌ উনি চেনেন না। ওঁর বাড়িব পাহারাদারকে ভয় দেখিয়েই সম্ভবত ওই দুষ্কৃতী ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কেন না মাত্র দিন দুই আগেই উনি ওখানে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন কেউই ছিল না। ওঁর সঙ্গে একজন সরকারি আইনজীবীও ছিলেন। প্রয়োজনে তিনিও সাক্ষ্য দিতে পারেন। যাই হোক, তাঁর এই বক্তব্য অবশ্য গোয়েন্দাদের মনঃপূত হয়নি। গোপনে তাঁরা তদন্তের জাল আরও বিস্তার করছেন।"

বিলু বলল, "করলেই ভাল। কেন না এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ তো বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না।"

তানিয়া বলল, "বেশিদিন কেন, একদিনও চলতে দেওয়া যায না। তা আমরা যেজন্য এখানে এসেছি তা বলি।"

"তোমাদের একটি মেয়েকে নিয়ে যে মারুতিটা উধাও হয়েছে তার নম্বর আমরা পেয়ে গেছি। বিঠুরের একজন চা-ওয়ালা ওই গাড়ির নম্বর পুলিশকে দিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে মারুতিটা কনৌজের দিকেই গেছে।"

বিলু, ভোম্বল তখন বাবলুর ব্যাপারেও বলল।

পুলিশ অফিসার একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "মিঠাইবালা ববিকুমার! এ নেহি হো সকতা। তোমাদের ওই ছেলেটি নিশ্চয়ই ভুল করে অন্য কারও বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।"

বিলু বলল, "না। ভুল আমরা করছি না। রবিকুমারের বাড়িতেই ঢুকেছিল ও।"

"ঠিক হ্যায়। তুম সব নিশ্চিন্ত্ রহো। ওই বাড়ির দিকেও নজর রাখা হবে। ক্যালকাটা পুলিশ তোমাদের ব্যাপারে সবকিছু জানিয়েছে আমাদের। আমরাও তাই সবসময় তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। ইফ এনি প্রবলেম হিয়ার, উই মাস্ট ডু ফর ইউ।"

মিসেস শর্মাও এবার ওঁর মেয়ের ব্যাপারে জানালেন।

পুলিশ অফিসার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত তো পুড়বেই ম্যাডাম। অলকনাথবাবুর মতো লোক কেন যে ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন তা আমরা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করবেন আর তার ফল ভোগ করবেন না, এ কি হয়? আপনি কেন থানায় এলেন?"

"আমি মা। আমার ছেলেমেয়ের বিপদ আশঙ্কা করেই আপনাদের কাছে এসেছি।"

"অবশ্যই আসবেন। এবং আমরাও আপনার জন্য, ওই ছেলেমেয়েদের জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু ইতিমধ্যে ওই ক্রিমিন্যালদের গ্যাং ওদের যদি কোনও ক্ষতি করে দিয়ে থাকে তখন আমরা কী করব বলুন? যাক, আপনার স্বামী এখন কোথায়?"

"জানি না। শুনেছি কী একটা কাজে উনি কলকাতায় গেছেন।"

"সে কী! জানেন না, অথচ বলছেন কী একটা কাজে কলকাতায় গেছেন। তা হলে আমার মুখেই শুনুন, উনি কলকাতায় গেছেন অস্ত্র পাচার করতে। সেইসঙ্গে চান্দেল্লা রাজবংশের বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য কিছু হিরে। যা এই ছেলেমেয়েদের তৎপরতায় পুলিশের হস্তগত হয়েছে।"

"ওই সমস্ত ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

"না জানাই স্বাভাবিক। ওঁর ব্যাপারে আরও একটা সাংঘাতিক খবর অবশ্য আছে। সেটা আপনাকে পরে জানানো হবে।"

মিসেস শর্মা চোখের জল মুছে বললেন, "জানি।" বলে সবাইকে নিয়েই বাড়ি ফিরে এলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু তখন অনেকটা সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। পঞ্চুও একভাবে বাড়ির দরজার কাছে বসে ওকে পাহারা দিচ্ছে পথের পানে চেয়ে।

ওরা যেতেই বাচ্চু বলল, "কী হল? এখানকার থানায় ডায়েরি নিল বিচ্ছুর মিসিং হওয়ার ব্যাপারে?"

বিলু বলল, "নিয়েছে। এমনকী যে মারুতিতে করে বিচ্ছুকে নিয়ে গেছে ওরা, সেই মারুতির নম্বরও পেয়ে গেছে পুলিশ। ওঁদের অনুমান, মারুতিটা কানপুরে না গিয়ে কনৌজের দিকেই গেছে।"

তানিয়া বলল, "ওইখানেই চালে একটু ভুল করেছে ওরা। কেন না কানপুরে গেলে ভিড়ে মিশে যেতে পারত কিন্তু কনৌজে ধরা ওরা পড়বেই। তবে কাউকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে কনৌজ আদর্শ জায়গা।"

বিলু বলল, "তার মানে কনৌজের অভিজ্ঞতা তোমার আছে।"

তানিয়া হেসে বলল, "আমাকে যদি একান্তই অনভিজ্ঞ মনে না কর, তা হলে আছে।"

বিলু বলল, "কী যে বল, আমাদের এই দুঃসময়ে তোমার মতো একজন সাহসী মেয়েকে সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা, এই অভিযানে তুমি আমাদের গাইডের কাজ করতে পারবে।"

বাচ্চু বলল, "ওসব কথা এখন থাক। আমি বলি কী শুধুমাত্র পুলিশের ওপর ভরসা না করে এখনই আমরা কনৌজের দিকে রওনা হই চলো। ওখানে গিয়ে চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি যদি ওই গাড়িটার বা ওর কোনও হদিস পাই। শুধু ওকেই নয়, মোহন মালতীর ব্যাপারেও তো আমাদের একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার।"

তানিয়া বলল, "অবশ্যই। তবে কিনা মারুতির নম্বরটা কেউ কি নোট করে নিয়েছ?"

বিলু বলল, "না। নম্বর তো ওঁরা আমাদের দেননি। তবে যাওয়ার আগে অবশ্য ফোন করে জেনে নেওয়া যেতে পারে।"

মিসেস শর্মাই ওদের হয়ে ফোন করলেন থানায়। তারপর নম্বর জেনে বিলুকে দিতেই বিলু সেটা নোট করে নিজের কাছে রেখে দিল।

ভোম্বল বলল, "আমরা তা হলে এখান থেকে কীভাবে যাব কনৌজে?"

বিলু বলল, "বাস পেলে বাস, না হলে একটা গাড়ি ভাড়া করে নেব।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমরা সরকারি বাসেই যেয়ো। প্রাইভেট গাড়ি তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

বাচ্চু বলল, "আর দেরি না করে চলো। সন্ধের আগে পৌঁছোতে না পারলে কোনও কাজই হবে না আমাদের। কেন না জায়গাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

বিলু তখন মিসেস শর্মার কাছ থেকে ওঁর ছেলের স্কুল হস্টেলের ঠিকানা লিখে নিয়ে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। যাওয়ার আগে বলল, "ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আজ আর বিশ্রাম নেওয়া হল না আমাদের। দেখছেন তো কী দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা। ওদিকে বাবলু, এদিকে বিচ্ছু। তবে আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি যেন আমাদের ফোন না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। বাবলু যদি হঠাৎ করে ফিরে আসে তা হলে ওকে বলবেন আমাদের ব্যাপারে চিন্তা না করতে। আপনি জেনে রাখুন, শুধু বিচ্ছুকে নয়, আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যও আমরা আমাদের জান লড়িয়ে দেব। আপনি শুধু সাহসে বুক বেঁধে আর ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করুন। দেখবেন, বিপদের মেঘ কাটবেই কাটবে।"

মিসেস শর্মা বললেন, "ধৈর্য আমি ধরতে পারি বাবা। এই দ্যাখো আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েও আমি কেমন স্থির। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। তবে আমার ছেলেমেয়ের সত্যই যদি ক্ষতিকর কিছু হয় তা হলে ভোরার মরণ কিন্তু আমার হাতে। ঝাঁসি কি রানির দেশের মেয়ে আমি। প্রয়োজনে অস্ত্রও ধরতে পারি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও তানিয়া পঞ্চুকে নিয়েই পথে নামল।

মন্ধনার রাজপথে এসে পৌঁছোনোমাত্রই একটা সরকারি বাস পেয়ে গেল ওরা। বাসটি কানপুর থেকে কনৌজ যাচ্ছে। একেবারে ফাঁকা বাস। কিন্তু বাস পেলে কী হবে, পঞ্চুকে নিয়ে হল দারুণ বিপত্তি। বাসের কন্ডাক্টর যাত্রিবাহী বাসে কিছুতেই নিতে রাজি হলেন না পঞ্চুকে।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর চেকপোস্টে এসে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের একটি জিপের বন্দোবস্ত করল ওরা। জিপটি রাওয়াতপুর থেকে ফতেগড় যাচ্ছিল। চেকপোস্টে থেমেছিল বৈধ কাগজপত্তর দেখাতে। খালি জিপ। তার ওপর নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েগুলোর আবদার ফেলে দিতে পারলেন না ড্রাইভার। তাই বাসের যা ভাড়া, অর্থাৎ মাথাপিছু পঁচিশ টাকা করে, সেই ভাড়াতেই উপরি পাওনা হিসেবে তুলে নিলেন ওদের। তবে পঞ্চুর কোনও ভাড়া লাগল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ-পথে ব্যস্ত জনপদ নেই। চারদিকে শুধু খেতের জমি আর গ্রামের পর গ্রাম। প্রশস্ত রাজপথ ধরে ফুল স্পিডে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে ড্রাইভার বললেন, "তুম সব কনৌজ কিঁউ যা রহে?"

বিলু বলল, "আমরা মন্ধনায় এসেছিলাম এক রিলেটিভের বাড়ি। তাই ভাবলাম কনৌজটা একটু ঘুরে যাই।"

"বেকার যা রহে তুম। কুছ নেহি হুঁয়া পর।"

তানিয়া বলল, "কিছু না থাক, ইতিহাস তো আছে।"

"হাঁ হাঁ, ও তো হ্যায়ই। লেকিন ঘুমনেকো টাইম নেহি মিলেগা। এক দো ঘন্টে কা বাদ সাম হো যায়েগা।"

বিলু বলল, "কিছু যদি দেখা না হয় তা হলে থেকেই যাব আজকের রাতটা। কাল দুপুর অথবা বিকেলে ফিরব। ঘরে ফেরার তাড়া নেই আমাদের।"

ড্রাইভার বললেন, "তো ঠিকই হ্যায়। লেকিন উধার কানপুর কা মাফিক হোটেল লজ নেহি মিলেগা। তুম এক কাম করো, অজয় পাল রোড মে চলা যাও। হুঁয়া-পর মেরা এক দোস্ত হ্যায় বাঁকেবিহারি। উসিকো মেরা নাম বতাও, কিরণকুমার দীক্ষিত। তব সবকুছ বন্দোবস্ত হো যায়েগা।"

ড্রাইভারের কথায় হালে যেন পানি পেল ওরা। এ যে প্রত্যাশার বাইরে! থাকার একটা জায়গা পেলে, ওখানকার কারও সাহায্য পেলে, ওদের সুবিধা হয় কত।

বিলু বিনয়ের সঙ্গে বলল, "সত্যি, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই।"

জিপ দ্রুত এগিয়ে চলল।

বিলু, ভোম্বল ড্রাইভারের কথা শুনে উল্লসিত হলেও বাচ্চু কিন্তু মনমরা হয়েই বসে রইল একপাশে। ও একেবারেই নির্বাক। ওর চোখের কোলে জল।

তানিয়াও চুপচাপ।

বিলুই একসময় তানিয়াকে বলল, "এতক্ষণ আমাদের মন অন্যদিকে থাকায় তোমাব ব্যাপারে কিছুই জানা হয়নি। এবার বলো তুমি এত তাড়াতাড়ি মন্ধনায় এসে পৌঁছোলে কী করে?"

তানিয়া বলল, "কাল তোমাদের অত করে বললাম তোমরা তো গেলে না আমার সঙ্গে। আমার মনটা তাই খুবই খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, জেঠুমণি আমাকে স্টেশনে নিতে এসেছিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে জেঠুমণিকে বললাম তোমাদের কথা। বললাম, আমার কয়েকজন বন্ধু কানপুরে যাচ্ছে। ওখান থেকে ওরা বিঠুর দেখে কনৌজ যেতে চায়। আমি ওদের কথা দিয়েছি আমিও সঙ্গে যাব। নাহলে অচেনা জায়গায় খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়ে যাবে ওরা। দু'-একদিন পরে ওদের সবাইকে নিয়েই এখানে আসব। তারপর চারদিকে দাপিয়ে ওরা চলে গেলে আমি থেকে যাব একমাস। তা আমার প্রস্তাবে জেঠু অরাজি হলেন না। পূর্ণ সম্মতি দিলেন। এমনকী টাকাপয়সাও সঙ্গে দিলেন কিছু। আমি তাই কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে আজ ভোরের ট্রেনেই কানপুরে এসে রোডওয়েজ ধরে সোজা মন্ধনায়। এখানে এসে যখন আমি পৌঁছলাম তোমরা তখন বিঠুরে রওনা হয়ে গেছ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ এসে মনি মউ নামে এক জায়গায় থেমে গেল। না থামা ছাড়া উপায় ছিল না। দুটো হেভি ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। ড্রাইভার ক্লিনার সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে এই দুর্ঘটনায়। জনতা ও পুলিশ তাই ভিড় করে আছে চারদিকে।

ড্রাইভার বললেন, "যাঃ। ফাঁস গয়া রে বাবুয়া। এ আভি ক্লিয়ার নেহি হোগা।" তারপর এদের বললেন, "কনৌজ হিঁয়াসে জায়দা দূর নেহি। স্রেফ পাঁচ কিমি। কুছ মিলে তো আচ্ছা, নেহি তো পয়দাল চলি যাও।"

ওরা তাই করল। চারজনের ভাড়া একশো টাকার একটি নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে পথচলা শুরু করল। বেশিদূর অবশ্য যেতে হল না। হঠাৎ কোথা থেকে একটি অটো ধাঁ করে এগিয়ে এসে ওদের বলল, "কনৌজ?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ।"

"দশ রুপিয়া দিজিয়ে। সবকো লে যাউঙ্গা।"

এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? এককথায় অটোয় চেপে বসল ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা কনৌজে পৌঁছে গেল। কনৌজের বাসস্ট্যান্ডের কাছে ওদের পৌঁছে দিয়ে অটোওয়ালা বলল, "কনৌজ নগরী যানা চাহো তো আগে বাড়ো। তিন কিমি। টাঙ্গা ট্রেকার সবকুছ মিলেগা।"

ওরা অটোওয়ালাকে দশটা টাকা দিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি একটা হোটেলে ঢুকে পেট ভরে মাংসভাত খেয়ে নিল। তারপর পনেরো টাকায় একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কনৌজ নগরীর দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কনৌজ এখন জনবহুল এক ব্যস্ত শহর। ইতিহাসের কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে এর পথেপ্রান্তরে। যদিও প্রাচীন নগরীর এখন অন্য রূপ। তবুও কনৌজ মানেই হর্ষবর্ধন। কনৌজ মানেই কান্যকুব্জ। কনৌজ মানেই মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা। কনৌজ মানেই শশাঙ্ক। সেন বংশ, পাল বংশ, অনেক বংশই রাজত্ব করেছেন এখানে। অজয় পালের নামে রাস্তা, গড়, কত কী-ই না আছে।

কনৌজ এখন আলাদা একটি ডিস্ট্রিক্ট। নগরীতে প্রবেশমাত্রই অতীত যেন কথা কয়। মনে পড়ে বিগত সেই শতাব্দীর কথা। প্রতিহার, মৌখরি, গুপ্ত ও পুষ্যভূতি বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। কনৌজের মৌখরি ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরা যখন প্রবল পরাক্রান্ত, তখন তাদের ক্রমাগত আক্রমণে একসময় বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজারা দারুণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা আরও বেশি ক্ষমতালাভের জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়ে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। মৌখরি ও পুষ্যভূতির এই বিবাহবন্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তর বিপদের কারণ হয়ে উঠল। কেন না পুষ্যভূতি রাজবংশের সঙ্গে মালবদের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। তা সে যাই হোক, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক তখন সেই সুযোগে মালবরাজের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে থানেশ্বর ও কনৌজ দখলের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। এদিকে আবার কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার শশাঙ্কে আতঙ্ক ছিল। তাঁর রাজ্যগ্রাসী কার্যকলাপে ভীত হয়ে তিনিও থানেশ্বর-কনৌজ মৈত্রীজোটে যোগ দেন। যাই হোক, যুদ্ধযাত্রা করে শশাঙ্ক প্রথমেই বারাণসী দখল করে পশ্চিমের দিকে এগোতে লাগলেন। এদিকে শশাঙ্কর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে যোগ দিতে আসার পথেই মালবরাজ দেবগুপ্ত থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনের হাতে নিহত হন। এরপর রাজ্যবর্ধনও কনৌজ রক্ষায় অগ্রসর হতে গেলে শশাঙ্কর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় তাঁব। সেই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও বন্দি হন এবং বন্দি অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে শশাঙ্কর সঙ্গে যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মাও পবাস্ত ও নিহত হন। তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রীও বন্দিনী হন শশাঙ্কের হাতে।

৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কনৌজের আমন্ত্রণে কনৌজের শাসনভারও গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। কনৌজে তাঁর নতুন রাজধানী হল। শশাঙ্ক তখন কনৌজের আশা ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেছেন। এদিকে রাজ্যভার গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন প্রথমেই রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। অবশেষে অনেক খোঁজখবব নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতের কাছে রাজ্যশ্রীর দেখা পান তিনি।

এই সেই কনৌজ। সর্বধর্মের সহাবস্থান। বিশেষ করে হর্ষবর্ধনের আমলে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মও দারুণভাবে জাগরিত হয়েছিল এখানে। তাঁর আমন্ত্রণে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও এখানে এসেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর বৃত্তান্তে জানা যায় হর্ষবর্ধনের নতুন রাজধানী কনৌজ ছিল অত্যন্ত জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী। হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিরাট ধর্মমেলার আয়োজন কবেছিলেন। কনৌজের সেই ধর্মমেলায় অগণিত বৌদ্ধ, জৈন সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যোগ দেন। এ ছাড়াও যোগ দেন হাজার-হাজার নরনারী ও ভিন্ন দেশের রাজারা। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোনার বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পাঁচশো সুসজ্জিত হাতির এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করত। আর হর্ষবর্ধন চামর হাতে বুদ্ধমূর্তির পেছনে বসে থাকতেন। শোভাযাত্রাটি নগরের বাইরে এক নবনির্মিত মন্দিরের সামনে এসে সমাপ্ত হত। এবং ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করা হত। ধর্মমেলা চলাকালীন প্রতিদিন হর্ষবর্ধন মেলার মানুষদের ধনরত্ন বিতরণ করতেন। ধর্মমেলার শেষে হর্ষবর্ধন হিউয়েন সাঙকে নিয়ে প্রয়াগে যান পঞ্চবার্ষিকী দানমেলায়। এই মেলা চলত তিনমাস ধরে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই মেলায় সব মানুষের মধ্যে ধনরত্ন ও পোশাক বিতরণ করা হত। প্রতিটি ভিক্ষুককে একশোটি করে স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রদান করা হত। প্রয়াগের এই মেলায় হর্ষবর্ধনের দানের পরিমাণ দেখে হিউয়েন সাঙ বিস্মিত হয়েছিলেন। এমনও প্রবাদ আছে যে, একসময় সর্বস্ব দানের পর হর্ষবর্ধন ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখণ্ড বস্ত্র চেয়ে নিয়ে দানমেলা থেকে ফিরে এসেছিলেন।

টাঙ্গা এসে বাজারের কাছে থামল। ইতিহাস থেকে বাস্তবে ফিরে এল এরা। ইতিহাস এখানে ভ্যানিশ। শশাঙ্কর বদলে এখন আতঙ্ক। দানবীর হর্ষবর্ধনের রাজ্যে দানবীয় ভোরা। কালের স্রোত বুঝি আবহমানকাল ধরে এইভাবেই বইতে থাকে। ওরা টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে অজয়পাল মার্কেটে এসে ঢুকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৭ ॥

বাঁকেবিহারী কনৌজের একজন ছোটখাটো মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও তানিয়া পঞ্চুকে নিয়ে তাঁর দোকানে গিয়ে কিরণকুমারের নাম করতেই দারুণ খুশি হলেন তিনি। বললেন, "কিরণকুমার মেরা দোস্ত। উনহোনে ভেজা তুম সবকো? এক নেহি, দো তিন মকান হ্যায় হামারা। ঠাহরনে কা বন্দোবস্ত জরুর হো যায়েগা।" বলেই হাঁক দিলেন, "রাজু! এ রাজু!"

বাঁকেবিহারীর ডাকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে হাসি হাসি মুখ করে এসে দাঁড়াল।

বাঁকেবিহারী বললেন, "গড়টিলা মে লে যাও। উপরবালা কামরা দে দো। এ মেরা গেস্ট হ্যায়। থোড়া খেয়াল রাখনা।"

ছেলেটি অর্থাৎ রাজু দোকান থেকে চাবি নিয়ে ওদের সকলকে আসতে বলল ওর সঙ্গে।

খুব একটা বেশি দূরে নয়। দোকান থেকে কিছুটা এগিয়েই সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকল ওরা। এইখানেই বাঁদিকের একটি পথ ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে। আসলে এটি একটি টিলা। চারদিকে ঘন বসতির জন্য কিছু বোঝবার উপায় নেই। এইখানেই প্রতিহার বংশের একমাত্র নিদর্শন রাজা অজয়পালের মন্দির। মন্দিরের সামনেই একটি বাড়ির দোতলায় রাজু ওদের ঘর দিল।

ঘর পেয়ে দারুণ খুশি ওরা। জল কল বাথরুম নীচে। তা হোক। এই অচেনা জায়গায় তদন্তের কাজে এসে এমন একটা আশ্রয় পাওয়া কি কম কথা?

সকলে ঘরে জিনিসপত্র রাখলে বিলু রাজুর হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, "রাজুভাই, তুমি বাংলা বোঝো?"

রাজু হেসে বলল, "থোড়া থোড়া।"

"তা হলে এক কাজ করো, আমরা তো এখানকার পথঘাট চিনি না। তুমি আমাদের একটু চারদিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও।"

রাজু বলল, "জাস্ট এ মিনিট। থোড়া ইন্তেজার করো। হাম আভি আ রহে।"

রাজু চলে যেতেই ওরা চটপট তৈরি হয়ে নিল।

বাচ্চু বলল, "এতখানি পথ এলাম অথচ ওই মারুতির সন্ধান কিন্তু কোথাও পেলাম না তো?"

বিলু বলল, "হয়তো কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রেখেছে গাড়িটাকে। তবে এসে যখন পড়েছি তখন তোলপাড় করব চারদিক।"

ভোম্বল বলল, "আমারও মন বলছে বিচ্ছু এখানেই কোথাও আছে।"

পঞ্চু ওদের কথা শুনেই যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ করছিল না। বাবলুর কিছু হলে ওর মেজাজের ঠিক থাকে না। এখন বাবলুও নেই, বিচ্ছুও নেই। ও তাই একেবারেই নির্বাক।

একটু পরে রাজু আসতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। অজয়পালের মন্দির দেখে টিলার একেবারে উচ্চস্থানে দারুণ কারুকার্য করা একটি গম্বুজাকৃতি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল।

রাজু ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও বাংলা মিশিয়ে বলল, "অজয়পাল নে বনায়া। প্রাচীন কিলা, ভুলভুলাইয়া। আভি কিসিকো যানে নেহি দেতা হুঁয়াপর। কোঈ নেহি যাতা।"

ওরা দেখল পুরো এলাকাটা সরকারের তরফ থেকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা এমনই অবস্থানে, যেখানে যাওয়ারও পথ নেই। যেতে গেলে মাটি-পাথরের ধসে পড়ার সম্ভাবনা।

যাই হোক, ওরা রাজুর সঙ্গে বাজারের পথ ধরে এগিয়েই চলল ক্রমশ।

একসময় বিলু বলল, "রাজুভাই, তোমাদের এখানে কান্যকুব্জ বালমন্দিরটা কোথায়?"

রাজু বলল, "ও তো ছোড়কে চলা আয়া। লেকিন কিঁউ?"

"পরে তোমাকে সব বলব। এখন একবার নিয়ে চলো তো।"

রাজু ওদের বালমন্দিরে নিয়ে এলে সবাই গিয়ে অফিসঘরে অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করল। তারপর মোহনের কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন শিক্ষক বললেন, "ও তো সবেরেই চলা গয়া বহিনকে সাথ। শুভে ন' বাজে।"

বিলু বলল, "শুভে ন' বাজে?"

"হাঁ। শুভে ন' বাজে।"

তানিয়া বলল, "দুপুর দুটোতেও ওরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়নি।"

শিক্ষক বললেন, "তব তো কুছ না কুছ গড়বড় হো গিয়া। যাও, আভি যাকে পুলিশ কো ইনফরম করো।"

ভোম্বল বলল, "সব কিছুই করেছি আমরা। কোনও কিছুই করতে বাকি রাখিনি।"

রাজু সবিস্ময়ে বলল, "বাত ক্যা হুয়া? মুঝে তো বতাও।"

বালমন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেই রাজুকে সব কথা খুলে বলল ওরা।

রাজু বলল, "হাম হ্যায় তুমহারা সাথ। ডরো মাত। এখানে যত গন্ধি নরক আছে আমি সব দেখিয়ে দেব তোমাদের। আর আমাদের এখানে এক রাজাসাহেব আছেন, তাঁর কানে উঠলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে ওদের।"

বাচ্চু এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "তোমরা এখনই একবার ফোনে যোগাযোগ করো মিসেস শর্মার সঙ্গে। উনি কী বলেন শোনো। বাবলুদা ফিরে এসেছে কিনা খবর নাও।"

এতক্ষণে ফোন করবার কথা খেয়াল হল ওদের। একটা বুথে গিয়ে নাম্বার পুশ করে ফোন করতেই ওদিক থেকে শুধু রিং হওয়ার শব্দ শোনা গেল কিন্তু ফোন ধরতে এগিয়ে এলেন না মিসেস শর্মা।

দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ যেন ঘনিয়ে এল ওদের মুখে।

বিলু বলল, "মিসেস শর্মা একা ছিলেন। মনে হয় ওঁরও কোনও বিপদ হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "অসম্ভব কিছু নয়।"

তানিয়া বলল, "এই ব্যাপারে আমার কিন্তু সন্দেহ হয় একজনকেই।"

বিলু বলল, "কাকে?"

"থানার ওই অফিসারকে।"

বিলু বলল, "পুলিশকে হঠাৎ সন্দেহ কেন?"

"ওই অফিসার তখন কীভাবে কথা বললেন লক্ষ করেছ? রবিকুমারের নাম বলতেই উনি বলে উঠলেন, 'নেহি। ইয়ে কভি নেহি হো সকতা।' তা যিনি অলকনাথবাবুর কাজকারবারের খবব রাখেন তিনি কি জানতেন না রবিকুমার কীরকম লোক? তার চেয়েও বড় কথা, আমার মনে হয় মারুতির ব্যাপারেও উনি আমাদের মিসগাইড করেছেন। মারুতি হয়তো এদিকে আসেইনি।"

বাচ্চু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তানিয়ার কথায়।

বিলু আর ভোম্বল মাথা নত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই যুক্তির কাছে না বলার মতো কোনও যুক্তি টেঁকে না। ওদের মাথার ভেতরটা যেন ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

রাজুর ডাকে একসময় ওরা এগোতে লাগল আরও আগেব দিকে। কনৌজের জনবসতি ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে। চারদিকে পর্বতপ্রমাণ মাটির ঢিবি। তাইতে ভেড়া চরছে। কী বিশাল পরিধি এখানকার। যেতে যেতে রাজু যা বলল, তা হল, একসময় এই কনৌজ নগরী সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে চারদিক বেষ্টিত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও প্রতিহাবদের রাজধানী হিসেবেই গৌরবেব শিখরে ওঠে। এখানকার নগরীর ঘরবাড়ির সৌন্দর্য নাকি অতুলনীয় ছিল। গজনির সুলতান মামুদ এই নগরীকে লুণ্ঠন করেন। তবে তিনিও এখানকার অট্টালিকা ও মন্দিরগুলির সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হন। বাণ, বাকপতিরাজ, শ্রীহর্ষ ও জৈন কবি রাজশেখর এখানকার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। একটা সময় কনৌজ একেবারেই ধ্বংস হয়। পুরনো সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরেই আজকের এই নতুন যুগের কনৌজ নগরী।

রাজু ওদের ফুলমতী দেবীর মন্দির দর্শন করিয়ে গৌরীশঙ্কর মন্দিরে নিয়ে এল। এই গৌরীশঙ্কর শিব হর্ষবর্ধনের প্রতিষ্ঠা করা। এই মন্দিরে পূজার জন্য এক হাজার একজন ব্রাহ্মণকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। প্রাচীন সেই মন্দির অবশ্য নেই এখন। এক নতুন ও সুরম্য মন্দির এখানে।

মন্দিরে প্রবেশ করে সকলে জোড়হাতে প্রার্থনা করল গৌরীশঙ্কর বিগ্রহের কাছে, ওদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। কী থেকে কী যে হয়ে গেল তা এখনও ওরা ভেবে পাচ্ছে না। পূজারী ওদের আশীর্বাদ করে অনেক কিছুই বললেন। তাঁর মুখ থেকেই জানা গেল প্রাচীনকালে রাজা কুশনাৎ 'মহোদয়' নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। বায়ুব শাপে তাঁর এক কোটি কন্যাই কুব্জা বা কুঁজো হয়ে যায়। তাই থেকেই 'মহোদয়' কন্যাকুব্জ বা কান্যকুব্জ নামে পরিচিত হয়। টলেমি একে বলেছেন 'কানোগিজা'। ফা-হিয়েন বলেছেন 'কা-নাও-য়ি'। আর হিউয়েন সাঙ বলেছেন 'কনৌজ'।

পূজারি বলে গেলেন, ওরাও শুনে গেল। কিন্তু কোনও কিছুতেই মন দিতে পারছিল না ওরা। ওদের অবস্থা এখন 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই।' মন্দির দেখে ওরা মসজিদ দেখতে চলল। এখানে অনেক মসজিদ। সব হয়তো দেখা হবে না ওদের। কেন না সূর্য অস্ত যাওয়ায় সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ওরা এক দারুণ উচ্চস্থানে বালাপিরের সমাধিতে এসে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে রইল।

রাজু বলল, "আজ এই পর্যন্তই থাক। তোমাদের দিমাক আজকে ঠিক নেই। কাল সবেরে আমি তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরও অনেক কিছু দেখাব। মকদুম আকবরের সমাধি, মকদুম জাহানিয়া মসজিদ, জামি মসজিদ সব। শেখ মেহেদির স্মৃতিস্তম্ভ দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।"

ওদের আর কোনও কিছুই দেখার মতো মন নেই। বালাপিরের সমাধি দেখেই ওরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কী দারুণ স্থাপত্য। তবে কিনা চারদিক নির্জন বলে জায়গাটা খুবই থমথমে।

বালাপিরের সমাধির সর্বোচ্চ সোপান থেকে ওরা যখন ছায়ান্ধকারে ধীরে ধীরে নেমে আসবার উপক্রম করছে ঠিক তখনই বাচ্চুর চোখে পড়ল দৃশ্যটা। বলল, "তোমরা একটু পেছনদিকে তাকিয়ে দেখো।"

বাচ্চুর কথায় ঘুরে তাকাল সকলে।

তানিয়া বলল, "ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে ওখানে।"

ওরা দেখল বালাপিরের পেছনদিকে, সংলগ্ন যে মাটির পাহাড় সেই পাহাড়ের ভাঙা একটি বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক কথা বলতে বলতে ঢাল বেয়ে নীচে নামছিল। হঠাৎই ওদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আবার পিছু হটল ওরা। কিন্তু কেন?

ভোম্বল বলল, "মনে হয় আমাদের দেখে ওরা বিপদের গন্ধ পেয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা শত্রুপক্ষের লোক।"

বিলু বলল, "তার মানেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার কিছু একটা আছেই। ওই ভাঙা বাড়ির মধ্যেই হয়তো—।"

বাচ্চু চিৎকার করে উঠল, "একটুও দেরি নয়। আমার মন বলছে বিচ্ছু ওখানেই আছে। শিগগির চলো।"

সকলের আগে পঞ্চুই ছুটেছে। ওর পিছু পিছু এরা সকলে। কিন্তু খাড়াই পাহাড়ে তো ছুটে ওঠা যায় না। তাই অল্পতেই হাঁফ ধরে গেল ওদের।

পঞ্চু ততক্ষণে পাহাড় কাঁপিয়ে চিৎকার করছে, ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ। আর নাস্তানাবুদ করছে ওদের দু'জনকে।

একসময় ওরা সবাই ওপরে উঠল।

ভোম্বল আর রাজু তো শক্ত করে চেপে ধরল ওই দু'জনকে। বিলু, বাচ্চু আর তানিয়া ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কিন্তু কোথায় বিচ্ছু? মোমবাতির ক্ষীণ শিখার আলোয় ওরা দেখল হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে দু'টি ছেলেমেয়ে। এরাই যে মোহন, মালতী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওরা একটুও দেরি না করে বন্ধনমুক্ত করল ওদের। মালতী জড়িয়ে ধরল বাচ্চুকে। মোহন বিলুকে। জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

চারদিক থেকে অনেক লোকজন তখন ছুটে এসেছে গোলমাল শুনে। তারপর রাজুর মুখে সব শোনার পর মারতে মারতে নীচে নামাল ওদের। দু'জনের দুটো হাত দড়ি বেঁধে রাজপথের ওপর দিয়ে থানার দিকে নিয়ে চলল। পঞ্চুও সঙ্গে চলল সতর্ক প্রহরীর মতো, যাতে ওবা কোনওরকমেই পালাতে না পারে।

দুষ্কৃতী দু'জনকে থানায় জমা দেওয়ার পর বিলু আরও একবাব ফোন করল মিসেস শর্মাকে। কিন্তু না, এবারেও ফোন ধরলেন না উনি। আগের মতোই ফোন শুধু বেজেই চলল একভাবে।

মোহন, মালতীর দায়িত্ব তাই পুলিশই নিল।

ইনস্পেক্টর ওদের বালভবনে পাঠিয়ে দিয়ে জেরার পর জেরা করেও বিচ্ছুর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না দুষ্কৃতীদের মুখ থেকে। তবে কিনা মোহন, মালতীর অপহরণের মূলে যে মি. ভোরা এ-কথা অবশ্য দু'জনেই স্বীকার করল।

সে রাতে সহসা ঘুম এল না কারও। বাবলু আর বিচ্ছুর কথা চিন্তা করতে করতেই ছটফট করতে লাগল সকলে। রাত প্রায় দশটা নাগাদ হঠাৎই দরজায় টক টক শব্দ।

তানিয়া উঠতে যাচ্ছিল, বিলু ওকে বাধা দিয়ে নিজেই গেল দরজার কাছে। সাড়া নিল, "কে?"

"আমি রাজু। তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ভাইয়া?"

বিলু দরজা খুলেই অবাক! দেখল শুধু রাজু নয়, মিসেস শর্মাও দাঁড়িয়ে আছেন ওব পাশে। অবাক হয়ে বলল, "এ কী! আপনি?"

মিসেস শর্মা ঘরে ঢুকে সকলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে আমার সোনার চাঁদেরা, তোমাদের জন্যই আজ আমার ছেলেমেয়েকে আমি ফিরে পেলাম। তোমাদের এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা যে দু'-দু'বার ফোন করলাম আপনাকে...।"

"ফোন ধরবে কে? মায়ের মন, তাই উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বেরিয়েই পড়লাম। মনিমউতে জ্যাম থাকায় আসতে দেরি হয়ে গেল। থানায় এসে শুনলাম তোমাদের কথা। ঠিকানা খুঁজে আসছি, হঠাৎ দেখা এই ছেলেটির সঙ্গে। ও-ই আমাকে বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে এল।"

মিসেস শর্মার মনে আনন্দ আর ধরে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজু তখন বিলুকে বাইরে ডেকে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বিলু। বলল, "তাই নাকি? তা হলে তো আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়। এখনই যেতে হবে।"

মিসেস শর্মা বললেন, "তোমাদের ওই মেয়েটার ব্যাপারে খোঁজখবর পেলে কিছু?"

বিলু বলল, "না। তবে একটু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখনই বেরোতে হবে আমাদের। আপনি বরং আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত একটু থাকুন এখানে।"

মিসেস শর্মা বললেন, "নিশ্চয়ই থাকব।"

ভোম্বল বলল, "এখানে আসার আগে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন?"

"না বাবা। এই তো আসছি। খবর পেয়ে মনটা স্থির হল। আজ রাতে আর যাব না কোথাও। তোমাদের এখানেই থাকব।"

বিলু বলল, "তা হলে খুবই ভাল হয়। আপনি থাকুন। আমরা আসছি।"

ওরা আর কালবিলম্ব না করে পঞ্চুকে নিয়ে রাজুর সঙ্গে নেমে এল রাস্তায়।

যেতে যেতেই রাজু বলল, "তোমাদের এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে আমাকে বলল, মকদুম জাহনিয়ার কাছে একটা ছোটখাটো সার্কাস এসেছে। ভালই খেলা দেখাচ্ছে নাকি। যাবি? আমি তো এককথায় রাজি। কিন্তু সার্কাসের টিকিট কেটে খেলা দেখতে গিয়েই দেখি টেন্টের মধ্যে এক জায়গায় একটি মারুতি গাড়ি একটু অন্ধকার মতো জায়গায় রাখা আছে। দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হল। সেটি আবার পলিথিন শিট দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে, সচরাচর কারও নজরে পড়বে না। আমি খেলার ফাঁকেই একসময় উঠে গিয়ে দেখি, যে নম্বরের গাড়ির তোমরা খোঁজ করছিলে ওটা সেই গাড়িই। আমি বন্ধুকে কিছু না জানিয়ে খেলা শেষ হওয়ার আগেই পালিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় তোমাদের মেয়েটা ওই সার্কাস দলের মধ্যেই আছে।"

সবাই একবাক্যে বলল, "নিশ্চয়ই আছে।"

এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে দারুণ উৎসাহিত সবাই।

তানিয়া বলল, "মন্ধনার থানা থেকে তা হলে রং ইনফরমেশন দেয়নি আমাদের।"

বাচ্চু রাজুকে বলল, "রাজুভাই, সত্যিই যদি আমার বোনকে আমি ফিরে পাই তা হলে জানব এ জয় আমাদের নয়, এ জয় তোমারই।"

রাজু বলল, "আগে চলো তো দেখি। তবে ওরা যদি কোনওরকম গোলমাল করবার চেষ্টা করে তা হলে কিন্তু ওদের টেন্ট আমি জ্বালিয়ে দেব।"

দ্রুত পা চালিয়ে খুব তাড়াতাড়িই ওরা পৌঁছে গেল সার্কাস পার্টির তাঁবুর কাছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, তানিয়া আর রাজু বেপরোয়া হয়ে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর।

সার্কাস পার্টির লোকেরা হইহই করে ছুটে এল ওদের বাধা দিতে।

চিনা ম্যানেজার ওলের মতো মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "এ! ক্যা মাংতা? তুম সব অন্দর ঘুসা কিঁউ?"

বিলু কঠিন গলায় বলল, "ও লেডকি কাঁহা?"

"কৌন সা লেডকি? ইধার বাহার কা কোই লেড়কা লেড়কি হ্যায় নেহি।"

ভোম্বল রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা বললে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব।"

বাচ্চু আর তানিয়া তখন রাজুর সঙ্গে গিয়ে সেই মারুতির ঢাকা খুলে বলল, "এই গাড়িটা তা হলে এখানে কী করে এল? এই গাড়িতে করেই তো চুরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল আমাদের মেয়েকে।"

ম্যানেজারেব মুখ তখন শুকিয়ে গেল ভয়ে। বললেন, "এ গাড়ি মেরা নেহি।"

"তা হলে এখানে এল কী করে?"

"ম্যায় নেহি জানতা।"

হঠাৎ কাকে যেন দেখে ভীষণ চিৎকার করে একদিকে ছুটে গেল পঞ্চু। ওরা দেখল কে যেন একজন টেন্টের ছাউনি ফালা করে দ্রুত পালিয়ে গেল বাইরে। পঞ্চুও সেই ফাঁক গলে নেকড়ের মতো ধাওয়া করল তার পেছনে। সার্কাসের খেলা তখন হইহট্টগোলের মধ্যে ভেঙে গেছে।

হঠাৎই রাজু ভিড়ের মধ্যে কাউকে আবিষ্কার করে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতদুটি জড়িয়ে ধরল। তারপর বিচ্ছুর কথা বলে বলল, "রাজাসাহেব, আপনি একটু সহায় হন আমাদের। না হলে এরা আমাদের পাত্তাই দেবে না।"

দীর্ঘ উন্নত সুপুরুষ রাজাসাহেব, যিনি এখানকার বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব, তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে বললেন, "মি. চ্যাং ওযাং! এক বাত আপকো ইয়াদ রাখনা চাহিয়ে, কনৌজ মে ভোরা নেহি ইয়ে রাজাসাহেব কা অঙ্গুলি চলেগা। লেড়কি কো জলদি ওয়াপস দিজিয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চ্যাং ওয়াং মাথা নত করে বললেন, "যো হুকুম, ইয়োর হাইনেস।" বলে দলের একটি মেয়েকে ইশারা করতেই মেয়েটি ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আতঙ্কিত মুখে ফিরে এসে বলল, "ও নেহি হ্যায়। ভাগ গয়া হিঁয়াসে।"

চ্যাং ওয়াং চিৎকার করে উঠলেন, "ক্যায়সে?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, তানিয়া, এমনকী রাজুও তখন ভেতরে ঢুকে অনেক খুঁজল বিচ্ছুকে। নাম ধরে ডাকল। কিন্তু না, কোথাও পাওয়া গেল না ওকে।

ওরা বিরস বদনে ফিরে এলে রাজাসাহেব বললেন, "ডরো মাত। ও লেড়কি মিল যায়েগা। কনৌজ সে বাহার নিকালনে নেহি সকেগা ও।"

রাজাসাহেব ওঁর নিজের গাড়িতে বিদায় নিলেন।

বিলুরা তখন পঞ্চুর সন্ধানে ছুটল। কিন্তু কোনদিকে যে গেল ও তাই বা কে জানে? পথঘাট এখন জনহীন। সমস্ত দোকানপাটও বন্ধ। হঠাৎ অনেক দূরে একটা গুলির শব্দ শুনে ওরা সেইদিকেই ছুটল।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরই পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' ডাক শুনতে পেল ওরা। ছুটতে ছুটতে ওরা যেখানে এসে পড়েছিল সেটা সেই গড়-টিলারই পেছনের দিক। টিলার ওপরে সেই ভগ্ন ভুলভুলাইয়া থেকে একটানা 'ভৌ ভৌ' ডাক শোনা যাচ্ছে পঞ্চুর।

আবার, আবার একটা গুলির শব্দ। গড়ের ওপরেই।

ওরা বহুকষ্টে খাড়াই বেয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে গড়ের ওপর উঠেই দেখে নিদারুণ ক্রোধে অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে পঞ্চু। আর অজয়পালের সেই প্রাচীন ভুলভুলাইয়ার একটু উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে রিভলভার হাতে থাকা সত্ত্বেও পঞ্চুর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ভ্যানিশ।

চমকের পর চমক। ভ্যানিশ এখানে কী করে এল?

বিলু চিৎকার করে বলল, "কাম। কাম ডাউন।"

ভ্যানিশও হিংস্র হয়ে বলল, "এই কুত্তাটাকে এখান থেকে সরাও, না হলে সকলকে মেরে ফেলব।"

ভ্যানিশ হুমকি দিলেও পঞ্চুর ছুটোছুটির জন্য অন্ধকারে কিছুতেই ওকে টার্গেট করতে পারছিল না।

ভোম্বল হঠাৎই একটা পাথর কুড়িয়ে ওর দিকে ছুড়ে দিতেই চোখের পলকে উবে গেল ভ্যানিশ। পঞ্চুকে লক্ষ্য করে আর-একটি গুলি চালিয়েই কাঁটাতারের বেড়া টপকে ঢালের গায়ে লাফিয়ে পড়ল সে। তারপর নুড়িপাথর আর মাটি ধসিয়ে হড়হড় করে নেমে গেল অনেক নীচে।

পঞ্চুও আবার তেড়ে গেল তার দিকে।

বিলুরাও পিছু নিল। ধসের প্রভাব অগ্রাহ্য করেও তাড়া করল ওকে। হাতের কাছে ইট পাথর যা পেল তাই নিয়ে ছুড়তে লাগল সকলে।

এমন সময় হঠাৎই দেখা গেল ওর যাওয়ার পথ রোধ করে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস শর্মা। সে কী ভয়ংকরী রূপ তাঁর। দু'-চোখের দৃষ্টিতে আগুনের হলকা। দশমহাবিদ্যার দেবী চামুণ্ডা যেন অসুর বধের প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর হাতে একটি উদ্যত ত্রিশূল। অজয়পাল মন্দিরের সংলগ্ন দুর্গাজির থান থেকেই সম্ভবত ত্রিশূলটি সংগ্রহ করে রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

অমন যে ভ্যানিশ সেও আতঙ্কিত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

ততক্ষণে পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে।

মিসেস শর্মা চিৎকার করে বললেন, "না না। পঞ্চু না। আমার স্বামীর হত্যাকারীকে আমি নিজে হাতে হত্যা করব। তুই ছেড়ে দে ওকে।"

সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে পঞ্চু শান্ত হল।

পঞ্চুর গ্রাসমুক্ত হয়ে ক্রুদ্ধ ভ্যানিশ তখন আবার নিজমূর্তিতে। মিসেস শর্মার দিকে রিভলভার তাগ করে বলল, "আমি নিজের থেকে শেষ না হলে আমাকে শেষ করার ক্ষমতা কারও নেই। শিশু, বৃদ্ধ, অসহায় নারী কাউকেই আমি বাদ দিই না। আমার যারা টার্গেট, মরণই তাদের একমাত্র পরিণতি। তোমার স্বামীকে আমি যেভাবে মেরেছি তোমাকেও ঠিক সেইভাবেই মারব আমি। তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও দেবী।"

গভীর নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে হঠাৎই গুরুগম্ভীর একটা শব্দ হল ঢিসুম।

সেই শব্দের ভয়াবহতায় গাছের ডাল থেকে ঘুমন্ত পাখিরা কলরব করে ঘুরপাক খেতে লাগল অন্ধকার আকাশময়। নিশাচর পাখিরাও চমকে ডানা ঝটপটাল। শুধুই আতঙ্ক চারদিকে।

ভয়ংকর একটা আর্তনাদ করে ভ্যানিশই তখন লুটিয়ে পড়ল মিসেস শর্মার পায়ের ওপর। কোথা থেকে যে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হল কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। সে কোন আততায়ী যে সবার চোখের আড়ালে থেকে গুলি করল ভ্যানিশকে? গুলিবিদ্ধ ভ্যানিশের দেহটা ছটফটিয়ে উঠল একবার। তারপরই স্থির।

মিসেস শর্মা ত্রিশূল কপালে ঠেকিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, "হায় ভগবান! আমার ইচ্ছেটা পূর্ণ হল না। আমার স্বামীর হত্যাকারীকে সামনে পেয়েও মারতে পারলাম না আমি। কে করল এই কাজ?"

গুলিটা যে কোথা থেকে এল, কে করল, তা কে-ই বা জানে? ততক্ষণে অনেক পুলিশ ও লোকজন এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে।

বিচ্ছুর হাত ধরে রাজাসাহেবকেও আসতে দেখা গেল একসময়। বিচ্ছু তো 'দিদি রে' বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বাচ্চুও আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল বিচ্ছুকে। দু'জনের তখন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে সে কী আবেগের প্রকাশ!

রাজাসাহেব বাচ্চু-বিচ্ছুকে কাছে টেনে আদর করে বললেন, "পুলিশ নয়, আমার আদমিরাই খুঁজে বের করেছে ওকে।" তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়ে কনৌজ ওনলি ফর রাজাসাহেব কা। বেকানুনি নেহি চলেগা ইধার। কিঁউ কি হাম আভিতক জিন্দা হ্যায়।"

সকলে রাজাসাহেবকে ধন্যবাদ জানাল।

পুলিশ তখন ভ্যানিশের দেহটা মর্গে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

॥ ৮ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। ভ্যানিশ তো বাবলুকে মারতে মারতে অন্ধকার পাতালঘরে নিয়ে এল। ওর লৌহকঠিন বাহুর বন্ধন থেকে বাবলু কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। এইসময় ইচ্ছে করলেই ও পিস্তলটাকে কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু তা সে করল না। কেন না তাতে বিপদ আরও বেড়ে যেত। ভ্যানিশের হাত থেকে মুক্তি পেলেও রবিকুমার ওকে ছাড়তেন না।

যে ঘরে ওকে নিয়ে এল ভ্যানিশ, সেটি একটি আন্ডারগ্রাউন্ড। নীচে নামার পথ এমনই এক গোপন স্থানে যে, বাইরের লোকের পক্ষে সেই পথের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ঘরে নিয়ে এসেই ভ্যানিশ ওকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে দু'হাতে ওর গলা টিপে ধরল।

এবার বাধ্য হয়েই পিস্তলে হাত দিল বাবলু।

এমন সময় হঠাৎই রবিকুমারের আবির্ভাব হল সেখানে, "ব্যস। শান্ত হো যাও। মাত মারো উসকো।"

আঙুলের চাপ শিথিল করে ভ্যানিশ বলল, "হোয়াই?"

"বিকজ হি ইজ নট অ্যালোন। ওর দলের ছেলেমেয়েরা বাইরে অপেক্ষা করছে। ওরা এখনই পুলিশে খবর দেবে এবং পুলিশ আসবে। কাজেই আমি চাই না এই মুহূর্তে এখানে কোনও খুনখারাপি হোক। আর তুমি যদি বাঁচতে চাও তা হলে এখনই পালিয়ে যাও এখান থেকে। আমি ওকে বাঁদায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। মি. ভোরা তাঁর পোষা ডালকুত্তাদের জন্য ওকে পেলে খুশিই হবেন।"

ভ্যানিশ গর্জে উঠল, "নো। দিস বয়। মাই টার্গেট ওনলি। আই কিল হিম।"

রবিকুমারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হল, "প্লিজ বি অফ রাইট নাউ।"

ভ্যানিশ আর কোনও কথা না বলে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। বাবলু ভাবল লোকটা সার্থকনামা। ও কি কোনও ম্যাজিক জানে? না হলে এইভাবে উবে যায় কী করে?

ভ্যানিশ চলে গেলে রবিকুমার বাবলুকে বললেন, "পানি পিয়োগে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

সেই অন্ধকারে রবিকুমারকেও আর দেখা গেল না। শুধু রবিকুমারকে কেন, কোনও কিছুই আর দেখা গেল না এই ডার্করুমে।

বাবলু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগল বিলুদের কথা। এই মুহূর্তে ও কিন্তু নিজেকে একটুও বিপন্ন মনে করল না। তার কারণ ও জানে বিলুরা ওকে উদ্ধার করতে আসবেই।

পুলিশে খবর দিয়ে লোকজন ডেকে নিশ্চয়ই আসবে এখানে।

তবে ভ্যানিশ যে আবার ভ্যানিশ হয়ে গেল ওর চোখের সামনে থেকে, এইটাই যা ওকে দুঃখ দিল খুব।

একটু পরেই একজন লোক এসে একটি প্লাস্টিক জাগে খানিকটা জল দিয়ে গেল ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু লোকটিকে বলল, "এই ঘরে আলো নেই কেন?"

লোকটি খিঁচিয়ে উঠল, "ক্যা?"

"বিজলি। বিজলি নেহি কিঁউ?"

"ইয়ে ডার্করুম হ্যায়। বিজলি নেহি মিলেগা। তুম পানি পিও, ঔর লৌট যাও।"

বাবলু ওত পেতেই ছিল। লোকটি জল রেখে পেছন ফিরতেই ও হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে। কিন্তু এই ধরনের আক্রমণের জন্য বোধহয় আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল লোকটি। তাই প্রবল এক ঘূর্ণিতে নিজেকে মুক্ত করেই উধাও হয়ে গেল সে। যাওয়ার সময় বলে গেল, "পানি পি লো। খানা নেহি মিলেগা।"

বাবলু আর কী করে? জাগের জলই আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মেটাল ওর। তারপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল বিলুদের জন্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! কত সময় পার হয়ে গেল, তবুও ওরা এল না কেন? তবে কি ওদের কোনও বিপদ হয়েছে? ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় দু'চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। বাবলু ঘুমিয়েই পড়ল।

সেই ঘুমের ঘোর যখন কাটল তখন দেখল কে যেন একজন একটি মোমবাতি জ্বেলে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে দেখছে। বাবলু ভালভাবে তাকিয়ে দেখল ওরই বয়সি এক কিশোরী। তার সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ। মেয়েটি যে কে তা ও বুঝতে পারল না। বলল, "কে তুমি?"

মেয়েটি বলল, "আমি ভাগ্যশ্রী।"

"এখানে কী করছ?"

"কিছু না। তোমাকে দেখছি। আসলে তোমাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব বলেই এসেছি আমি।"

বাবলু এবার সোজা হয়ে উঠে বসেই বলল, "কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে? বাতিই বা পেলে কোথায়?"

ভাগ্যশ্রী বলল, "সব বলছি। দুটো পোড়া রুটি আর একটু ডাল এনেছি তোমার জন্য। খেয়ে নাও। এখন অনেক রাত। এখান থেকে পালানোর এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।"

বাবলু বলল, "অনেক রাত! আমি তা হলে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম?"

"সারাটা দিন। যে জল তুমি খেয়েছিলে সেই জলের মধ্যে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া ছিল।"

বাবলুর খিদে পেয়েছিল খুব। তাই মানুষের খাওয়ার অযোগ্য রুটিই ও খেয়ে নিল গোগ্রাসে।

ভাগ্যশ্রী বলল, "শোনো, এই ঘরের কোণে ড্রেনের আকারে ছোট্ট একটি সুড়ঙ্গ আছে। সেইখান দিয়েই পালাতে হবে আমাদের। পথটি অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক। ওর মধ্যে দেহটা ঢুকিয়ে দিলেই তুমি নিমেষে পৌঁছোবে গঙ্গার গর্ভে। যদি সাঁতার জানা থাকে তবেই রক্ষে! না হলে কিন্তু ডুবতে হবে অথই জলে।"

বাবলু বলল, "আমি তো সাঁতার জানি না।"

"তবে তো বাঁচার কোনও আশাই নেই তোমার।"

"পথ একটা খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? এই শত্রুপুরীতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেই বা কীভাবে?"

"আমি খাজুরাহোর মেয়ে। খাজুরাহো ঠিক নয়, সৈনিগড়। আমরা অবশ্য শ্রীনগর বলি। শ্রাবণ মাসে মাহোবায় এসেছিলাম কজলী-উৎসবে। পাহাড়ের কোলে মাহোবার বনে বনে মেয়েরা ফুলের দোলনা খাটিয়ে দোল খাচ্ছিল। আমিও তাদেরই সঙ্গে গেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা ডাকাতের দল এসে লণ্ডভণ্ড করে দিল সব। মেয়েদের গা থেকে গয়না ইত্যাদি ছিনিয়ে নিল। তারপর হাতের সামনে যাকে পেল তাকেই তুলে নিল ওরা। আমিও ওদের খপ্পরে পড়ে গেলাম। ওরা আমাদের প্রথমেই নিয়ে এল কানপুরে। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম আমরা। আমি একবার সুযোগ বুঝে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। তারপরই ওরা আমাকে পাঠিয়ে দিল এখানে। রবিকুমারের পরিবারের অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আমার। ওরা আমাকে এই বলে শাসিয়েছে, এরপর কখনও পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে আমার মুখ ওরা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "ওরা তোমাকে এইভাবে আটকেই বা রেখেছে কেন?"

"ভাল দাম উঠলে আমাকে বিক্রি করে দেবে বলে। যাই হোক, ওদের ভয়ে আমি আর পালানোর চেষ্টা করিনি। তবে কিনা ক'দিন ধরে আমি অন্য একটা মতলব আঁটছিলাম। ঠিক করেছিলাম সুযোগ মতো রবিকুমারকে খুন করে নিজেও আত্মঘাতী হব। এমন সময় আজ সকালে তোমাকে দেখেই মন স্থির করলাম। হয় তোমাকে বাঁচাব, নয়তো আমিই মরব।"

"কিন্তু তুমি আমাকে দেখলে কী করে?"

"এদের ফ্যামিলি থাকে দোতলায়। আমিও দোতলাতেই থাকি। তখনই বারান্দা থেকে তোমাকে দেখতে পাই।

অনেক পরে একসময় পুলিশ এল। চারদিক ঘুরে দেখল। তারপর কোনও কিছুই না পেয়ে ফিরে গেল তারা। রবিকুমারও গাড়ি নিয়ে সেই যে বেরোলেন, এখনও ফেরেননি। মনে হয় উনি বাঁদায় গেছেন। বিঠুরের চেয়ে বাঁদায় এখন রমরমা কারবার ওদের। মি. ভোরা একটা প্যালেস তৈরি করেছেন সেখানে। মাহোবার লুণ্ঠনকারী ডাকাতরা ওদেরই লোক।"

বাবলু বলল, "আমি যাওয়ার জন্য তৈরি।"

"তুমি সুদ্ধু গেলে আমার পালিয়ে যেতে সাহস হয়। এই যে তোমার এখানে এলাম, তাও চালাকি করে। আজ তোমার খাবার জলের সঙ্গে যে ওষুধ দিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল ওরা, সেই ওষুধেই ওদের সবাইকে ঘুম পাড়িয়েছি আমি। তবেই এখানে আসতে পেরেছি।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা কি কোনও উপায়েই সামনের দরজা দিয়ে পালাতে পারি না?"

"না। বাইরের দিক থেকে দরজায় তালা দিয়ে সেবকরাম দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে এই সুড়ঙ্গ ছাড়া পথ নেই?"

"উঁহুঁ। এদিকে তুমি তো বলছ তুমি সাঁতার জানো না।"

বাবলু বলল, "আমি বলি কী, আমার যা হয় হোক, তুমিই বরং পালাও।"

"অসম্ভব! জলে পড়েও কি পালাতে পারব? এখান থেকে আমাকে যেতে হবে কল্যাণপুর। তারপর কানপুর। তারও পরে বাঁদা হয়ে মাহোবায়। আমি কপর্দকশূন্য। তাই পালাতে গেলেই ধরা পড়ব। আর থানায় গেলে? ওরাই আবার এইখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "আমার কাছে টাকা আছে। আমি যদি সেই টাকা থেকে কিছু তোমাকে দিই, তুমি পালাতে পারবে না?"

"পারব। তবে তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। এখন একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। তাতে অবশ্য বিপদের একটু ঝুঁকি আছে। আমি আগে সুড়ঙ্গপথে নেমে জলে গিয়ে পড়ি। তারপর কোনও নৌকোয় কাছি নিয়ে অপেক্ষা করি তোমার জন্য। আমি নেমে যাওয়ার ঠিক দশ মিনিট পরে তুমি নামবে। তা হলে অসুবিধে হবে না। ওই কাছি ধরেই ডাঙায় উঠে আসতে পারবে তুমি।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। তুমিই তবে আগে নামো।" তারপর বলল, "এবার বুঝেছি, অন্ধকারে মিলিয়ে ভ্যানিশ তা হলে এই পথেই পালিয়েছে।"

ভাগ্যশ্রী আর দেরি না করে সেই নালার মতো জায়গাটায় এসে শুয়ে পড়ে প্রথমে পাদুটো ঢুকিয়ে দিল। তারপর দেহটা ছেড়ে দিতেই পিছলে চলে গেল চোখের আড়ালে।

সেই সময়টুকুর মধ্যে বাবলু একবার বাতিব আলোয় ঘুরে দেখে নিল গোটা ঘরটা। ঘর তো নয়, স্টোররুম। মিনি অস্ত্রাগার একটা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বাবলুও ওইভাবে নিজেকে ঢুকিয়ে নিল পলায়নপথে। তারপর নিকষ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে হড়হড় করে শ্যাওলায় হড়কে একসময় ঝুপ করে গিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। অমনই সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যশ্রী জলে ঝাঁপিয়ে ধরে নিল ওকে। ও একটা ছোট নৌকো নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা শক্ত কাছি বাবলুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাগ্যশ্রী নৌকোয় উঠে বাবলুকেও উঠতে সাহায্য করল।

ভিজে পোশাকে নৌকোয় উঠে বাবলু বলল, "জীবনে এই প্রথম একটা মারাত্মক রকমের ঝুঁকি নিলাম। আজকের এই রাত স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার।"

ভাগ্যশ্রী নিজেই নৌকোটাকে বযে নিয়ে চলল। তারপর একসময় পৌঁছে গেল ওপারের ঘাটে। এইখানেই কোথায় যেন পরিহার গ্রাম। যেখানে সীতাকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল সুমন্ত্র।

ওদের এখন ওইসব দেখবার সময় নেই। জল-সপসপ ভিজে পোশাকে কাঁপতে কাঁপতে ওরা মেঠোপথ ধরে অনেক হেঁটে একসময় একটি গঞ্জের মতো জায়গায় এসে পড়ল।

একজন চৌকিদার সেখানে টহল দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছিল, "শোনেবালো জা-গো-ও-ও-।"

চৌকিদার ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "হল্ট।"

দু'জনে দু'জনের হাত ধরে থমকে দাঁড়াল ওরা।

চৌকিদার কাছে এসে বলল, "কাঁহা যা রহে?"

ভাগ্যশ্রী বলল, "ডাকু পিছে লাগা। গঙ্গাজিমে ফিক দিয়া ও লোগ। হম দোনো জান লে কর...।"

চৌকিদার মুখ দিয়ে 'চ্-চ্-চ্' করে একটা আওয়াজ বের করে বলল, "আও মেরে সাথ।"

শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাবলু বলল, "আচ্ছা, এখানে কোনও জামাকাপড়ের দোকান নেই? আমরা তা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নতুন কিছু কিনে নিতাম। এগুলো আর পরা যাচ্ছে না।"

"সব কুছ মিল যায়েগা।"

চৌকিদার প্রথমে দু'জনকে ওর বাড়িতে নিয়ে এল। তারপর স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীকে ডেকে তার দোকান খুলিয়ে ওদের পছন্দমতো পোশাকের ব্যবস্থা করিয়ে দিল। বাবলুর টাকাগুলো ভাগ্যিস পলিপ্যাকে মোড়া ছিল তাই জলে পড়েও ভেজেনি একটুও। আর পিস্তলটাকে মুঠো করে ধরে থাকার ফলে খোয়া যায়নি সেটাও।

পোশাক পরিবর্তন করে একটা ঝোলাব্যাগ কিনে ভিজেগুলো ভরে নিল তাতেই। তারপর বাকি রাতটুকু চৌকিদারের বাড়িতে বসে ওর বউয়ের হাতে তৈরি চা খেয়ে গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দিল। ভোরের দিকে চৌকিদারের সহযোগিতায় কানপুরগামী একটি মালবাহী ট্রাকে বসে আলো ফোটার আগেই পৌঁছে গেল কানপুরে।

ব্যস্ত শহর কানপুর তখন জমজম করছে। প্রথমেই ওরা দু'জনে একটা দোকানে বসে পেটভরে জলযোগপর্ব সেরে নিল। তারপর আরও একবার চা খেয়ে চাঙ্গা করল দেহটাকে।

ভাগ্যশ্রী বলল, "সত্যি, কতদিন পরে একটু তৃপ্তি করে এতসব খেলাম! ভাগ্যে তুমি ওই শত্রুপুরীতে ঢুকে পড়েছিলে!"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে তুমিও আমার প্রাণ বাঁচালে!"

ভাগ্যশ্রীর হঠাৎ কী মনে পড়ায় বলল, "এই যাঃ! এতক্ষণ আছি অথচ তোমার নামটাই তো জানা হয়নি!"

"আমার নাম বাবলু।"

"বাজে নাম। আমি সৈনিগড়ের মেয়ে হলেও কাশীতে পড়াশোনা করি। আমার যত বাঙালি বান্ধবী আছে তাদের অনেকেরই ভাই বা দাদার নাম বাবলু। ওই নাম আমার একেবারেই পছন্দ নয়।"

বাবলু বলল, "পছন্দ না হলে কী হবে? আমার নামের আদ্যক্ষর 'ব' তোমার 'ভ'। কেমন মিল দেখেছ তো?"

"তবুও তোমার নাম ভাগ্যবান হলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। ভাগ্যশ্রীর সঙ্গে ভাগ্যবানের একটা মিল থাকত।"

"আমি তো ভাগ্যবানই। না হলে ওইরকম বিপদকালে তোমার দেখা পাই?"

ভাগ্যশ্রী মধুর করে হাসল। বলল, "এইবার বলো, ওরা তো তোমাকে ধরে আনেনি। তুমি কোন স্পর্ধায় ঢুকে পড়লে ওই বাঘের গুহায়?"

বাবলু তখন ওদের পরিচয় দিয়ে আগাগোড়া সব বলল ভাগ্যশ্রীকে।

ভাগ্যশ্রী সব শুনল। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলল, "বুঝেছি তোমারই কারণে তা হলে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল কাল। নেহাত ডার্করুমের সন্ধানটা পায়নি বলেই ফিরে গেছে। যাক, এখন তা হলে কী করবে?"

"ভাবছি তোমার হাতে বেশি করে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তোমাকে বাঁদা কিংবা মাহোবার বাসে অথবা ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি চলে যাব মন্ধনার দিকে। কেন না আমার দলের সকলের সঙ্গে তো এবার দেখা হওয়া দরকার। ওরা এখন ছটফট করছে আমার জন্য।"

ভাগ্যশ্রীর চোখে এবার জল এল। বলল, "এই মুহূর্তে তুমি চলে গেলে আমি যে দিশা হারাব বাবলু! দীর্ঘ চার মাস পরে ঘরে ফিরছি। তাও ওই বাঁদার ওপর দিয়ে। ভোরার ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে যায়। এইবার ধরা পড়লে আর কিন্তু আমি রেহাই পাব না। অথচ বাঁদায় না গেলে মাহোবাতেও পৌঁছোতে পারব না আমি। আর মাহোবায় না গেলে সৈনিগড় বা খাজুরাহ বা যাব কী করে? আমার মামার বাড়ি খাজুরাহোয়। তাই বলি, দয়া করে আমাকে আমার বাড়িতে তুমি পৌঁছে দিয়ে এসো।"

বাবলু বলল, "বেশ, তাই হোক। এখন বাঁদায় কীভাবে যাবে বলো?"

"এখনই তো ট্রেন আছে। কানপুর-বাঁদা প্যাসেঞ্জার। এখন গেলেও পেয়ে যাব ট্রেনটা।"

বাবলু একটুও দেরি না করে ওকে নিয়ে স্টেশনে এসে বাঁদার টিকিট কাটল দুটো। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষপ্রান্তে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল তখনও। ওরই মধ্যে একবার ও বুদ্ধি করে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করল মন্ধনা পি এস এ। ওর নিজের কথা বলে বলল, ওর দলের কেউ ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিলে তারা যেন বাঁদা অথবা মাহোবাতেই চলে যায়। বলে নিশ্চিন্ত হল।

এবার মনের আনন্দে ট্রেনে উঠে পছন্দসই একটি জায়গা দেখে পাশাপাশি বসল দু'জনে। ট্রেন চলতে শুরু করলে বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। শুনলাম আমাদের ওরা এখন কনৌজে। থানার মাধ্যমে আমার খবরও পেয়ে যাবে ওরা। ওরা এলে মাহোবা থেকেই জেহাদ ঘোষণা করব আমরা ভোরার বিরুদ্ধে। ওর জীবনে রাত্রির অবসানে ভোরের আলো আর আমরা ফুটতে দেব না।"

ভাগ্যশ্রী বলল, "যতক্ষণ না ভোরার বিষদাঁত তোমরা উপড়ে নিতে পার ততক্ষণ আমিও তোমাদের পাশে পাশেই থাকব কিন্তু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আমি তা হলে দারুণ খুশি হব। আমার দলের ওরাও তোমাকে দেখলে খুবই খুশি হবে। আমরা সকলে তখন এক হয়ে তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

বাবলু জোরের সঙ্গে এত কথা বলল বটে, কিন্তু ও জানে না মন্ধনায় ফোন করে কী ভুলটাই না করল ও। নিজের অজান্তেই নিজের বিপদকে ও ডেকে আনল কীভাবে।

কানপুর থেকে বাঁদা। বাঁদা থেকে রাঠ বারাণসীর বাসে মাহোবা আসতে বেলা হয়ে গেল অনেক। মাহোবা ভাগ্যশ্রীর পরিচিত জায়গা। এই মাহোবা হল অত্যন্ত প্রাচীন শহর। চান্দেল্লা রাজবংশের রাজা চন্দ্রবর্মাই এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। শহর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন (৮০০ সালে)। সেই মহোৎসব থেকেই এর নাম হয়েছে মাহোবা। ছতরপুর জেলার খাজুরাহোর মন্দিরও তাঁরই অনবদ্য কীর্তি। মাযের জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেই এখানকার মন্দিরগুলিতে চরম শিল্পের বিকাশ। পাহাড়ে ঘেরা মাহোবা শহরটি মদনসাগর নামে একটি সুবৃহৎ জলাশয়ের ধারে। এ ছাড়াও আছে কীর্তিসাগর ও আরও অনেক ছোট ছোট জলাশয়। এইসব জলাশয়ের মধ্যে দ্বীপের মতো স্থান আছে। আছে পাহাড়ের গায়ে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের মূর্তি। আর আছে বিখ্যাত মুনিয়াদেও-এর মন্দির। এককথায় মাহোবা শুধু মহোৎসবের নয়, সৌন্দর্যের নগরী।

বাসস্ট্যান্ডের সামনেই শিবম লজে উঠে পড়ল ওরা।

সংকটমোচনের মন্দির সংলগ্ন এই লজটি ভারী সুন্দর। এখানে দু'-একটা দিন থাকবে ঠিক করেই উঠল ওরা। কেন না জায়গাটা অত্যন্ত সুরক্ষিত। তার ওপর বাঁদাও এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। খাজুরাহো তো মাত্র পঁয়ষট্টি কিমি দূরে।

যাই হোক, ওরা লজে জিনিসপত্র রেখে নীচের দোকান থেকে পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে এসে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াল একটু। তারপর একস্ট্রা জামাকাপড়, তোয়ালে গামছা ইত্যাদি কিনে ঘরে রেখে সংকটমোচন মন্দিরে এল। কী বিশাল এক হনুমানের মূর্তি রয়েছে এখানে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সামনের একটি পাহাড়ের দিকে।

বাবলু বলল, "এখনই পাহাড়ে উঠবে? এত বেলায়?"

ভাগ্যশ্রী বলল, "তাতে কী? এই পাহাড়, মন্দিব, গড় ও মাহোবাকে নিয়ে আমাব যে কত স্মৃতি তা কী বলব! আমি তো এই দেশেরই মেয়ে। ওই পাহাড়ের ওপরে আছে বালখণ্ডেশ্বব মহাদেবেব মন্দিব। চলো যাই, তাঁকে দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসি। যাতে আমবা জয়যুক্ত হই।"

বাবলু বলল, "চলো তবে।"

ওরা বাসস্ট্যান্ডের পেছনদিকে এসে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে উঠল। ছোট পাহাড়। উঠতে অসুবিধে হল না। ঘন জঙ্গল থাকায় এবং লম্বালম্বিভাবে পাহাড়টি পাঁচিলেব মতো দূরবিস্তৃত হওযায ভারী মনোরম। ওবা বিগ্রহ দর্শন করে অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল। এখান থেকে মাহোবা শহবেব দৃশ্য, জলাশয, দ্বীপ, প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ—সবই ভালভাবে দেখতে পেল ওরা।

পাহাড় থেকে নেমে স্নানাহারেব পর্ব শেষ করে সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে কাটাল। বিকেলে একটা শেয়ারের অটো নিয়ে চলল মদনসাগর দেখতে। শহরের বুকে মহাবীর আল্‌হা ও উদলের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হল বাবলু। তারপর পুলিশ চৌকিতে নেমে মনিয়াদেও হয়ে পাহাড়ের কোলে এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সেখানে শুধু বেলবন ও নাম-না-জানা গাছের বন। বহু প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

এখানে এসে বাবলুর মুখ থেকে একটাই কথা শুধু বেরিয়ে এল, "কী সুন্দর!"

জয়শ্রী বলল, "কজলী-উৎসবের সময় এই বনেই আমরা গাছে গাছে দোলনা বেঁধে ফুলসাজে সেজে দোল খেয়েছি। নাচগান করেছি। আর এখান থেকেই ধরা পড়েছি আমরা ডাকাতের হাতে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, কজলী-উৎসবটা কী? আর আল্‌হা উদলই বা কে?"

"শোনো তবে। কজলী-উৎসব হল মেঘের উৎসব। শাওন গগনে যখন ঘোর ঘনঘটা, ময়ূর যখন পেখম মেলে নাচে, এই অঞ্চলের মেয়েরা তখন ধানরং শাড়ি পরে, আশমানি ওড়না গায়ে দিয়ে কালিঞ্জর থেকে মাহোবা পর্যন্ত উদ্যানে, বনে-উপবনে মিলিত হয়। গাছের শাখায় শাখায় ফুলের দোলনা বেঁধে দোল খায়। সে কী আনন্দের উৎসব তখন। আগামী বছর তোমরা আসবে সবাই?"

"নিশ্চয়ই আসব। তারপরে বলো আরও যদি কিছু বলার থাকে। এই দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। তুমি বলো, আমি শুনি। পরে আমি বলব, ওরা শুনবে।"

ভাগ্যশ্রী বলতে লাগল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পৃথ্বীরাজের সেনাপতি পরমালিক। তিনি ছিলেন চান্দেল্লা (চংদেলা) ক্ষত্রিয়। বীরত্বের জন্য তাঁর সুনামও ছিল খুব। যৌবনকালে হঠাৎ তিনি কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হয়ে কাশী যাচ্ছিলেন মৃত্যু আসন্ন জেনে। পথে কালিঞ্জর নগরে বিশ্রামের সময় মহারাজ মকরন্দের যুবতী কন্যা মল্‌হনের সেবায় তিনি সুস্থ হন। রোগমুক্ত হয়ে পরমালিক রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান। মল্‌হনাও যুবক সেনাপতির বলিষ্ঠ দেহসৌন্দর্যের প্রতি কম আকৃষ্ট হননি। তিনিও এককথায় রাজি হয়ে বরমাল্য অর্পণ করলেন পরমালিককে।

বিবাহ উৎসব সমাপ্ত হলে মকরন্দ জামাতার হাতে সিংহাসনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। রাজা হলেন পরমালিক।

পৃথ্বীরাজের আর-এক সেনাপতি ছিলেন জাসর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বলবান। একদিন পৃথ্বীরাজ বন্য মহিষের লড়াই দেখছেন। ভীষণ মূর্তিতে মহিষদুটো পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তাদের দাপাদাপি আর গর্জনে চারদিক আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তাই দেখে রাজা বললেন, "কে ওই মহিষদুটোকে ছাড়িয়ে দিতে পারে?"

রাজা জানতেন জাসরই এগিয়ে আসবেন এই কাজে। কিন্তু না। সকলকে চমকে দিয়ে দেউলা ও সহদেবা নামে দু'জন পরমাসুন্দরী ব্রহ্মচারিণী গোপ যুবতী এগিয়ে এল মহিষদুটোর কাছে। এবং প্রচণ্ড শক্তিতে ও বিস্ময়কর কৌশলে ছাড়িয়ে দিল পরস্পরকে। তাই দেখে রাজা জাসরকে অনুরোধ করলেন দুই যুবতীকে বিবাহ করে সুখী করতে। রাজার অনুরোধে ক্ষত্রিয় জাসর গোপ যুবতীদ্বয়ের স্বামী হলেন। যথাসময়ে দেউলার গর্ভে উদল ও আল্‌হা এবং সহদেবার গর্ভে মল্‌খানা ও সুলখানা নামে পুত্র জন্ম নিল।

পিতা হওয়ার কিছুদিন পরই জাসর নিহত হলেন তাঁর আপন ভ্রাতার হস্তে কপট যুদ্ধে। দেউলা ও সহদেবা তখন পুত্রদের নিয়ে কালিঞ্জরে পরমালিকের আশ্রয়ে গিয়ে রইলেন। দেউলার পুত্র আল্‌হার বীরত্বকাহিনী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

একবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কোনও এক রাজার যুদ্ধ বেধেছে। এমন সময় রানি চন্দ্রাবতী বললেন, 'আমি কজলী-উৎসব করব।'

রাজা বললেন, 'না রানি। আল্‌হা এখন আমার কাজে একটু বাইরে গেছে, এইসময় উৎসব করলে যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয় তখন তোমাদের রক্ষা করবে কে?'

'ভগবান রক্ষা করবেন।' বলে রাজার কথা না শুনেই 'কজলী-উৎসবে' মেতে উঠলেন রানি।

এমন সময় দলে দলে শত্রুসৈন্য এসে পড়ল রানিকে হরণ করতে। রানি নিরুপায় হয়ে তখন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

সৌভাগ্যক্রমে 'মার, মার' রবে আল্‌হা এসে উপস্থিত হল ঘটনাস্থলে। আল্‌হার নাম শুনেই শত্রুসৈন্যরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে বাঁচল। আল্‌হা আসবার পূর্বে অবশ্য মলখানা এসেছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে মলখানা ও বহু সৈন্য নিহত হয় বলে চান্দেল্লা রাজবংশের লোকেরা কজলী-উৎসবে যোগ দেন না। তবে কালিঞ্জর ও মাহোবায় এই উৎসব আজও চলে আসছে।

কথা বলতে বলতে ওরা যখন মদনসাগরের ধারে এসে দাঁড়াল তখন সূর্য অস্ত গিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ওরা আর এই নির্জনে থাকাটা ঠিক মনে করল না তাই। ওরা যখনই ফিরে আসবার উপক্রম করছে ঠিক তখনই কী যেন দেখে চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল ভাগ্যশ্রী। বাবলুও আতঙ্কিত হল। দেখল দু'দিক থেকে দুটো ডালকুত্তা এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে ওদের। কী দারুণ হিংস্র ওরা। ওদের নজর এড়িয়ে পালানোর কোনও পথই এখানে নেই।

ভাগ্যশ্রী বলল, "আর বোধহয় নিজেদের রক্ষা করতে পারলাম না বাবলু। এবার মৃত্যু অবধারিত।"

বাবলু বলল, "তুমি বাঁচতে পারো। মদনসাগরের জলে লাফিয়ে ওই দ্বীপের মধ্যে ভগ্ন প্রাসাদে গিয়ে আত্মরক্ষা করো তুমি।"

"তুমি কী করে ভাবলে ভাগ্যশ্রী ভার্মা একটি অসহায় ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজের জীবন নিয়ে পালাবে।"

"এতে ভাবাভাবির কিছু নেই। যা বলছি তাই করো।"

এমন সময় দেখা গেল জঙ্গলের পথ ধরে রবিকুমারের সঙ্গে একজন কালাপাহাড়কে উদ্যত রিভলভার হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে। দেখে মনে হল যেন একটা জলহস্তী দানবের চেহারা নিয়ে আসছে।

ভাগ্যশ্রী ভয়ার্তস্বরে বলল, "শনির সঙ্গে রাহু।"

বাবলু বলল, "উনি কে?"

"বাঁদার ভয়ংকর। ভোরা।"

ওরা যতই এগিয়ে আসে এরা ততই এক-পা দু'-পা করে পিছোতে থাকে। কুকুরদুটোও মরণের দূত হয়ে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। সে কী চরম মুহূর্ত!

বাবলু হঠাৎই ভাগ্যশ্রীকে এক ধাক্কায় জলে ফেলে দিয়ে চকিতে ওর পিস্তল বের করে ডালকুত্তা দুটোর একটাকে শেষ করল। পরক্ষণেই আর-একটা তেড়ে এল ওর দিকে। ভয়ংকব ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই সতর্ক বাবলু চকিতে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। সেটা গিয়ে পড়ল মদনসাগরের জলে। জল তোলপাড় করে চিৎকার করতে লাগল সেটা 'আঁউ-আঁউ-আঁউ-আউ'।

আর ঠিক তখনই পঞ্চুর 'ভৌ-ভৌ' ডাকে আতঙ্কিত হল স্তব্ধ বনভূমি। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল। মায়ার জগতে মরণছায়াকে ঘনিয়ে আনতেই কি ওর আবির্ভাব? ছায়ান্ধকারের বুক চিরে তীব্রগতিতে ছুটে এসে পঞ্চু লুটিয়ে পড়ল বাবলুর পায়ে। তারপরই ভীষণ মূর্তিতে তেড়ে গেল শত্রুপক্ষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রবিকুমারের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল ঢিসুম।

পঞ্চু বুঝতে পেরেই সরে গিয়েছিল বড় একটি পাথরের আড়ালে। তাই গুলিটা ফসকে গিয়ে লাগল অপব ডালকুত্তাটার মুখে। সেটা তখন জল থেকে উঠে এসে পঞ্চুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। গুলি খেয়ে প্রাণান্ত চিৎকার করে দু'-একবার ছটফটিয়েই স্থির হয়ে গেল সেটা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের ভেতর থেকে আর-একটি গুলির শব্দ শোনা গেল। এর টার্গেট ছিলেন রবিকুমার। কে যে কোথা থেকে গুলি করল, তা বোঝা গেল না। গুলিটা ওঁর কাঁধে লাগতেই 'মাই গড' বলে চাপা একটা আর্তনাদ করে বসে পডলেন সেখানে। পঞ্চু তখন ওঁর রিভলভার-ধরা হাতটিকে কামড়ে প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

এই সময়টুকুর মধ্যেই কখন যে উধাও হয়ে গেলেন ভোরা, তা কেউ টেরও পেল না।

বড় একটি পাথরের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে তানিয়াকে আসতে দেখা গেল এবার। সেইসঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকেও। বিস্মিত বাবলু বলল, "তোরা কী করে জানলি আমরা এখানে আছি? তা ছাড়া তানিযা কীভাবে এখানে এল?"

"সে অনেক কথা। পরে সময়মতো সব বলব। যা ঝড় বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে! আমরা মন্ধনা পি এস এ খবর নিয়েই তোর ব্যাপারে জেনেছি। তখনই একটা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে আসছি এখানে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না ভোরা আর রবিকুমার আমাদের এখানে আসার ব্যাপারটা টের পেলেন কী করে!"

ভাগ্যশ্রী বলল, "আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম রবিকুমারের এক বন্ধু ওখানকার পি এস-এ আছেন।"

সকলে তখন আগ্রহ নিয়ে ভাগ্যশ্রীর দিকে তাকালে বাবলু বলল, "খুব কৌতূহল হচ্ছে, না? ওর নাম ভাগ্যশ্রী। ও না থাকলে আমার মৃত্যু অবধারিত ছিল। ওর বাড়ি খাজুরাহোর কাছে এক গ্রামে। ভোরার মোকাবিলাটা হয়ে গেলেই ওকে আমরা ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

রবিকুমার তখন আততায়ীর গুলির আঘাতে ছটফট করছেন। আর পঞ্চু ওঁর পাশে বসে যেন মজা দেখছে।

রবিকুমারের রিভলভারটা বাবলু নিজের কাছে রেখে বলল, "গুড বাই মি রবিকুমারজি। আমরা এটা নিয়ে থানায় যাচ্ছি। এখন আপনি হয় মরুন, না হয় সুস্থ হয়ে উঠুন। কিন্তু এই নির্জনে কে যে কোথা থেকে আপনাকে গুলি করল তাই শুধু বুঝতে পারলাম না।"

বিলু বলল, "তাই তো! এই একই কায়দায় কনৌজের গড়টিলায় ভ্যানিশকেও কিন্তু গুলি করল এমনই একজন, যে কিনা রহস্যের অন্ধকারেই রয়ে গেল।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভাগ্যশ্রী ও তানিয়াকে নিয়ে বড় রাস্তায় এল। যেই না আসা অমনই বিপর্যয়। বিপদ যেন ওত পেতে ছিল ওদের জন্য। হঠাৎ কোথা থেকে যেন চার-পাঁচজন দুর্ধর্ষ লোক মোটরবাইক নিয়ে আক্রমণ করল ওদের। চারদিকে অত লোকজনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ।

বাচ্চু, বিচ্ছু ছুটে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল লড়ে গেল ওদের সঙ্গে। ক্রুদ্ধ পঞ্চু আঁচড়ে কামড়ে সবাইকে অস্থির করে তুললেও শেষপর্যন্ত পেরে উঠল না। ওরা মুহূর্তে তানিয়া ও ভাগ্যশ্রীকে উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। তবে কিনা সবাইকে আটকাতে না পারলেও শেষেরজনকে কাবু করল পঞ্চু। ছুটে গিয়ে চলন্ত মোটরবাইকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরতেই কিছুদূর গিয়ে পথের বাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

বাবলুও সমানে ছুটছিল ওদের পেছনে। এবার পড়ে যাওয়া লোকটিকে জামার কলার ধরে টেনে তুলেই দমাদ্দম ঘুষি লাগাল কয়েকটা। ততক্ষণে পঞ্চুও ওর বুকের ওপর থাবা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "তুম সব কাঁহাসে আয়া? কিনোনে ভেজা তুম সবকো?"

লোকটি ভয় পেয়ে বলল, "ভোরাবাবা নে।"

"দোনো লেড়কি কো কাঁহা লে গয়ি ও লোগ?"

" চা-র-খা-রি।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বলও ছুটে এসেছে। আর এসেছে অনেক লোক।

বাবলু বলল, "শোন, লোকটাকে তোরা থানায় দে।" বলে রবিকুমারের সেই রিভলভারটা বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "এটাও থানায় জমা দিয়ে ওর অবস্থার কথা বলবি। বলে যেভাবেই হোক একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে এখনই চলে আয় চারখারিতে। ভোরা নিশ্চয়ই ওখানেই থাকবে। আমি পঞ্চুকে নিয়ে এগোচ্ছি।" বলেই সেই মোটরবাইকে পঞ্চুকে বসিয়ে চারখারির পথ জেনে উল্কার গতিতে ছুটে চলল বাবলু।

চারখারি কোথায়, কোন জায়গা, কীজন্য বিখ্যাত, কিছুই জানে না বাবলু। পরে অবশ্য শুনেছিল সব। চারখারি একসময় বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটি করদ রাজ্য ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রাসাদমালায় ভরা এই চারখারিকে এখনও এই অঞ্চলের প্যারাডাইস বলা হয়। পাহাড় ও বনভূমি দিয়ে ঘেরা এই চারখারি কেল্লা, প্রাসাদ ও হ্রদের জন্য বিখ্যাত। জলটলমল হ্রদের বুকে একদা ইয়োরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট যে অতিথিশালা নির্মাণ করা হয়েছিল তা হল চারখারির প্রধান দ্রষ্টব্য। সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর এখানকার যে কেল্লা সেই কেল্লা ছিল দুর্ভেদ্য। তাঁতিয়া টোপি যখন এই কেল্লা দখল করতে আসেন তখন এই কেল্লার ফৌজরা কেল্লা থেকে প্রবল পরাক্রমে তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। পরে অবশ্য পরাজয় বুঝে ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁতিয়া টোপিকে প্রদান করে খুশিমনে বিদায় দেন তাঁকে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইয়োরোপীয়রা এই কেল্লায় এসে আশ্রয় নেন। এখানকার প্রাসাদ আর তোরণ দেখলে বিস্ময় লাগে। ডালাস নামে একজন সাহেব আগ্রা ও সেকেন্দ্রার অনুকরণে এখানকার তোরণ নির্মাণ করান। চারখারির জীবনযাত্রা অতি সুন্দর। এখানকার মতো এমন গোলাপের সমারোহ এ-দেশে আর কোথাও নেই। এখানকার সোনালি জরির আদর ও খ্যাতিও খুব। ভাল কার্পেট তৈরি হয় এখানে। ক্ষুদ্র রাজ্য। সুখ ও শান্তিতে ভরা। অতি সুন্দর জলহাওয়া এখানকার। মেয়েরা ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে এমন একরকমের আংটি পরেন, যা বড়ই বৈচিত্র্যময়। মেয়েরা সুন্দরীও।

রাতের অন্ধকারে মায়াময় চারখারির বনময় পার্বত্যপথে দুরন্তগতিতে ছুটে চলল বাবলু। হঠাৎই দেখতে পেল একজন দুষ্কৃতী পথের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে কাতরাচ্ছে। একপাশে উলটে পড়ে আছে তার সাধের মোটরবাইকটি। বিস্মিত বাবলু ভেবে পেল না কে করছে এই কাজ। কোন সে আততায়ী কোথা থেকে বুলেটবিদ্ধ করছে বাছা বাছা লোকগুলোকে এক এক করে? এতে তার লাভটাই বা কী?

বাবলুর এখন এইসব দেখার সময় নেই। দু'-দুটি মেয়ে অপহৃতা হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। যেভাবেই হোক রক্ষা করতেই হবে তাদের। তাই আরও, আরও জোরে এগিয়ে নিয়ে চলল মোটরবাইককে। হঠাৎ দেখল এক জায়গায় দু'জন লোক প্রাণভয়ে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে পালাবার চেষ্টা করছে। আর সেইখানেই পথের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে দু'হাতে একটি রিভলভার শক্ত করে ধরে ওদের দিকে টার্গেট করছে তানিয়া।

বাবলু ছুটে এসে ধরে ফেলল ওকে। বলল, "এ কী করছ তুমি! রিভলভার কোথায় পেলে?"

তানিয়ে ফোঁস করে উঠল, "তুমি সরে যাও বাবলু। আমার শিকার আমাকেই ধরতে দাও।" বলেই ট্রিগারে চাপ দিল, টিসুম, টিসুম।

কী অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। দারুণ শুটার। যেখানে-সেখানে নয়, দু'জনের দুটি পায়েই গিয়ে লাগল গুলি দুটো। দুষ্কৃতীরা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেখানেই।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তা হলে তুমিই? তুমিই সেই অজ্ঞাত আততায়ী?"

"হ্যাঁ, আমিই। আমার কথা আমি রেখেছি। ট্রেনের কামরায় তোমাকে আমি বলেছিলাম, আমিই ওদের কাল হব, এখন আমি কালনাগিনী। এবার আমার ছোবলটা মারব আমি ভোরাকে।" বলেই উলটে থাকা একটা মোটরবাইককে গায়ের জোরে টেনে তুলে তাইতে চেপেই বলল, "গো অ্যাহেড। সময় নষ্ট কোরো না বাবলু। মনে রেখো, ভাগ্যশ্রী এখনও ওদের হাতে।"

ওরা আবার অন্ধকার কাঁপিয়ে ছুটে চলল।

পূর্ণ চাঁদের আলোয় আলোকিত চারখারিতে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। হ্রদের মাঝে শ্বেতপাথরের সুরম্য প্রাসাদগুলো যেন শ্বেতপদ্মর মতো ফুটে আছে। কী সুন্দর! গোলাপের গন্ধে এখানকার আকাশ বাতাস ভরে আছে। ঘুমন্ত চারখারির বুকে ভাগ্যশ্রীর "বাঁচাও বাঁচাও" চিৎকার শুনে কেল্লা পাহাড়ের দিকেই ছুটল ওরা।

ওদের আগেই ছুটল পঞ্চু।

তোরণ পেরিয়ে পাহাড়ে ওঠার সহজ পথটি ছেড়ে ওরা ডালপালা ধরে বড় বড় পাথরে পা দিয়ে খাড়াই বেয়েই ওপরে উঠল। কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই সেখানে। শুধুই কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। কারা কোন আমলে যে চারখারিকে ছারখার করেছে তা কে জানে? শুধুই খণ্ডহর আর খণ্ডহর। এখানে কোথায় ভাগ্যশ্রী, কোথায় ভোরা! অথচ এখানে দাঁড়িয়েও ভাগ্যশ্রীর চাপা কান্না একটা শুনতে পাচ্ছে ওরা।

ততক্ষণে বিলুরাও এসে পড়ল সদলবলে। চারখারির মানুষজনও ঘুম ভেঙে ছুটে এল অনেকেই। এই স্বর্গরাজ্যে দানবের অত্যাচার তারাই বা সহ্য করবে কেন?

হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সকলেই।

একটি গুহার ভেতর দিয়ে প্রাচীনকালের এমন এক সুড়ঙ্গপথ ছিল এখানে যে, তার শেষ কোথায় তা কেউই জানে না। কারও মতে বিপদকালে রাজারা এখান দিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন। কেউ বলে এরই ভেতরে সঞ্চিত আছে সেকালের অনেক বৈভব। সেই সময়ের রাজাদের ধনভাণ্ডার এখানেই ছিল।

পঞ্চু সেই গুহার সামনে গিয়ে একটানা চেঁচিয়ে চলল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

হঠাৎই অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে একটি গুলি ছিটকে এসে পঞ্চুর পায়ের কাছে পড়ল। আর যায় কোথা! হিতাহিত ভুলে সেই গুহার মধ্যেই ঢুকে পড়ল পঞ্চু।

পঞ্চু ঢুকতেই যেন বাঘের মুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে বেরিয়ে এল ভাগ্যশ্রী। এসেই সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরল তানিয়াকে। তানিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ওকে বাচ্চু-বিচ্ছুর হাতে সমর্পণ করেই রিভলভার উদ্যত করে ঢুকতে গেল গুহার ভেতর।

বাবলু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। বলল, "ব্যস। অনেক হয়েছে, এবাব থামো।"

পঞ্চুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ভোরাও তখন বুলেটহীন রিভলভার হাতে নিয়েই বেরিয়ে এলেন। তারপর কোনদিকে যাবেন, কী করবেন, কিছুই ঠিক করতে না পেরে দিশাহারা হয়ে এদিক-সেদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু পালাবার পথ তো নেই। সামনে পঞ্চু, পেছনে পঞ্চু। শুধু ভৌ-ভৌ আর ভৌ-ভৌ। তা ছাড়াও পথের বাধা পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবং অনেক, অনেক লোক।

হঠাৎই কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ এসে হাজির হল সেখানে। একজন অফিসার নিজে গিয়ে ভোরাব হাতে হাতকড়া লাগালেন। বললেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মি. ভোরা। ইয়োর গেম ইজ এন্ড।"

বাবলু ভোরার দিকে আঙুল দেখিয়ে অফিসারকে বলল, "চান্দেল্লা রাজবংশের হিরে চুরির ইনিই হলেন আসল নায়ক। খুন, রাহাজানি, স্মাগলিং এবং অস্ত্র পাচার চক্রের ইনিই গডফাদার।"

অফিসার হেসে বললেন, "জানি।"

ভোরা একবার রক্তচক্ষুতে বাবলুর দিকে তাকালে বাবলু বলল, "গুড বাই মি. ভোরা। আমাদের কাজ শেষ।" বলে সকলকে নিয়ে নেমে এল চারখারির কেল্লা থেকে।

বুন্দেলখণ্ডের এই রমণীয় রাতের অভিযানে ভোরার বিপর্যয়ে ওদের আনন্দের আর শেষ নেই!

নীচে নামতে নামতেই বাবলু তানিয়ার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, "এই জিনিসটা তুমি জোগাড় করলে কোত্থেকে?"

তানিয়া বলল, "এটা জেঠুমণির। আসবার সময় ম্যানেজ করে নিয়ে এসেছি।"

বিলুরা একটা মারুতি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল মাহোবা থেকে। ওরা তাতেই চেপে বসল। আজকের রাতটুকু মাহোবায় কাটিয়ে কালই ওরা ভাগ্যশ্রীকে পৌঁছে দেবে ওর বাবা মায়ের কাছে সেনিগড়ে অথবা ওর মামার বাড়ি খাজুরাহোয়। তারপর খাজুরাহোর অনবদ্য শিল্পকলা দর্শনের পর তানিয়ার জন্য অবশ্যই যাবে ইলাহাবাদ।

মারুতি স্টার্ট নিতেই আনন্দে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল তানিয়া, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সকলে বলল, "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।"

ভাগ্যশ্রী বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম